হাওড়া
১।১নং উমাচরণ বসুর লেন হইতে
শ্রীঅতীন্দ্র নাথ দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ : সন ১৩৪৪

৩৭০ নং আপার চিৎপুর রোড
লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
বি, ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই পুস্তকখানি ১৩২৫ সালে গড়পার বান্ধব নাট্যসমাজের জন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত হয়। উক্ত নাট্যসমাজ বহুবার সাফল্যের সহিত ইহার অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। এই নাট্যসমাজ ব্যতীত আরও কয়েকটী সম্প্রদায় ইহার অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দর্শনে তৃপ্ত বহু ভদ্রমহোদয় গ্রন্থখানিকে মুদ্রিত আকারে পাইবার জন্য অনেক অনুযোগ করা সত্ত্বেও নানাপ্রকার অসুবিধা বশতঃ এ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এতদিনে তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিয়া প্রকাশক ধন্য হইলেন। সাধারণ পাঠক ও সুধীমণ্ডলীর নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে প্রকাশক আপনাকে অধিকতর ধন্য মনে করিবেন। ব্যস্ততা প্রযুক্ত মুদ্রণ কার্য্যে ভ্রমপ্রমাদ অনেক থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনীয়। শুদ্ধিপত্রে যথাসাধ্য ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীঅতীন্দ্র নাথ দে।

নামের বল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, মহাদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল,
সহদেব, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি,
অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ,
শল্য, ইন্দ্র, বিশ্ববুদ্ধি
ও দূত।

স্ত্রীগণ।

দ্রৌপদী, বিদ্যা, শক্তি, দেববালাগণ
ও সখীগণ।

নামের বল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অক্ষ ক্রীড়াগার।

(শকুনি, দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুঃশাসন ও দূত।)

শকুনি। ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ডত্রয়!
ক্ষুদ্র এক মানব হৃদয়
কপটের ক্রূর অত্যাচারে
ত্যজিয়াছে সংসার আগার;
সাক্ষ্য তোরা তার।
পিতা তিনি জন্মদাতা মোর,
তাঁরই রক্ত বহে ধমনীতে
তাঁরই আত্মা জীবাত্মা আমার;
তোরা অস্থি তাঁর।

তাঁর মর্ম্মদাহ্ জ্বলন্ত অক্ষরে
আছে লেখা তোদের হৃদয়ে,
জ্বলন্ত অক্ষরে আছে খোদা
হৃদয়ে আমার।
যদিও নির্জীব তোরা,
কিন্তু যেই জীব
রেখেছিল জীবন্ত তোদের
সেই জীব শোভে এই জীবে।
সেই ছলা, সেই উৎপীড়ন,
সেই নৃশংসতা, সেই বর্ব্বরতা,
সেই সব আজও রয়েছে সজীব।
কেন তবে রহিবি নির্জীব তোরা?
প্রতিশোধ নিতে কেন রব বিরত আমরা?
অকৃতজ্ঞে উপেক্ষা করিয়া
অকৃতজ্ঞ কেন হব?
সত্য বটে অরি বলবান।
ধনজন বিপুল বৈভব
দিবারাতি রক্ষা করে তায়।
কিন্তু কিবা আসে যায়?
এক ভানু উদিয়া যেমতি
লক্ষ লক্ষ তারাদলে করে জ্যোতিঃহীন,
একা আমি এক বুদ্ধিছলে
শত অরি সেইরূপ করিব সংহার।

তোরা মাত্র সহায় আমার।
তোদের সহায়ে লব প্রতিশোধ
প্রতিরোধে নাহি হেন জন।
দুর্য্যোধন! পাপ দুর্য্যোধন!
কপটতা করিয়া আশ্রয়
বধিয়াছ পিতারে আমার,
কপটতা করিয়া আশ্রয়
লব আমি প্রতিশোধ তার।
এই পুণ্য অস্থিখণ্ডত্রয়
বারত্রয় করি সঞ্চালন,
প্রজ্জলিত করিব অনল;
ফলাফল দেখ্ তার।
ক্ষুদ্র কীট তুই,
পারি তোরে চরণে দলিতে,
কিন্তু তৃপ্ত নহি তায়।
যেই ক্ষত্র,
তোর সম কলঙ্কীরে দিয়াছে জনম,
যাচি আমি প্রায়শ্চিত্ত তার।
যে ভারত তোর মত সুতে
প্রসবি দারুণ পাপে হয়েছে পঙ্কিল,
যাচি আমি প্রায়শ্চিত্ত তার
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ মহাব্রত মোর।
আজি অক্ষক্রীড়া ছলে

ক্ষুদ্র এই অস্থিখণ্ডত্রয়,
দ্বেষ, হিংসা, গৃহভেদ
উদ্গারিবে তিনরূপ হলাহল।
ফলে তার যে অনল হবে প্রজ্জ্বলিত—
সে অনলে দগ্ধ হয়ে যাবে,
ক্ষত্রকুল নিঃশেষিত হবে,
যুগ যুগান্তর ধরি
সে অনল ভারত জুড়িবে।
আজি হতে যুগ যুগান্তর
শান্তিবারি করিয়া শোষণ
ভারতের প্রতি গৃহে গৃহে
হলাহল উদ্গারিবে আত্ম বিচ্ছেদের।
মহাপাপ—
এই মহা প্রায়শ্চিত্ত তার।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। হে গান্ধার রাজ !
আসিছেন নৃপতিবৃন্দ পিতৃদেব সহ
অক্ষক্ষেপ হেরিতে তোমার।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি বীর
দুঃশাসন আদি ভ্রাতৃবর্গ মোর
সবে আসি মিলিবে এখনি।
যুধিষ্ঠির, বৃকোদর আদি
অবিলম্বে আসিবে হেথায়।

সাবধানে ক'ব অক্ষক্ষেপ
সম্পদ সম্মান গর্ব্ব মোব
তব কবে কবিছে নির্ভব।
বেথ মুখ জিনি বিপুদলে
তুমি মাত্র সহায় আমার।

শকুনি। হে বাজন।
পণ মম ব্যর্থ নাহি হবে।
একবাব পাইলে সংগ্রামে
পাণ্ডবেবে কবিব ভিখাবী।
হিতকামী মম সম কেবা আছে তব।

(ধৃতবাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠিবাদি পাণ্ডবগণেব প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। এস এস কব সবে আসন গ্রহণ।
এস বিজ্ঞ যুধিষ্ঠিব,
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তুমি মোব।
এস বীব বৃকোদব,
এস ধনঞ্জয়, এস সবে
এস ভীষ্ম, দ্রোণ হে বীব মণ্ডলী
দ্যুতক্রীডা হেবি কুতূহলে।

যুধিষ্ঠিব। মহাবাজ।
কপটতাময় দ্যূতক্রীডা অতি দোষাবহ
অনিচ্ছায তব অনুবোধে
হয়েছি স্বীকাব

নাহি গণি জয় পরাজয়।
হইলে আহূত
নিবৃত্ত না হব,
এই নিত্য ব্রত মোর।
বল এবে কার সনে করি অক্ষক্ষেপ ?

দুর্য্যোধন। হে ধর্ম্ম রাজন্ !
মাতুল শকুনি প্রতিনিধি মোর।
রত্ননিধি যোগাইব আমি।

যুধিষ্ঠির। হে বিদ্বন্ !
অসঙ্গত প্রতিনিধি সনে ক্রীড়া।
ভাল, এসেছি যখন,
উপরোধে তব হইনু স্বীকার।
অঙ্গীকার—
কাঞ্চন খচিত এই রত্নহার মোর।
তব পণ কিবা সুযোধন ?

দুর্য্যোধন। মম পণ রত্নধন অগণন দিব ।

(অক্ষক্রীড়া)

শকুনি। দেখ ধর্ম্মরাজ !
জিনিলাম হার তব।

যুধিষ্ঠির। ভাল, এইবার পণ
ধনরত্ন হিরণ্য ভূষণ,
যত কিছু আছে মোর।

াকুনি। (অক্ষক্রীড়া)
ধনরত্ন জিনিলাম তব।
কহ ধর্ম্মরাজ কিবা পণ আর।

ুধিষ্ঠির। অশ্বরথ, অস্ত্রাগার,
দাসদাসী, সমর বাহিনী,
রাজ কর্ম্মচারী, পশুশালা,
নাট্যাগার, প্রমোদ কানন
এইবার পণ হে ধীমান।

াকুনি। (অক্ষক্রীড়া)
ধর্ম্মরাজ !
হের আজি কুরু সভা মাঝে
জিনিলাম সর্ব্বস্ব তোমার।

যুধিষ্ঠির। রাজ রাজন্যবর্গ প্রজাগণ সহ
রাখি পণ,
হে মধুসূদন হোক যেবা ইচ্ছা তব।

াকুনি। (অক্ষক্রীড়া)
ধর্ম্মরাজ রাজ্যহীন এবে তুমি।
হের অক্ষ ঘোষে মোর জয়
রাখ পণ কিবা আছে আর।

যুধিষ্ঠির। ছল অক্ষক্ষেপ !
কিফল আক্ষেপে !
বিপক্ষে কুটিল শনি মোর।
অগণন রত্নধন,

স্বর্ণ-প্রসবিনী শ্যামলা-ধরণী,
সমর-বাহিনী অরিত্রাস
একে একে হারিলাম সব।
কিবা আছে আর ?
যশঃমাত্র সম্পদ আমার
সে ধন না হারাইব থাকিতে জীবন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মরাজ !
মম মতে
আজিকার মত ক্ষান্ত হও অক্ষক্ষেপে
কাজ নাই ছল অক্ষ চালি।

দুর্য্যোধন। সেই ভাল ধর্ম্মরাজ।
অধর্ম্মেরে করিয়া আশ্রয়,
ক্ষত্রধর্ম্ম দিয়া জলাঞ্জলি
যাও চলি দ্যূতে ঠেলি পায় ;
বহু ধর্ম্ম করেছ অর্জ্জন
অধর্ম্মের শেষ এইবার।

যুধিষ্ঠির। হারিতেছি যবে প্রতি ক্ষেপে,
তখনই বুঝেছি ভাই
আছে ছল ইহার ভিতর
কিন্তু তা বলিয়া ভেব নাক সুযোধন
ধর্ম্মরাজ নাম ধরি,
ধর্ম্মে ঠেলি পায়
অধর্ম্মে করিব সেবা।

যা আছে অদৃষ্টে
না ত্যজিব অক্ষক্ষেপ
ভাগ্যলিপি কে করে খণ্ডন।

শকুনি। এবে কিবা পণ তব?

যুধিষ্ঠির। প্রাণের সোদর সহদেব
কার্ত্তিকেয় সম রূপে গুণে
তার সনে প্রাণের নকুল
অরি কুল আকুল সমরে যার
ব্যাকুল পরাণে
রাখিলাম প্রতিকূলে পণ।

ভীষ্ম। হায় হায় এ কি বিপর্য্যয়
অমৃতে উঠিল হলাহল।

শকুনি। (অক্ষক্রীড়া) মহারাজ জিনিলাম দুটি ভাই তব
বল এবে কিবা পণ আর।

যুধিষ্ঠির। রিপুত্রাস গাণ্ডীব যাহার
বর্ষে তীর বারিধারা সম,
শৌর্য্য বীর্য্য ব্যাপিত ধরণী
নারায়ণ ভূভার হরণ তরে
স্থাপিয়াছে সখ্য যার সনে,
যার লক্ষ্য ভেদে
লক্ষ্মী-স্বরূপিনী কৃষ্ণায় লভেছি মোরা,
সেই কৃষ্ণ সহচর অর্জ্জুন সোদর
এবে পণ শুনহে ধীমান

শকুনি। (অক্ষক্রীড়া)
ভাগ্য বলবান।
সমর প্রান্তরে দেব নরে ডরে
ভুবন বিজয়ী ধনুর্দ্ধারী
পাণ্ডুকুল গৌরব কৌরব ত্রাস
সব্যসাচী ধনঞ্জয়ে জিনিনু কৌশলে।
দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন বিজয় সাধ
পুরিল তোমার।

যুধিষ্ঠির। (স্বগতঃ) বহু দূর হইয়াছি অগ্রসর
আর নাহি পিছাইতে পারি।
হে শ্রীহরি তোমার চরণ স্মরি
বৃকোদরে রাখিব হে পণ।
(প্রকাশ্যে)
শুন সুযোধন
মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর
অযুত মাতঙ্গ বলশালী,
পদক্ষেপে কম্পিতা ধরণী,
গদাঘাতে শৈল ধূলিশায়ী,
ভুজবলে ভুবন উপাড়ে,
কম্পিত কৌরব যার ডরে,
সেই প্রাণের সোদর গদাধর সহ
নিজে আমি পণ এইবার।

ভীম। করযোড়ে নিবেদি অগ্রজ,

হারায়েছ সকল সম্পদ,
প্রিয়তম প্রাণের অনুজত্রয়ে
বাঁধিয়াছ কৌরবের দাসত্ব শৃঙ্খলে।
একমাত্র বাকী আমি।
আমারে হারালে
ভ্রাতৃদলে উদ্ধারিবে কেবা ?
কিবা পণ রাখিবে গো অতঃপর ?
যাচি আমি নিবার এ অক্ষক্ষেপ।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর !
পারি প্রাণ ত্যজিতে এখনি
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
তোমাদের পারি ত্যজিবারে,
ধর্ম্মে না ছাড়িতে পারি।

দুর্য্যোধন। শঙ্কা ত্যজ মধ্যম পাণ্ডব
ধর্ম্মরাজ জিনিবে এবার।

ভীম। শঙ্কা করি তোমাদের লাগি।
অধর্ম্মের অত্যাচারে
ধর্ম্ম পাছে হয়ে উত্তেজিত
কুরুকুল করেন নির্ম্মূল
এই শঙ্কা দুর্যোধন।

শকুনি। ধর্ম্মরাজ !
সূক্ষ্মগতি জেন ধরমের।
স্থূল বুদ্ধি মানবের নাহি অধিকার

প্রবেশিতে সেই সূক্ষ্ম পথে
ধর্ম্ম রাখ করি অক্ষক্ষেপ।

যুধিষ্ঠির। শুনে সুখী ধর্ম্মবাণী
তোমাদের মুখে !
চাল অক্ষ মাতুল শকুনি।

শকুনি। (অক্ষক্রীয়া) জিনিলাম বৃকোদরে।
কহ হে সত্বর
কিবা পণ রাখিবে এবার

যুধিষ্ঠির। কিবা আছে আর !
ত্রিদিব-সুন্দরী দ্রুপদ-নন্দিনী,
শ্যামাঙ্গিনী পাণ্ডব ঘরণী,
লক্ষ্মী-স্বরূপিনী পাণ্ডবের হৃদি অলঙ্কার,
কৃষ্ণ-সহচরী কৃষ্ণায় রাখিনু পণ।

শকুনি। (অক্ষক্রীড়া) জিনিনু অমূল্যরত্ন ক্ষুদ্র অক্ষক্ষেপে।
দুর্য্যোধন !
কর এবে যেবা অভিরুচি।

দুর্য্যোধন। (দূতের প্রতি) যাও, লয়ে এস কৃষ্ণায় সভায়।

(দূতের প্রস্থান)

দ্রোণাচার্য্য। এ নহে উচিত মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন ছাড় এ কল্পনা।
কুলের ললনা
সভা মাঝে আনিবে কেমনে ?

দুঃশাসন। দাসীবৃন্দ আসে যেমতি।

ভীম। সহদেব! সহদেব!
চিতানল কর প্রজ্জ্বলিত।
আজি যেই করে অক্ষক্ষেপ ছলে
পাণ্ডুকুলে মাখাইল কালি
উপাড়ি পোড়াব চিতানলে।
জ্যেষ্ঠ বলি না করিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও মধ্যম পাণ্ডব।
হেরি অধীরতা তব
রিপুদল হাসিছে উল্লাসে।
চিরদিন জ্যেষ্ঠ অনুগামী মোরা
পিতৃসম জ্যেষ্ঠে মান তুমি,
আজ একি তব আচরণ?
ভুলিলে কি জ্যেষ্ঠের সম্মান?

ভীম। জ্যেষ্ঠের সম্মান তরে
পারি শিরে বহিবারে অরির পাদুকা,
জ্যেষ্ঠের সম্মান তরে
পারি ত্যজিবারে ভীম গদা সম,
পারি সংযমিতে সিংহক্রোধ
শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিশোধ তৃষা।
জ্যেষ্ঠের সম্মান তরে
পারি ছেড়ে দিতে রাজ্য ধন,
পারি ক্রীতদাস সম
বহিবারে কুরুর আদেশ,

বল যদি পারি বক্ষচিরি
রক্ত ঢালি ধোয়াইতে
দুর্য্যোধন পদ।
তাও পারি ; কিন্তু,—
আসিবে পাঞ্চালী
কাঙ্গালিনী সম ম্লান মুখে
লাঞ্ছিতা লুণ্ঠিতা দলিতা-ফণিনী,
অনাথিনী সম
নাথ যার পঞ্চজন।
আসিবে বীর নারী ঘৃণা ভরে
বদ্ধ সিংহীর মত ছাড়িবে নিশ্বাস,
ঘৃণা ভরে কাপুরুষ ভাবি
চাহিবে আমার পানে,
অথবা কাতরে
লুটাইয়া ধরণী ধূলায় করিবে প্রার্থনা
ওহো প্রতিহিংসা তরে !
আরেরে গাণ্ডীবী,
কেমনে সহিবি তাহা ?
কেমনে গাণ্ডীব তোর
রহিবেরে ধরণী চুম্বিয়া
নিস্তেজ ফণিনী সম ?
কেমনে এ ভীম বাহুদ্বয়
মৃত করিশুণ্ড সম

রহিবে পড়িয়া নিশ্চল নিস্তেজ ?
ওহো মুগ্ধ তোরা বুদ্ধি ভ্রষ্ট,
কি অনল উঠিবে জ্বলিয়া পাঞ্চালীর হৃদে
নাহি চক্ষু দেখিবারে।
যাই—যাই—আমি
অনাথিনী দ্রুপদ-নন্দিনী বিহ্বলা কাতরা
উৎপীড়িতা অরি অত্যাচারে,
বিমর্দ্দিতা পাণ্ডবের নারী অনাথিনী।
যায় যাক্ ধর্ম্ম
যাক্ জ্ঞান পুণ্য যশঃ মান,
লয়ে অনাথ শরণ নাম মুখে
যাই আমি অনাথে রক্ষিতে।
(ভীমের প্রস্থানোদ্যোগ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ধারণ

অর্জ্জুন। হে অগ্রজ !
অনাথ শরণে স্মরি
যেতে চাহ অনাথিনী কৃষ্ণায় রক্ষিতে ?
অনাথ শরণে স্মরি
রহ স্থির পর্ব্বতের সম।
অনাথ শরণ সখা মোদের
অনাথ শরণ সখা দ্রৌপদীর।
এস দেখি আজ
অনাথ শরণ
কেমনে রাখেন অনাথেরে।

ছাড় বীর্য্য ছাড় দম্ভ তেজ,
ছাড় অস্ত্র, ছাড় হৃদয়ের যত কিছু ;
হৃদয়ের যুদ্ধ ইহা নহে ত অস্ত্রের।
হয়ে উর্দ্ধ বাহু,
চাহি উর্দ্ধে গগনের পানে
আপ্লুত নয়নে আকুল আহ্বানে
এস ডাকি হে অগ্রজ,
সখা মম অনাথ শরণে।
কোথা হে শ্রীমধুসূদন !
করুণা নয়নে প্রভু চাহ একবার
অনাথিনী পাণ্ডব ঘরণী প্রতি।
অনাথ শরণ ! তুমি বিনা
অনাথেরে কে রাখিবে আজি।

ভীম। (অস্ত্র ত্যাগ করিয়া) তবে তাই হোক্।
কৃষ্ণ সখা ত সবার
কৃষ্ণ নাম সখা মম ;
লয়ে অনাথ শরণ নাম
রব ভগ্ন গিরিশির সম নিথর নিস্তব্ধ।
যদি আসে যদি তাই হয়
যদি সম্ভ্রম কৃষ্ণার হয় বিমর্দ্দিত
নাম সহ হৃদয় উপাড়ি
নাম শূন্য হবে বৃকোদর।

(পাণ্ডবগণের প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। করুক চীৎকার ক্ষণকাল,
চল কুরুবীর-বৃন্দ
ক্ষণতরে লভিগে বিশ্রাম।
(কুরুপক্ষীয় সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

দ্রৌপদী ও সখিগণ।

দ্রৌপদী বুঝিতে না পারি
কেন এত অধীর অন্তর।
যেন ভাবী অমঙ্গল ছায়া
গ্রাসিছে হৃদয় মোর।
অনিচ্ছায় ধর্ম্মরাজ
ধর্ম্ম অনুরোধে, অধর্ম্মের সনে
নিয়োজিত অক্ষ সঞ্চালনে।
ক্রূর মতি কুরুকুল
চিরদিন প্রতিকুল তারা,
তাইলো আকুল প্রাণ
ছলে বুঝি প্রমাদ ঘটায়।
(দূতের প্রবেশ)

দূত প্রণমি জননী
অপরাধ নিওনা দাসের।

দ্রৌপদী। কহ কি বারতা লয়ে
পশিলে এ অন্তঃপুরে ?
দ্রৌপদীর কাছে কার কিবা আছে আবেদন ?

দূত। আদেশ জননী,
নহে আবেদন।
মহারাজ দুর্য্যোধন,
অক্ষপণে হইয়া বিজয়ী,
রত্নধন, সাম্রাজ্য সম্পদ,
জিনেছেন পাণ্ডবের সব ;
আদেশ তাঁহার তব প্রতি
সভা মাঝে যাইতে আমার সনে।

দ্রৌপদী। এ আদেশ পূর্ণ উচ্চারণ
করিবারে অবসর পেলে দুর্য্যোধন ?
শির তার এখনও চুমেনি ধরণী ?
অর্জ্জুনের বজ্রভেদী তীর
জিহ্বা তার আনেনি উপাড়ি ?
বৃকোদর সভা গৃহ ছাড়ি
কোন্ কার্য্যে ছিল নিয়োজিত ?
কি কহিলা ধর্ম্মরাজ ?
কি কহিল ভীষ্ম, দ্রোণ, সভাস্থ সকলে ?

দূত। বৃকোদর, গাণ্ডীবী অর্জ্জুন,
সহদেব, নকুল, ধর্ম্মরাজ,
ভীষ্ম, দ্রোণ আদি রথী দল,

ধৃতরাষ্ট্র, বীরেন্দ্রমণ্ডলী প্রভৃতি সকলে,
ছিল উপস্থিত,
নীরব নিথর জলধি যেমন
ঝঞ্ঝাবাত বহিবার আগে।
শুধু কৌরবের উচ্চ হাস্যরোল
ভেঙ্গে ছিল নীরবতা।
পিঞ্জরের পীড়িত ব্যাঘ্র সম,
বৃকোদর গভীর গর্জ্জনে
সন্ত্রাসিত করেছিল সবে।
কিন্তু কি করিবে ;
অঙ্গীকারে বদ্ধ ধর্ম্মরাজ।
জ্যেষ্ঠের আদেশ পাণ্ডব করে না হেলা।

দ্রৌপদী। যাও দূত,
জানাও বারতা মোর সভাস্থ সকলে ;
ধর্ম্মরাজ একাকী নহেন পতি মোর,
আছে চারি স্বামী আর ;
ধর্ম্মরাজ একাকীর নাহি অধিকার
আমারে রাখিতে পণ।
অসঙ্গত পণ,
অসঙ্গত কৌরব বাসনা।
পাণ্ডব ললনা
ঘৃণাভরে উপেক্ষিলা আদেশ তাহার।

দূত। যথা আজ্ঞা মাতা। (প্রস্থান)

দ্রৌপদী। সামান্যা নারীর মত
বিপদেতে না হব কাতরা,
সম্পদ বিপদ জীবনের চির সহচর।
আমি যদি হইলো অধীরা,
হেরি কাতরতা মোর
পঞ্চস্বামী হইবে কাতর,
বিপদেতে বিপদ বাড়িবে।
আজি পঞ্চস্বামী মোর
কুচক্রীর ছলে জ্ঞানহারা।
বুদ্ধিমতী রমণীর মত,
ধীর স্থির বুদ্ধির সহায়ে,
চাহি উতরিতে বিপদ সাগর ;
হোক বিপদ দুস্তর
তিলমাত্র নাহি গণি তায় ;
ভব কর্ণধার সহায় আমার,
স্মরি শ্রীচরণ তাঁর,
অনায়াসে পাব পরিত্রাণ।
পাণ্ডুবধূ আমি,
নিশ্চয় রাখিব পাণ্ডুকুল মান।

(দূতের পুনঃ প্রবেশ)

দূত। প্রণাম জননী,
মহারাজ দুর্য্যোধন করিলা আদেশ,
পাণ্ডবেরা ক্রীতদাস তাঁর।

ক্রীতদাসী এবে তুমি,
অবিলম্বে চল সভা মাঝে।

দ্রৌপদী। কি কহিলা সভাস্থ সকলে?

দূত। নতমুখে রহিল সকলে,
কেহ না কহিল কথা।

দ্রৌপদী। যাও দূত যাও পুনঃ
কহ গিয়া দুর্য্যোধনে,
পণক্রীত ধর্ম্মরাজ যবে,
কুলবধূ রাখিবারে পণ,
কিবা তাঁর আছে অধিকার?
নীতি যদি না জানে বর্ব্বর,
কহ জিজ্ঞাসিতে দ্রোণে,
ভীষ্ম পিতামহে, ধৃতরাষ্ট্রে,
সভাস্থ রাজন্যবর্গে,
কোন্ যুক্তিবলে
কহে ক্রীতদাসী মোরে?
আরও বলো ধৃতরাষ্ট্রে,
পিতৃতুল্য আমি জানি তায়,
কুলবধূ গেলে সভা মাঝে
উজ্জ্বল কি হবে মুখ তার?

দূত। যথা আজ্ঞা মাতা।　　　　(প্রস্থান)

সখি। বার বার দুরাচার পাঠাইছে দূত,
বার বার করি প্রত্যাখ্যান,

বাড়াইছ রোষ তার ;
বুঝি আজ ঘটিবে প্রমাদ।
যবে অক্ষক্রীড়া লাগি
ধর্ম্মরাজে করেছে আহ্বান,
তখনি জেনেছি ঘটিবে প্রমাদ।
যা হবার হবে নহি লো শঙ্কিতা—
(নেপথ্যে ফিরিয়া)
হের উগ্রমুখে আসে দুঃশাসন,
দম্ভভরা পদক্ষেপে,
রক্ত আঁখি রক্তময় রোষে ;
বুঝি করিবে লো অত্যাচার কোনও
যাও ত্বরা অন্তরালে চলি। (সখিগণের প্রস্থান)

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। বার বার পাঠাইল দূত মহারাজ
বার বার কর প্রত্যাখ্যান।
এত দর্প কিসের কারণ ?
জান নাকি ক্রীতদাসী এবে তুমি ?
ত্যজি রাজ সিংহাসন,
চল এবে সেবিবে চরণ,
ভানুমতী ডাকিছে তোমায়।
দ্রৌপদী এত সাধ যদি তার চরণ সেবায়,
যাও দুঃশাসন কহ গিয়া তারে,

আসিয়া হেথায় মোর সেবিয়া চরণ,
শিখাইতে পদসেবা মোরে ;
জানি তারে নিপুণা উহাতে।

দুঃশাসন। আরে লো উদ্ধতা !
গর্ব্বস্ফীতা এখনও পাঞ্চালী তুই ?
আয় ত্বরা আয় চলি,
কেশে ধরি লয়ে যাব বিলম্ব করিলে

দ্রৌপদী। মূর্খ দুর্য্যোধন,
তদপেক্ষা মূর্খ তুমি।
তাই পশি অন্তঃপুর মাঝে,
অসহায় অবলার কাছে
দেখাইছ পাশব বিক্রম।
কিন্তু রেখ মনে—
যার গৃহে পশি করিতেছ দম্ভ এত,
পদক্ষেপে তার
শত শত বীর হয় ধুলিসাৎ।

দুঃশাসন। দাসী হয়ে এত দর্প !
আরে দুর্ব্বিনীতা,
যার দর্পে হয়েছ দর্পিতা,
চল রাজ সভা মাঝে,
দেখিবে ভিখারী সম
নতমুখে ফেলে অশ্রুজল।
চল্ চল্ বিলম্ব না সহে আর।

দ্রৌপদী। ছি ছি ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
রজস্বলা আমি,
এক বস্ত্রে আছি আচ্ছাদিত।
রজস্বলা কুলের কামিনী
পরশিতে বাঁধে না সরম ?

দুঃশাসন। ব্যাভিচারিণী লো তুই,
পঞ্চস্বামী কর উপভোগ।
কুলটা পাঞ্চালী,
নাহি জানি কিসে কুলের কামিনী বলে তোরে।
ছিল পঞ্চস্বামী, শত ভ্রাতা হবে শত স্বামী,
খেদের কি আছে তোর ;
চল্ চল্ সভা মাঝে। (দ্রৌপদীর কেশ ধারণ)

দ্রৌপদী। কোথা ধর্ম্মরাজ ! কোথা বৃকোদর !
কোথা হে নকুল ! কোথা সহদেব !
কোথা হে অর্জ্জুন !
কোথায় অর্জ্জুন সখা বিপদবারণ,
দেখ দেখ দ্রৌপদীর কি দুর্দ্দশা
তোমরা থাকিতে।

(দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করতঃ দুঃশাসনের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, শকুনি, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুঃশাসন, দ্রৌপদী ও বিশ্ববুদ্ধি।

(বেগে বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ)

বিশ্ব। মহারাজ ! মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হ'ল।

ধৃতরাষ্ট্র। ব্যাপার কি ?

বিশ্ব। আজ্ঞে আপনার গুণধর পুত্র দুঃশাসন একজন মেয়ে মানুষের ঝুটি ধরে হড় হড় করে টেনে নিয়ে আস্‌ছে, আর সে পাণ্ডবদের নাম ধরে চীৎকার করছে। (ভীমের প্রতি) দোহাই বাবা—আমি কিছু জানি না বাবা। সেই বেটা বেল্লিক দুঃশাসন।

দুর্য্যোধন। সাবধান মূর্খ ব্রাহ্মণ।

বিশ্ব। থুড়ি ভুল হয়েছে ; (দুর্য্যোধনের নিকট যাইয়া) তা ত ঠিকই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে, রাজবুদ্ধি কিনা, বুঝতে পারি নি। বাহবা মহারাজ, কুমার দুঃশাসনের বুদ্ধির কি চটক।

(দ্রৌপদীর কেশ ধরিয়া দুঃশাসনের প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কোথা ধর্ম্মরাজ, কোথা বৃকোদর, কোথা হে গাণ্ডীবী,
দেখ আঁখি মেলি,
তোমাদের কুলের কামিনী
তস্করেতে করিছে হরণ।

ভীম ভয় নাই পাঞ্চালী!

(উত্থান ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবারিত)

আরে রে গাণ্ডীবি!
এখনও গাণ্ডীব তোর
করিবে না বজ্র উদ্গীরণ?
এখনও কি বৃকোদর গদা
মাখিবে না কুরুরক্ত গায়?
এখনও কি ছার কুরু সভা
ভীম পদে হবে না দলিত?

অর্জ্জুন। হে মধ্যম!
পণবদ্ধ মোরা পঞ্চজন;
কি ফল বিফল আস্ফালনে?
জানি, ইচ্ছা মাত্র তুমি,
পার কুরুকুল করিতে নির্ম্মূল,
জানি, তব গদাঘাতে
শৈল খসি পড়ে ভূমিতলে,
জানি, গাণ্ডীব আমার
পারে উপাড়ি আনিতে গ্রহমালা,
জানি, রজস্বলা পাণ্ডব মহিলা
অসহায়া করে আর্ত্তনাদ,
কিন্তু কি করিব,
বিধির বিপাকে হায় পণবদ্ধ মোরা।
আজ যদি পণভঙ্গ করি,

ধরি অস্ত্র পাঞ্চালীর লাগি,
ভবিষ্যতে গাহিবে জগৎ,
পণভঙ্গ মহাপাপে নিমগ্ন পাণ্ডব ;
ধর্ম্মরাজে কহিবে অধর্ম্মচারী।
এ সকল স্মরি, ধার্ম্মিক অগ্রজ যবে
ছাড়িবে হে দীর্ঘশ্বাস,
বজ্রসম বাজিবে হৃদয়ে ;
হৃদয় উপাড়ি পারিব না সান্ত্বনা করিতে।
কহি তাই ধীরভাবে সহ অত্যাচার।

ভীম। আরে রে অর্জ্জুন !
করি আঁখি উন্মীলন
দেখ্ চাহি পাঞ্চালীর মুখ ;
দেখ্ বিকল-বসনা পাণ্ডব-ললনা,
দীনা হীনা অনাথিনী সম
আঁখি নীরে প্লাবে বক্ষঃস্থল,
দেখ্ পাদচুমি কেশপাশ তার
দুঃশাসন করে আকর্ষণ !
দেখ্ কাতর নয়নে,
চাহি মুখপানে মো সবার
কাতরে ডাকিছে—
কোথা ভীম, কোথা হে গাণ্ডীবী বলি ;
দেখ্ কোমল চরণ বিদারিয়া
বহিছে রুধির ধারা !

দেখ রজস্বলা সরম বিহ্বলা
নারী তোর, তস্করের করে !
উঃ অসহ্য—অসহ্য !
বল্ বল্‌রে গাণ্ডীবী
কৌরবমণ্ডলীসহ ছল দ্যূতগৃহ
উপাড়ি নিক্ষেপি সিন্ধু নীরে।
দ্যূতক্রীড়া চিহ্ন নাহি রবে,
এ কাহিনী না হবে প্রচার।

অর্জ্জুন। ভাই জানি আমি,
তোমাতে সম্ভবে সব।
কিন্তু যদি আবেগের বশে
ধর্ম্মে আজি করি অবহেলা,
ধর্ম্মের সারথি
যদুপতি পাণ্ডবের গতি
আসি, কাল জিজ্ঞাসিবে যবে,
হে পাণ্ডব, রমণীর কাতর ক্রন্দন
ছিঁড়েছে কি ধর্ম্মের বন্ধন ?
বল হে তখন কি দিব উত্তর ?
যেই ধর্ম্মবলে, নারায়ণ
চির বাঁধা পাণ্ডবের দ্বারে,
কামিনীর কাতর চাহনী,
হরিবে কি সেই ধর্ম্মবল ?
কামিনীর অশ্রুজল,

ধর্ম্মচ্যুত করিবে কি আজি পাণ্ডবের ?
ক্ষণিকের রোষ পরবশে,
ধর্ম্মে ভুলি, করি যদি অধর্ম্ম আচার,
দুর্গতির না রবে অবধি।

ভীম — যা—যারে—পাঞ্চালী
ভুলে যা পাণ্ডবে।
মরিয়াছে পঞ্চস্বামী তোর—
মৃত ভীম, মৃত ধর্ম্মরাজ,
মৃত তোর প্রিয় ধনঞ্জয়।
কাঁদ কাঁদ প্রাণভরে,
ডাক যুক্তকরে, অনাথের নাথ জগন্নাথে।
কোথা হে মুরারে, পাণ্ডবের প্রিয়সখা !
দেহ দেখা ডাকিছে পাণ্ডব প্রিয়া,
দাও আজ আশ্রয় চরণে,
উদ্ধারিয়া রাখ হে সম্মান।

দুর্য্যোধন। — বৃকোদর !
ধর্ম্মপত্নী নহে ত দ্রৌপদী,
পঞ্চজনে কর উপভোগ,
নাহি জানি কুলের কামিনী বলি
কেন তবে এত গাত্রদাহ !
দুঃশাসন ! আন আন দ্রৌপদীরে।
এস লো দ্রৌপদী, আজি হ'তে কৌরব কাননে
চিরদিন রহ কেলিরতা ;

কৌরব সম্পদ তুমি এবে।

দ্রৌপদী। যদিও বীরেন্দ্র-বিজয়ী পঞ্চস্বামী মোর
ধর্ম্ম ডোরে বদ্ধ হস্তপদ,
আছে সভা মাঝে বহু বিজ্ঞজন,
ভীষ্ম পিতামহ,
দ্রোণাচার্য্য গাণ্ডীবীর গুরু,
রাজন্য সামন্তবর্গ যত,
পাণ্ডু কুলবধূ সবার চরণে
নিবেদন করিছে কাতরে,
দেহ মোর প্রশ্নের উত্তর।

সকলে। কহ মাতা কিবা আছে আবেদন ?

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজ একাকী নহেন স্বামী মোর ;
আছে তাঁর কিবা অধিকার,
আমারে রাখিতে পণ ?

দ্রোণাচার্য্য। অসঙ্গত অত্যাচার কুলনারী পরে,
না রব এস্থলে আর। (প্রস্থান)

দ্রৌপদী। কই, কেহ নাহি দাও সদুত্তর ?
ভাল, আছে মোর অন্য আবেদন।
ধর্ম্মরাজ আপনি বিক্রীত পণে আগে,
তবে তাঁর কুলবধূ পরে
কিবা ছিল অধিকার রাখিবারে পণ ?
দাও সদুত্তর—
নীরব রাজমণ্ডলী কেন ?

ছি-ছি ধিক্ তোমাদের সব,
কলঙ্ক শশাঙ্ককুলে।
অসহায়া কুলের কামিনী হয়ে উৎপীড়িতা,
যাচি সুবিচার,
কৌরবের ভয়ে রহ নিরুত্তর ?

দুর্য্যোধন। পণে জিনিয়াছি রত্ন ;
কার কিবা আছে অধিকার,
করিবারে প্রতিবাদ।
দুঃশাসন ! উলঙ্গিনী করি
লয়ে এস দ্রুপদ-নন্দিনী ;
সাদরে বসাই উরুপরে।

ভীষ্ম। ক্ষান্ত হও বর্ব্বর দুর্য্যোধন !
গেল ধর্ম্ম গেল কুরুকুল।

দুঃশাসন। দে পাঞ্চালী দে ছাড়ি বসন ;
পাণ্ডব-ললনা হয়ে বিবসনা,
কৌরব ললনা হও এবে।　　(বস্ত্রাকর্ষণ)

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষান্ত হও অনৃত কুমার।

দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্র, তাত তুমি,
কন্যা তব রাজ সভা মাঝে হয় বিবসনা,
রাখিবে না কন্যার ধরম ?
দেখ—দেখ সবে,
ছি-ছি ক্লীব কি তোমরা ?
নাহি কি গো কাহারও পৌরুষ ?

শুন পুরুষ যতেক আছ সভা মাঝে,
জারজ সন্তান যদি নাহি হও কেহ,
মুদ আঁখি স্মরি সবে আপন মাতায়।
কুলের কামিনী হইছে বসন হীনা—
কোথা—কোথা হে পাণ্ডব-সখা অনাথ-শরণ!
কোথা পীতাম্বর মদনমোহন,
ব্রজের বসন চোর হরি,
সখি তব হয় বিবসনা রাজ সভা মাঝে,
আজি যোগায়ে বসন,
লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারণ!
আর পারি না রাখিতে—
বিঘূর্ণিত শির, জ্ঞান স্তিমিত প্রায়,—
তুমি দেখ—তুমি দেখ
জীবনবল্লভ জগন্নাথ!
(উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া)
আহা মরি মরি, স্নিগ্ধ শান্ত
ঢল ঢল রূপের সাগর, শ্যাম কলেবর,
প্রেমে গড়া প্রাণ বিমোহন!
নবীন মূরতি, চতুর্ভুজ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী,
ফুল্ল ফুল হার শোভিত বিশাল বক্ষে,
প্রেমময় মধুর বিনম্র আঁখি,
হাস্যরস পূর্ণ ওষ্ঠাধর,

চন্দন চর্চ্চিত প্রশান্ত ললাট,
মণ্ডিত সুকৃষ্ণ কেশে,
জ্যোতির্ম্ময় কিরীট মণ্ডিত শির,
ধীর স্থির গৌরব উজ্জ্বল,
মনোহর মুখশশী—
জগৎ জীবন, যোগীর আরাধ্য ধন,
কনক নূপুর মণ্ডিত চরণ
রাখ হৃদি পরে !
আঃ—জুড়াল জীবন।

ভীষ্ম। ধন্যা ধন্যা পাণ্ডব-ললনা
নারায়ণ যোগান বসন !
কুরুকুলে নাহি শ্রেয়ঃ আর
সতী কোপে কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল।

ধৃতরাষ্ট্র। আরে আরে অনৃত কুমার,
আমার সাক্ষাতে কুলনারী পরে,
একি রীতি তোর ?
ক্ষান্ত হও এখনি বর্ব্বর।

বিশ্ব। বাঃ বাঃ চোক নেই, কিন্তু মহারাজের চক্ষুলজ্জা টুকু আছে বাঃ বাঃ।

ধৃতরাষ্ট্র। মা গো !
পাণ্ডব কৌরব ভিন্ন নয় মোর কাছে ;
তুমি মম কুলের ভূষণ,
বাড়াইলে কুলের গৌরব।

ধন্য আমি,
পাইয়াছি নারীরত্ন কুলবধূরূপে।
চাহ বর, যা চাহিবে দিব।

দ্রৌপদী। তাত! দাসীপরে অপার করুণা তব।
নারায়ণ রেখেছেন মান,
নাহি অন্য কামনা আমার;
তবে যদি সন্তানে তুষিতে এত সাধ,
দেহ বর, পঞ্চস্বামী মোর পণমুক্ত হন।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু, চাহ অন্য বর,
এ দানে না হইনু সন্তোষ।

দ্রৌপদী। দাও তাত, তবে ফিরাইয়া রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ,
যাহা কিছু ছল অক্ষক্ষেপে
জিনিয়াছে তনয় তোমার।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু, অন্যবর করহ প্রার্থনা।

দ্রৌপদী। নাহি দেব অন্য কিছু প্রার্থনা আমার;
তব কৃপাগুণে পণমুক্ত পঞ্চস্বামী মোর,
পাইয়াছি রাজ্যধন, চলিনু এখন
শ্রীমধুসূদন করুণ কল্যাণ তব।
কিন্তু পিতা,
তনয়ারে করগো মার্জ্জনা,
পাণ্ডব-ললনা চাহে প্রতিবিধিৎসিতে।
যেই কেশ ধরি, দুঃশাসন করি আকর্ষণ,
আনিল সভার মাঝে,

সেই কেশ—
পাঞ্চালী না বাঁধিবে গো আর।
যতদিন দুঃশাসন রহিবে ধরায়,
রবে মুক্তকেশী, দিবানিশি পাণ্ডব-প্রেয়সী,
উড়াইয়া কৃষ্ণ কেশরাশি,
স্বামীকুলে করাবে স্মরণ—
মরেনি মরেনি দুঃশাসন,
হয়নি গো ব্রত উদ্‌যাপন,
অসম্পূর্ণ পণ,
বিমুক্ত-কুন্তলা তাই পাণ্ডবের বালা।

(প্রস্থান)

ভীম। ধন্য ধন্য লো পাঞ্চালী !
অপূর্ব্ব দেখালি,
মরা ভীমে বাঁচাইলি আজি।
টুটেছে বিষাদ, গেছে অবসাদ,
পাইয়াছি নূতন জীবন স্বাদ—
পণ তোর দিয়েছে লো নূতন জীবন।
শুন শুন সভাস্থ সকলে,
আজি লৌহময় গদা স্পর্শ করি,
দেব নরে সাক্ষ্য রাখি,
প্রতিজ্ঞা করিছে ভীম,
দুঃশাসন বক্ষ বিদারিয়া
করিব গো তপ্ত রক্তপান ;

সেই রক্তে রঞ্জিত করিয়া করদ্বয়,
দ্রৌপদীর মুক্তকেশ করিব বন্ধন।
যেই উরু দেখাইয়া পাপ দুর্য্যোধন,
দ্রৌপদীরে কৈলা অপমান,
সেই উরু, গদাঘাতে করি বিচূর্ণিত,
ঘুচাইব পাঞ্চালীর মনের কালিমা।
থাক্ থাক্ এলোকেশী,
পাণ্ডব-প্রেয়সী
থাক্ এলোকেশী ততদিন।
পাণ্ডবের হৃদয় শিবিরে
উড়াল পাঞ্চালী কৃষ্ণকুন্তল কেতন,
কৌরব রুধিরে সেই ধ্বজা করিয়া রঞ্জিত,
উড়াইব লোহিত নিশান। (প্রস্থান)

দুর্য্যোধন — দূর হও মূর্খ অর্ব্বাচীন,
ষণ্ডসম করিয়া চীৎকার
কর্ণরন্ধ্র করেছে বধির।

ভীষ্ম — দুর্য্যোধন!
নাহি প্রয়োজন অক্ষ বিক্ষেপনে,
পাপ ক্রীড়া করহ রহিত,
আহত হইবে সুনিশ্চয়।

ধৃতরাষ্ট্র। — কাজ নাহি আর অক্ষক্ষেপে
সভা ভঙ্গ হোক আজিকার মত।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর সম্মুখ।

বিদ্যা ও বিশ্ববুদ্ধি।

বিদ্যা। মিন্‌সে আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া, গেল কোথায়। রাজ বাড়ী যাই বলে পরশু বেরিয়েছে, আজও তার দেখা নেই, গেল কোথায়? এমন ত কখনও করেনি, যেখানেই থাক রাত্তিরে ঠিক ঘরে এসে হাজির হবে; এবার এমন করলে কেন? তার ত বারটান দোয নেই, তবে রাজা রাজড়ার সঙ্গে বেড়ায় তা হতেই বা কতক্ষণ, হতেই বা কতক্ষণ। ঠিক হয়েছে, যখন তে-রাত্তির বাড়ী ছাড়া তখন নিশ্চয়ই হয়েছে। তা আসুক আগে তারপর বুঝব; সহজে ছাড়ব? ভাল রকম দেখব তবে আমার নাম বিদ্যে। এ্যাঁ! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে বল্লে হয়, এখন কিনা বারটান, লোক শুন্‌লে বলবে কি? আমার মরণ হলে বাঁচি। ওগো মা গো—তুই কোথায় গো—(ক্রন্দন)

(বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ)

বিশ্ব। (ক্রন্দনের সুরে) ওগো আমার বিদ্যের কি হলো গো! ওগো তোরা সব আয় না গো—

বিদ্যা। ওগো বাবা গো—(ক্রন্দন)

বিশ্ব। (পাছা চাপড়াইতে চাপড়াইতে) কেন গো, কি হলো গো—

বিদ্যা। আঃ আমার মুখে আগুন, এই যে পুরুষ এসেছেন, বলি এমন করে কান্না হচ্ছে কেন?

বিশ্ব। তুমি কেন কাঁদছিলে ?

বিদ্যা। তুমি আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া—কাঁদব না, হাজার বার কাঁদব।

বিশ্ব। ঠিক ত ঠিক ত। দেখ বিদ্যেধরি! বলতে কি আমার বড় ভয় হয়েছিল। তোমার কান্না শুনে ভেবেছিলুম, বুঝি তুমি বিধবা হয়েছ, আর বুঝি তুমি মাছ খেতে পাবে না, আলতা পরতে পাবে না।

বিদ্যা। এখন ন্যাকরা ছাড়, বল দেখি আজ তিন দিন কোথায় ছিলে ?

বিশ্ব। যাঃ—আসল কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, দেখ বিদ্যে, আমি একটা বিদ্যে শিখে এসেছি। এস! এ দিকে এগিয়ে এস দেখি।

বিদ্যা। আর তোমার বিদ্যে দেখিয়ে কাজ নেই।

বিশ্ব। কাপড়, কাপড়, ভাল ভাল কাপড়। দেখ বিদ্যে তোমরা যে কাপড়ের কল, মাইরি তা আমার একদম জানা ছিল না।

বিদ্যা। কাপড়ের কল কি গো ?

বিশ্ব। আর ন্যাকামিতে কাজ নেই চাঁদ, এগিয়ে এস না।

বিদ্যা। (অগ্রসর হইয়া) কি বল না ?

বিশ্ব। ভাল ভাল শাড়ী, দশ হাতি, বিশ হাতি, পঞ্চাশ হাতি, ভাল ভাল কাপড়—হাঃ হাঃ হাঃ! পেটের ভিতর ধোপার বস্তা গুদামজাত করে আমাকে ত্যাক্ত কর। এস যাদু, এস যাদু, এস, দাও—তোমার আঁচল দাও। এই আমি কাপড় দে কাপড় দে করে চেঁচাই, আর তুমি হাত জোড় করে উপর দিকে চেয়ে, বাবা নারায়ণ কাপড় দাও, কাপড় দাও করতে থাক।

তার উপর চোক দিয়ে যদি দুফোঁটা গরম জল ফেলতে পার, তা হলে একেবারে বেনারসী।

বিদ্যা। ও বাবা, সে কি গো !

বিশ্ব। এই নয় বাছা বিশ্বাস কর না। দেখই না, নাও বল নারায়ণ কাপড় দাও। (বস্ত্রাকর্ষণ)

বিদ্যা। নারায়ণ কাপড় দাও।

বিশ্ব। দেখ যদি ভাল ভাল কাপড় বেরোয়, আমি সব বেচে ফেলব।

বিদ্যা। তা আমাকে দুজোড়া দিতে হবে।

বিশ্ব। দুজোড়া বইত নয়, তা দেব। বাকি সব বেচে ফেলব।

বিদ্যা। আর পিসিকে দুখানা।

বিশ্ব। আচ্ছা আর ?

বিদ্যা। আর সই মায়ের বকুল ফুলকে একখানা না দিলে ত ভাল দেখায় না।

বিশ্ব। তাত বটেই, আপনা-আপনির মধ্যেই ত।

বিদ্যা। আর বোনপো বউয়ের ?

বিশ্ব। বলি দিয়ে থুয়ে যা থাকবে, তা বেচতে দেবে ত ?

বিদ্যা। বেচে সে টাকা কিন্তু তুমি পাবে না।

বিশ্ব। রাম রাম, সে সব তোমার গো তোমার ! নাও এস, এখন চোখ বোজাও, হাত জোড় কর, বল—নারায়ণ কাপড় দাও— খুব জোরে।

বিদ্যা। নারায়ণ কাপড় দাও—নারায়ণ কাপড় দাও।

বিশ্ব। (বস্ত্রাকর্ষণ করতঃ) হেঁইয়া মারি কাপড় ছাড়, কাপড় ছাড়, চেঁচা, চেঁচা—

বিদ্যা। ও মা নেংটা হয়ে গেলুম যে।

বিশ্ব। রাস্তা সাফ না হলে বেরুবে কোথা থেকে ? চেঁচা, চেঁচা, বল— নারায়ণ কাপড় দাও।

বিদ্যা। তাই ত এত চেঁচালুম, কই কিছু ত বেরুল না, এই বুঝি তোমার বিদ্যে ?

বিশ্ব। (সবিস্ময়ে) তাই ত কি হলো বলো দেখি ? আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলুম।

বিদ্যা। কি দেখে এলে ?

বিশ্ব। এই আমাদের পাণ্ডবদের পাঁচ ভাতারী রাণী আছেন। পাশা খেলে, দুর্যোধন তাকে জিতে, রাজ সভায় ধরে নিয়ে এল। তারপর বিদ্যে বলব কি ! দুঃশাসন, ঠিক আমি যেমন করছিলুম না, ঐ রকম করে তার কাপড় ধরে যত টানে তত বেরোয়, কাপড়ে কাপড়ে রাস্তা ঘাট বোঝাই হয়ে গেল।

বিদ্যা। সত্যি ?

বিশ্ব। তোমার দিব্যি করে বলছি, সব সত্যি।

বিদ্যা। আহা-হা, সে যে পাঁচ ভাতারের মাগ গো।

বিশ্ব। তাই ত আপশোষ করছি, বলি বিদ্যের আমার যদি পাঁচটা স্বামী থাকত, তাহলে কাপড়ের কষ্টটা বোধ হয় যেত।

বিদ্যা। তারপর কি হলো ?

বিশ্ব। তারপর পাণ্ডবেরা আবার পাশা খেলে ছল করে সব হেরে গেল। হেরে, কাল সেই রাণীটাকে নিয়ে বনে চলে গেল।

বিদ্যা। বনে গেল কেন ?

বিশ্ব। কাপড় বেচবে আর খাবে। তুমিও যেমন, অত রাজ্যি টাজ্যি কে করে।

বিদ্যা। তোমার হাতে পোড়ে আমার কোন সুখই হল না।

বিশ্ব। (ক্রন্দনের সুরে) তাত হয়নি, তা যাই দেখি আর চারজন যোগাড় করে নিয়ে আসি।

বিদ্যা। দেখ তামাসা রাখ, সে কি আর এখন হয় ?

বিশ্ব। হয় না, তবে আর কি হবে ?

বিদ্যা। তা তুমি জোড়াকতক চেয়ে আনতে পারলে না।

বিশ্ব। যা—সব শিখে এলুম ; ওইটুকু ভুল হয়ে গেছে। যদি এই বেলা,—এখনও বোধ হয় বনে ঢুকতে পারেনি (গমনোদ্যত) আমি চল্লুম তবে।

বিদ্যা। চল্লে ? তা দেখ—

বিশ্ব। আবার পেছু ডাকলে কেন ?

বিদ্যা। এই বল্‌ছিলুম কি মোটা কাপড় পরতে পারিনি একটু মিহি দেখে বিয়ুতে বল।

বিশ্ব। তাই বলব, তাই বলব—(অগ্রসর)

বিদ্যা। আর শুন্‌ছ—

বিশ্ব। আবার পেছু ডাকে।

বিদ্যা। আর বলছিলুম কি, এত কাপড় বিয়ুতে পারে, বলি গয়না বিয়ুতে পারে না, একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না ?

বিশ্ব। আর মাইরি বিদ্যে, তোমার কি বুদ্ধি ! যেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী। অত রাজারাজড়া, কারুর কি ছাই একথা মনে হল না। তা দেখি যদি দম দিয়ে বার কর্‌তে

পারি। এসে তোমার চারটে বিয়ে দেবই দেব। যাই তবে।

বিদ্যা। ওগো!

বিশ্ব। আবার কেন, কাপড় হ'ল, গয়না হ'ল, আবার ওগো!

বিদ্যা। এই দেখ—এক ছড়া চিক ভাল দেখে নিও। ও পাড়ার ময়রা বউ কত ঠাট্টা করছিল।

বিশ্ব। তা দেবো, আমি চল্লুম। আর পেছু ডেক না। (অগ্রসর)

বিদ্যা। আর মুক্তর মালা এক ছড়া—

বিশ্ব। আচ্ছা—আচ্ছা।

বিদ্যা। মাথার গোটাকতক হীরের ফুল—

বিশ্ব। আচ্ছা।

বিদ্যা। বালা জোড়াটা ভাল নিও—

বিশ্ব। আচ্ছা।

বিদ্যা। অনন্ত, তাবিজ, যশম—

বিশ্ব। আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা। (প্রস্থান)

বিদ্যা। ঐ যা মাপ দেওয়া হ'ল-না সব ঢিলে হয়ে যাবে। (ক্রন্দনস্বরে) ওগো বাবা গো! ওগো দাঁড়াও গো! আমার হাতের মাপ নিয়ে যাও গো। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

শ্রীকৃষ্ণ।　　কর্ত্তব্য কঠোর।
ক্ষুদ্র জীব ভবে, যবে ক্রীড়া করি
প্রকৃতির অঞ্চল ধরিয়া
প্রতি কর্ম্ম তরঙ্গিত করে,
প্রতি কর্ম্ম লয়ে যায় দূরে ভাসাইয়া
পূর্ণ হতে ক্ষুদ্রত্বের অসীম গহ্বরে।
পূর্ণ আমি ছুটি পাছু পাছু তার,
ফিরায়ে আনিতে তারে
পূর্ণত্বের আবাসেতে পুনঃ।
ক্ষুদ্র সুখদুঃখময় ভোগপুঞ্জ দিয়া
ভুলাইয়া লয়ে যাই জীবে অমৃত সন্ধানে।
সত্যামৃত আনন্দ অপার,
পূর্ণানন্দ সত্তা মোর,
রহে স্নেহ বক্ষঃ পাতি, তুলে নিতে জীবে
চিরতরে আপনার অঙ্গীভূত করি।
সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে,
কাঁদে জীব, হাসে কত উল্লাসে বিষাদে,
হেরে আপনায় মহান বা ক্ষুদ্র কভু।
দেখে না ফিরিয়া,

আমি কত হাসি কত কাঁদি
তাহাদের হাসি কান্না লয়ে।
আমি অন্তর জীবের,
জীব অন্তর আমার ;
মুহূর্ত্তের তরে আমাশূন্য নহে জীব।
যবে জ্ঞান-আঁখি লভে জীব,
ঈষৎ অমৃতসত্তা উদ্বোধিত হয় যবে হৃদে,
চাহে জীব দিতে মোরে ভালবাসা।
ওহো! তখনও বোঝে না তাহারা,
কত ভালবাসি আমি তারে।
পূর্ণ আমি দাস সম ফিরি পাছু পাছু তার,
স্নেহাদরে রাখি ডুবাইয়া,
বুকে করে লয়ে যাই, যাহা তার নিত্য আকাঙ্ক্ষিত।

বলরাম। বুঝি, ভাল মতে বুঝি
কত তুমি ভালবাস জীবে।
প্রতিদিন প্রতি জীব হৃদে
দেখি তব ক্রূর ভালবাসা।
আজও দেখিনু কৃষ্ণ,
আদরের প্রিয়তম ভক্ত তব,
হইয়া অরণ্যবাসী কাঙ্গালের মত,
কত ভালবাসা তব করিতেছে ভোগ।
শুনেছিনু, ভারত উদ্ধার আশে,
সাধুতার করিতে রক্ষণ,

দুষ্কৃতির করিতে বিনাশ,
আসিয়াছ অবনীতে,
দ্বাপরের শেষে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
উপলক্ষ করি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ওহো, দেখিলাম ভাল !
করি রাজ্যহীন,
রাজপুত্রে সাজায়ে ভিখারী,
পাঠাইলে অরণ্যে তাদের।
ভাল তব ধর্ম্মরাজ্য হ'ল প্রতিষ্ঠিত !
সখ্যতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
বাঁধিয়া তোমারে যেই কুলের কামিনী,
নিত্য করে প্রেমারতি,
পঞ্চপতি প্রাণপণে করি সেবা,
লভিয়াছে সতীত্বের গৌরব নিশান,
সেই পাণ্ডব নারীরে,
করি বিবসনা রাজ সভা মাঝে,
সুন্দর ধর্ম্মের রাজ্য করেছ স্থাপন।
পুনঃ শুনি অরণ্যের মাঝে
গিয়াছেন মহান তপস্বী
মহাক্রোধী দুর্ব্বাসা,
ষষ্টি-সহস্র শিষ্য ল'য়ে
দ্বাদশীর দিনে দ্রৌপদীর আহারান্তে
আতিথ্যের আশে।

ওহো ! বনমাঝে আতিথ্য সৎকারে
তুষিতে নারিবে পাণ্ডুকুল।
মহান সে ঋষিবর,
জ্বলিয়া উঠিবে ব্রহ্মক্রোধে গহন অরণ্য সহ।
ধর্ম্মরাজ, আত্মীয় স্বজনসহ
হবে ভস্মীভূত ব্রহ্মশাপানলে।
সুন্দর—সুন্দর ধর্ম্মের রাজ্য হইবে স্থাপন !
আরে আরে ক্রূর !
হৃদয় কি এতই কঠোর তোর ?
ব্রহ্মশাপে দগ্ধীভূত হ'য়ে যবে কাঁদিবে তাহারা
কোথায়, কোথায় জগন্নাথ বলি,
পাষাণ হৃদয় তব হবে নাকি দ্রবীভূত ?
নিশ্চল পাষাণ সম কেমনে রহিবে স্থির।
তাই আমি ভাবি মনে মনে
ধিক্—ধিক্—তোর কর্ম্মে, ধিক্—ধর্ম্মে তোর
ধিক্—তোর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায়।

শ্রীকৃষ্ণ হে অগ্রজ !
যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার তরে,
আসিয়াছি অবনীতে
তোমাকে অগ্রজ করি,
ধর্ম্মোপরি অধর্ম্মের ক্রূর অত্যাচার,
শুধু সেই মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার
ক্রূর পূর্ব্ব আয়োজন।

জানি, কত সহে পাণ্ডু পুত্রগণ,
আরও কত হবে সহিবারে,
কিন্তু তুমি হয়োনা চঞ্চল
যতদিন নাহি হয় সফল উদ্দেশ্য মম।
শিহরিছে কায় তব মুখে শুনি,
দুর্ব্বাসা করিছে যাত্রা পাণ্ডব আলয়ে।
দ্রৌপদীর আহারান্তে
মুষ্টিমাত্র অন্নপ্রার্থী
নাহি পায় অন্ন পাণ্ডব আশ্রমে ;
কেমনে তুষিবে ধর্ম্মরাজ
দুর্ব্বাসায় অসংখ্য শিষ্যসহ।
বুঝিয়াছি।
দুর্য্যোধন করিয়া ছলনা
পাণ্ডবে নাশিতে ব্রহ্মশাপে,
করিয়াছে কুটিল মন্ত্রণা।
নাহি ক্ষতি তাহে।
দেখিবে জগৎ,
যে লভে শরণ জগন্নাথে,
বিপদে সম্পদে আমাতে যে করিয়া নির্ভর,
করে কর্ম্ম নিরন্তর,
নাশি আমি যে প্রকারে পারি,
তাহার অন্তর ব্যথা।
আমাকে যে সতী ভর্ত্তা বলে জানে,

নিত্য সখা বলে আমারে যে ভাবে,
ডুবে থাকে নিত্য যে আমার প্রেমে,
নিত্য যেবা লয় মম নাম,
কিবা শক্তি আছে ভূমণ্ডলে
বিপদে ফেলিতে তারে।
আমি রাখি তারে,
আমি তারে স্নেহাদরে নিত্য করি পূজা।
যাই—যাই আমি রক্ষিতে পাণ্ডবে। (প্রস্থান)

বলরাম। রক্ষা-নাশ তুল্য ক্রীড়া তোর
ছলে ভরা—ছলে ভরা তুই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য।

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। সুখ-দুঃখ মনের বিকার শুধু,
প্রেম হীন হৃদয়ের খণ্ড মেঘরাজি।
জগন্নাথে যে সঁপেছে প্রাণ,
জগন্নাথে প্রাণনাথ বলে যে করেছে সম্ভাষণ,
তার অঙ্গে কর্ম্মবায়ু
বহিয়া আনে না সুখ-দুঃখ ধূলিকণা।
ছিনু রাজরাজেশ্বরী অতুল সম্পদময়,
এবে অরণ্যচারিণী পঞ্চ ব্রহ্মচারী স্বামী লয়ে
কোথায় বিষাদ ?
চিত্ত স্থির, শান্ত, নিত্য পুলকিত।
শ্যামকান্ত শ্যামধন !
তুমি হে জীবন,
তুমি হে জীবের গতি।
সতী ভর্ত্তা !

বক্ষে ধরি তোমার চরণ ছায়া,
শান্তি সুখে অহর্নিশ ভাসি।
দিও জগন্নাথ
রেখ হৃদয়ের বল,
জীবন সম্বল! তোমারে ভুলি না যেন।

(যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

(উঠিয়া প্রণামান্তে) কেন সহসা অসময়ে বিরস বদনে
আসি দাঁড়াইলে দাসী পাশে ?
কেন ধর্ম্মরাজ, কেন বৃকোদর,
কেন হে ফাল্গুনী,
পুনঃ কোনও বিপদের কথা শুনি
হইয়াছ বিমলিন ?
ভাবিও না, স্পষ্ট করি বল।
কিবা ভয় তোমাদের নাথ,
জগতের নাথ নিত্য সখা যাহাদের ?

অর্জ্জুন। পুনঃ পড়ি বিষম শঙ্কটে,
আসিয়াছি তোমা পাশে
দ্রুপদ নন্দিনী।
নাহিক নিস্তার এবে,
ব্রহ্মশাপানলে এখনি হইবে দগ্ধ পাণ্ডবের কুল।
রে পাঞ্চালী!
আর না সহিতে পারি হৃদয় সংগ্রাম।

দ্রৌপদী। ব্রহ্মশাপ ?
কেবা সে ব্রাহ্মণ,
কিবা অত্যাচারে করিয়াছ উৎপীড়িত ?
কিবা অপরাধ করেছেন ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণের পদে,
ব্রাহ্মণের নিত্য দাস যিনি ?

অর্জ্জুন। নহে অপরাধ।
মহর্ষি দুর্ব্বাসা অগণিত শিষ্যবৃন্দ সহ,
আসিছেন পারণ ইচ্ছায়।
আতিথ্য সৎকারে তুষিতে হইবে এখনি ;
রে দ্রৌপদী, আহারান্তে তোর
নাহি শক্তি দিতে খাদ্য কণামাত্র জীবে ;
কেমনে তুষিব, কোথায় পাইব
আহার্য্য সম্ভার, অসংখ্য বিপ্রের তরে ?
মহাক্রোধী ঋষি হইলে বিমুখ,
ব্রহ্মকোপ উঠিবে জ্বলিয়া।
সে অনলে ভস্ম হব—
ভস্ম হব আমরা সকলে।

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী !
ধর্ম্মরাজ নামে মোরে করে সম্ভাষণ,
কিন্তু আমি অধর্ম্ম আগার।
নতুবা গো কেন বার বার
সহি এত বিধি নির্য্যাতন।
দেহ যুক্তি

কি হবে দ্রৌপদী এ বিপদে।

ভীম। শুন ধর্ম্মরাজ, শুন লো দ্রৌপদী।
দোষী জনে দিয়াছ প্রশ্রয়,
বার বার পাপ দুর্য্যোধনে করিয়াছ ক্ষমা,
বার বার নীরবে সহিয়াছ অত্যাচার তার।
পাইয়া প্রশ্রয় তাই,
আজি পুনঃ পাতিয়াছে ছল
করিতে নির্ম্মূল পাণ্ডুকুল।
শুন, আর সহিব না;
যাই দুর্ব্বাসার পাশে,
পদে ধরি তার লই আমি প্রাণ ভিক্ষা।
তারপর ফিরি হস্তিনায়
করি কুরুকুল বিচূর্ণিত।
যদি দেয় শাপ সে ব্রাহ্মণ,
দিক্ শাপ তোমাদের চারিভায়ে।
ধর্ম্মতরে সহিতেছ বার বার,
ধর্ম্মতরে দগ্ধ হও ব্রহ্মশাপানলে।

দ্রৌপদী। হয়োনা অধীর পাণ্ডুকুল বীর।
কেন ভুলে যাও—কৃষ্ণ তোমাদের সখা;
কেন ডর, কেন হইয়ে চঞ্চল
ঢালি অশ্রুজল
দুর্ব্বলতা করগো আশ্রয়।
দুর্ব্বলের বল

নারায়ণ সখা যার,
তাহার কি সাজে এ দুর্ব্বলতা ?
এস পঞ্চভ্রাতা মিলি মোর সাথে,
হয়ে যুক্তকর
প্রাণভরে ডাকি পীতাম্বরে ;
অম্বর ভেদিয়া আসিবেন জগন্নাথ ।
যদি বা না আসে,
যদি হৃদে তাঁর করুণা না ভাসে,
স্মরিতে স্মরিতে তাঁরে
ছাড়ি এ নশ্বর দেহ,
যাব চলি নিত্যধামে তাঁর—
যেথা নাহি অত্যাচার,
যেথা নাহি ক্রূর মানবের হৃদি
উৎপীড়নে পীড়িতে ধার্ম্মিকে ।
ছার তনু যায় যদি ব্রহ্মশাপানলে,
ছার তনু
মানবের অত্যাচারে হয় যদি দগ্ধীভূত,
তা বলে কি ভুলিয়া রহিব তাঁরে ?
যদি নাহি আসে,
যদি নাহি রাখেন বিপদে,
তা বলে কি দোষ দিব শিরে তাঁর—
যিনি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা
নিত্য আদরের ধন,

লভিয়াছি জীব দেহ যাঁহার আদরে ?

যুধিষ্ঠির। অস্থির অন্তর বিপদে চঞ্চল,
অস্থির মানসে কেমনে ডাকিব তাঁয় ?

দ্রৌপদী। কবে স্থির মানব হৃদয় ?
সারা এ জীবন ব্যাপী সংগ্রামের মাঝে
বল দেখি নাথ,
কয় মুহূর্ত্তের তরে
হয়ে স্থির ডেকেছ তাঁহারে ?
তবু ত এসেছেন—
তবু ত হৃদয়ে লয়ে করুণার ভার,
হাস্যমুখে আসি
সখা বলি করেছেন সম্ভাষণ।
কাতর হইয়া কাতরতা ক'রনা বর্দ্ধন ;
নাহি অবসর হও যুক্তকর
ডাক ডাক জগন্নাথে।
(পাণ্ডবগণের কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন)
প্রাণ নাথ জীবিত বল্লভ !
পঞ্চস্বামী দিয়া তুষিয়াছ মোরে,
তবু হে তোমার তরে রাখিয়াছি
নাথের আসন হৃদয়ে পাতিয়া।
তুমি প্রাণ মম, আমি প্রাণ তব
এই প্রেমে নিত্য বাঁধা আমি তোমা সনে।
এস এস, নহে পূজা নিতে,

নহে আদরের নিতে প্রতিদান,
স্বার্থপর মানবের মত
শুধু বিপদে পড়িয়া করিতেছি সম্ভাষণ।
জানি ইহা নহে তব যোগ্য—
তবু এস—তবু এস—জীবন সর্ব্বস্ব তুমি
বিপদে সম্পদে সমান সোহাগে
তুষিব তোমারে নাথ।
এস স্বামী—এস হে জগৎ স্বামী—
এস পাঞ্চালীর স্বামী—
এস স্বামী পঞ্চপাণ্ডবের।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বড় অসময়ে আসিলাম সখি,
সারাদিন অনাহার-ক্লিষ্ট তনু মোর,
দাও কিছু আহার্য্য আমায় প্রিয় সখি।

দ্রৌপদী। (চরণ ধরিয়া) আরে আরে ব্রহ্মাণ্ড-উদর
ছলাময়, ছলা ছাড়ি থাকিতে না পার!
অগণিত ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ
দ্বারে যাচিছে আহার,
ব্রহ্মশাপ ভয়ে হইয়া কাতর,
ডাকিনু তোমারে
দিতে অন্ন ক্ষুধিত ব্রাহ্মণে,
রাখিতে পাণ্ডব মান,

আপনি ক্ষুধিত বলি, আসি দাঁড়াইলে
কোন্ লাজে সম্মুখে আমার ?
ধন্য ধন্য ছলাময়।

শ্রীকৃষ্ণ। ছলা নয় সখি,
যথার্থই ক্ষুধিত আমি।
দাও কিছু কণামাত্র
যদি কিছু থাকে দাও—
আদরের নিত্য কাঙ্গাল
তোমার এ নিত্য সখা—
আদরে ধরিয়া কণামাত্র যা কিছু পাও
দাও গো আমায়,
ভাবিব কৃতার্থ আপনারে।

দ্রৌপদী নিঠুর কপটী,
বিপদ সময় রহস্য কি লাগে ভাল ?
কিছু নাহি, কণামাত্র অন্ন নাহি গৃহে ;
কি দিব তোমারে ?
বার বার দিও না গো লজ্জা আর ;
হও সদয়—যাও পাণ্ডবের প্রাণ,
বাঁচাও বাঁচাও ব্রহ্মশাপে।

শ্রীকৃষ্ণ। জ্বলিছে আমার প্রাণ ক্ষুধার তাড়নে
আমি কি করিব ?
একে শূন্য হস্তে আসিতেছি,
শুধু কুশল বারতা জিজ্ঞাসায়,

শুধু বহুদিন দেখি নাই তাই।
শুধু লইতে সংবাদ
প্রিয় ধর্ম্মরাজ কেমন আছেন বন মাঝে।
আমি কোথা পাব অন্ন তুষিতে ব্রাহ্মণ কুলে ?

দ্রৌপদী। ব্রহ্মাণ্ডের অন্নদাতা
কপটী হে মন চোর !
ছাড়িবে না কপটতা ?
জান, আহারান্তে এ দাসীর
কণামাত্র অন্ন নাহি রয় পাণ্ডবের গৃহে।
কি দিব তোমারে—
ছি ছি ব্রহ্মশাপ তুচ্ছ গণি,
হোক ব্রাহ্মণ বিমুখ,
জলুক ব্রহ্মানলে পঞ্চস্বামী মোর,
নাহি ক্ষতি তাহে—
কিন্তু জীবন বল্লভ !
তুমি আসি পাশে সাদর সম্ভাষে
ক্ষুধিতের ভান লয়ে যাচিলে আহার,
ভাগ্যহীনা আমি নারিলাম দিতে কিছু ;
এ বেদন ঘুচিবে না জন্ম জন্মান্তরে।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হবে না সুন্দরী,
দিতে হবে যাহা কিছু আছে।
দাও একান্ত ক্ষুধিত আমি,
দেখ স্থালী তব, যদি কিছু থাকে—

কণামাত্র তাহাই যথেষ্ট,
শুধু আদর করিয়া দাও,
শুধু কণামাত্র যাহা পাও
লয়ে ঐ কোমল করে
লও সখা তৃপ্ত হও বলি
করলো আতিথ্য সংকার এ সখারে তব।
একান্ত বাঞ্ছিত তোমার আদর মম।

দ্রৌপদী। ঐ রহিয়াছে স্থালী শূন্যগর্ভ
দেখ তুমি যদি নাহি করগো বিশ্বাস,
কিছু নাই—কিছু নাই গৃহেরে কপট
কি দিব তোমারে ?

(উভয়ের স্থালী দর্শন)

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ রহিয়াছে স্থালী অঙ্গে বিজড়িত শাককণা,
উহাই প্রচুর ;
দাও সখি দাও আদরে তুলিয়া।

দ্রৌপদী। (শাককণা উঠাইয়া লইয়া)
সরমে পড়িছে লুটে শির
রে ছল কিবা তৃপ্তি করিবিরে লাভ
কণামাত্র শাক লয়ে !
কোটী বিশ্ব চরণে ভাসিছে যাঁর,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণ অসংখ্য জীব,
পশুপক্ষী, নরনারী, গন্ধর্ব্ব, দেবতা,

অন্নভোগে নিত্য তৃপ্ত যাঁর করুণায়,
ব্রহ্মাণ্ডের অন্নদাতা যিনি,
জীবে জীবে থাকি প্রতিষ্ঠিত
নিত্য অন্নভোগময়,
এ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা যিনি,
আজ তাঁর করে
কোন প্রাণে দিব শাককণা তুলি।

শ্রীকৃষ্ণ। লও প্রাণনাথ বলি।
দ্রব্য পরিমাণে প্রেম নাহি হয় পরিমিত।
পত্র, পুষ্প, ফল, জল,
যত বল, যাহা কিছু মানস কল্পিত
তাহাই প্রচুর—
হৃদয়ের পূত ভক্তি বারি
যদি রহে চর্চ্চিত তাহাতে।
নিত্য আমা অভিলাষী তুমি,
নিত্য কর সেবা,
নিত্য বাঁধা আমি প্রেমে তব,
দাও শাককণা
হও তৃপ্ত পাণ্ডব রমণী।

দ্রৌপদী। হয়ে নতজানু,
কৃতাঞ্জলি করে লয়ে শাককণা,
রে দ্রৌপদী জীবন পুতলী!
বসিনু চরণ তলে তোর—

ইচ্ছা যদি হয়
লহ তুলি, হও তৃপ্ত তৃপ্তিময়।
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ
জলদ বরণ,
পারিব না দিতে তব শ্রীকর কমলে। (উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ। (দ্রৌপদীর হস্ত হইতে শাককণা ভক্ষণ করিয়া)
তৃপ্ত আমি, বড় তৃপ্ত হনু।
তৃপ্ত হোক যতেক ক্ষুধিত জীব
আছে এই অরণ্য মাঝারে।
তৃপ্ত হোক বিশ্বপ্রাণ।
আসি সখি বিদায় এখন। (প্রস্থান)

দ্রৌপদী। (সচকিতে) কোথা গেল !
আসি বলি মোহন মধুর স্বরে
সোহাগের আকুল তুফানে করি উন্মাদিনী,
লয়ে শাককণামাত্র
তৃপ্ত হনু বলি কোথা হ'ল অন্তর্দ্ধান।
আরে রে নিঠুর ছলাময়,
দয়া নিঠুরতা বিমিশ্রিত হৃদয় তোমার।

অর্জ্জুন। অহো পড়িনু ঘুমায়ে ;
নাহি হল ধ্যান
নারিনু ডাকিতে নারায়ণে।

যুধিষ্ঠির। অহো নিদ্রার আবেশে
নারিলাম ডাকিতে নারায়ণে।

কি হবে উপায় দ্রৌপদী ?

ভীম। ঘুম ঘোরে ধর্ম্মরাজ, হেরিলাম যেন
এসেছিল দৌপদীর সখা,
তৃপ্ত হনু বলি
যেন গেল চলিয়া সহসা।
দৌপদী, কোথা গেল জনার্দ্দন ?
কি হবে উপায় !
ঐ দূরে করে কোলাহল
ব্রাহ্মণের দল,
আসিতেছে বুঝি নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
এখনি চাহিবে অন্ন।
কি হবে কি হবে
রে পাঞ্চালী কি হবে উপায় ?
(নেপথ্যে ধর্ম্মরাজের জয় হউক)

যুধিষ্ঠির। ঐ উঠিতেছে ভীম কোলাহল
বিপ্রদল বুঝি আসিতেছে অন্ন আশে।
ধ্যানমগ্না রয়েছে পাঞ্চালী—
ব্রহ্মশাপে নাহিক নিস্তার আজ।

অর্জ্জুন। হয়ো না অধীর নরনাথ।
বার বার যিনি রাখিতে পাণ্ডব মান
নিত্য অভিলাষী,
আজি সখা হয়ে
এ বিপদে রহিবে নিশ্চিন্ত ?

গাহে জয় বিপ্রকুল,
দেখে আসি অন্তরাল হতে
কি করিছে মহর্ষি দুর্ব্বাসা।

দ্রৌপদী। (উঠিয়া) হে ফাল্গুনি !
এসেছিল সখা তব।
লয়ে শাককণা স্থালী হতে
দিয়াছি তাহার করে।
তৃপ্ত হনু বলি
আহারান্তে হইয়াছে অন্তর্দ্ধান।
জানি না কোথায় গেল,
বুঝি সাধিছেন কোন লীলা দুর্ব্বাসারে লয়ে
যাও যাও করে ধরে আন ফিরাইয়া,
কর সেবা বারেকের তরে প্রাণ ভরি।
যদি যায় প্রাণ ব্রহ্মশাপে,
ব্রহ্মানলে যদি দগ্ধ হয় পাণ্ডবের কুল,
আর নাহি পাবে অবসর
পূজিবারে রাজীব চরণ তাঁর।
আন আন ফিরাইয়া জীবন বল্লভে—
যা হয় হউক ব্রহ্মশাপে।

ভীম। ধন্য ভক্তি তোর লো দ্রৌপদী,
ধন্য জন্ম তোর
ধন্য তোর আত্ম সমর্পণ।
চিনিতে নারিনু তারে

শুধু বুঝিয়াছি
নামে তার বিপদের ভয় যায় দূরে,
প্রভঞ্জনে মেঘখণ্ড সম।
তাই শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
নাম লয়ে তাঁর, বিপদ মাঝারে
নির্ভীক হৃদয়ে দিই ঝাঁপ।
ব্রহ্মশাপ তুচ্ছ গণি
নাম লয়ে তাঁর ;
কিবা ভয় আরেরে ফাল্গুনী,
আয় পঞ্চ ভ্রাতা মিলি
দ্রৌপদীরে সঙ্গে লয়ে
প্রাণ ভরে ডাকি তাঁরে।
ডাক হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।
(চতুর্দ্দিকে হরে মুরারে ইত্যাদি শব্দ)
ঐ শুন, নামে তাঁর ভরিছে ভুবন,
জলস্থল গাইছে তাঁহার নাম
প্রাণ মাতোয়ারা !
ঐ শুন—
পুঞ্জে পুঞ্জে পাখী পাদপের শাখে
প্রেমানন্দে হইয়া বিভোর

গাহিতেছে প্রাণময় নাম !
নামে কাঁপিছে মেদিনী—
নামে স্পন্দিত গগন—
নাম ভরে পূর্ণ বায়ু।
সুমধুর স্বরে দূর দূরান্তরে
ঐ শুন অপ্সর অপ্সরী যত
গাহিছে তাঁহার নাম,
ভেসে গেল ভেসে গেল বিশ্ব নাম স্রোতে।
লহ নাম
হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

দুর্ব্বাসার শিষ্যদ্বয়।

১ম শিঃ। (উদ্গার তুলিয়া) ওঃ পর্য্যাপ্ত আহার, কি বল ভাণ্ডোদর ?

২য় শিঃ। (উদ্গার তুলিয়া) পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—অপর্য্যাপ্ত।

১ম শিঃ। পর্য্যাপ্ত অপর্য্যাপ্ত দুই বল্লে যে ?

২য় শিঃ। পর্য্যাপ্ত বল্লুম প্রচুর হয়েছে, আর অপর্য্যাপ্ত বল্লুম, প্রচুরের চাইতেও বেশী হয়েছে বলে। বলি ঠাকুর কোথায় গেলেন ?

১ম শিঃ। বোধ হয় উত্থানশক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে হারিয়েছেন, কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছেন। আচ্ছা আহারটী কোথায় হ'ল বল দেখি?

২য় শিঃ। সেইটাই ত ঠিক কর্‌তে পারছি না। নদীর ধারে নিত্যক্রিয়া কচ্ছিলুম, তারপরই আহারের উদ্যোগ, তা সে ঘাটেতেই হ'ল, কি ধর্ম্মরাজের বাটীতেই হ'ল, সেটা ঠিক স্মরণে আসছে না। আচ্ছা তুমি বল দেখি কি কি আহার হ'ল?

১ম শিঃ। আমি কি আর তোমার মত মূর্খ হে। নানাবিধ—নানাবিধ।

২য় শিঃ। তবু দু-একটার নাম কর না।

১ম শিঃ। এই ধর না কেন প্রথম—তাইত কি মনে পড়ছে না—আচ্ছা প্রথমটী ছেড়ে দাও। তারপর ধর দ্বিতীয়টী—দ্বিতীয় হে তাইত কিছুই মনে আস্‌ছে না যে—অতি উপাদেয় অতি উপাদেয়। কি খেলুম কিছুই বুঝতে পারছি না—দাও ত ভাণ্ডোদর নামটা বলে।

২য় শিঃ। ঐ টুকুই ত বড় মজা। খেয়েছি বটে অতি উপাদেয়—নানা রসের নানা দ্রব্য, কিন্তু কি যে খেলুম, তাই ত—রাজভোগ কিনা নামগুলো বোধ হয় জানা ছিল না। আচ্ছা ব্রহ্মচারী কেমন করে খেলে বল ত?

১ম শিঃ। অর্ব্বাচীন, ঐটা আর বলতে পাচ্ছ না? এ জন্মে তোদের আর আত্মজ্ঞান হবে না দেখছি। দিব্য হাঁ করে—না না তাও ত নয়—তাই ত হে, সব কেমন গোলমাল ঠেকছে যে।

২য় শিঃ। ওহে ব্রহ্মচারী, আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ করছ, আর এই সামান্য

ইন্দ্রিয়গোচর জ্ঞানগুলো, তাই সঠিক স্মরণে রাখতে পাচ্ছ না।
(উদ্গার)

১ম শিঃ। তাই ত, খেলুম—দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ন্যায়ের বিচার আছে। খেলুম ভারি মিষ্টি, উদরও তৃপ্ত হল, পূর্ণ হল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বা প্রমাণের আবশ্যক নাই। (উদরে হস্ত দিয়া) অভাব হচ্ছে তিনটে জিনিষের—কোথায় খেলুম, কি খেলুম, কেমন করে খেলুম।

২য় শিঃ। আর একটা অভাব ধর—কিসে করে খেলুম।

১ম শিঃ। ঠিক বলেছ, সমস্যা এই চারটে হল। আর একটা আছে—কে আহার্য্য দিল।

২য় শিঃ। তার রূপ, অবয়ব।

১ম শিঃ। তার স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব। দেখ, উদরটা পরিতৃপ্ত হয়েছে আর আহারটা উপাদেয় হয়েছে। এ ছাড়া সর্ব্বগুলি সমস্যা দেখতে পাচ্ছি।

২য় শিঃ। সমস্যা বই কি। রীতিমত বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা সূত্রাদি প্রয়োগে নির্ঘণ্ট করতে হবে। ঐ যে ঠাকুর এই দিকেই আসছেন। (উদ্গার)

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। কি হে, তোমাদের পরিতৃপ্ত আহার হয়েছে ত?

১ম,ও ২য় শিঃ। আজ্ঞে হাঁ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, শির নত করে প্রণাম কত্তে পাচ্ছি না। অপরাধ নেবেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুরুতর আহার হয়েছে গুরুদেব।

দুর্ব্বাসা। তবে সন্দেহ কোথায়?

১ম শিঃ। সন্দেহ অনেক গুলি—কি খেলুম, কোথায় খেলুম, কেমন করে খেলুম, কিসে করে খেলুম, কে দিলে—গুরুদেব আমাদের এত বিস্মৃতি হয়েছে বোধ হয় আর বাঁচবো না।

দুর্ব্বাসা। ঐ গুলো আমারও সন্দেহ হে। আমারও কিছু স্মরণে আসছে না। সব যেন কেমন একটা ইন্দ্রজালের মত বোধ হচ্ছে, কি বল ?

(ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। কল্যাণ হোক ধর্ম্মরাজ। ষষ্টি সহস্র শিষ্য সঙ্গে লয়ে পারণের জন্য তোমার আশ্রমে অতিথি হয়েছিলাম। তোমার কল্যাণে পর্য্যাপ্ত আহারে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কি প্রকারে এত আয়োজন করলে বুঝতে পাচ্ছি না। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের মঙ্গল হোক।

(ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির সবিস্ময়ে পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ)

কেন ধর্ম্মরাজ অমন বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

যুধিষ্ঠির। (সবিস্ময়ে) ঋষিবর, নাহি জানি
কেমনে হে শিষ্যসহ তুমি
হলে পরিতৃপ্ত।
করি নাই কোন আয়োজন।
জান ভাল তুমি,
দ্রৌপদীর আহারান্তে,
অন্ন দিতে নাহি শক্তি পাণ্ডবের।
তাই ভাবি—
কেমনে গো তৃপ্ত হলে আজি।

কে আনিল আহার্য্য সম্ভার
সেবা তরে বিপুল এ জন সঙ্ঘের।

দুর্ব্বাসা। কিছু কর নাই আয়োজন ?

যুধিষ্ঠির। কিছু করি নাই—
কিছু করি নাই ঋষিবর ;
ব্রহ্মশাপ ভয়ে ভীত হয়ে
হয়েছিনু দ্রৌপদীর শরণাগত,
এই মাত্র জানি।

ভীম। মিথ্যা কথা—
করেছিনু যাহা প্রয়োজন।
বিপদে পড়িয়া যা করিলে
পায় জীব পরিত্রাণ,
করেছিনু তাই।
ডেকেছিনু নারায়ণে,
অগতির গতি যিনি অনাথ শরণ,
লয়েছিনু নাম তাঁর।
কেঁদেছিনু নামের আবেশে ;
পশুপক্ষীসহ অরণ্যাণী
নামে উঠেছিল মত্ত হয়ে।
প্রতিধ্বনি তার,
ঐ শুন ঋষিবর (নেপথ্যে স্বর লয়ে-হরে মুরারে ইত্যাদি
যেতেছে মিলায়ে এখনও গগন প্রান্তে।
ঋষিবর লহ নাম,

দাও স্থর মিলাইয়া নামের লহর সহ।

র্জুন। হে মহর্ষি, তপস্বী মহান!
সত্য কি হয়েছ তৃপ্ত?
সত্য কি গো শিষ্যবৃন্দ সহ,
লভি অন্ন হয়েছ সন্তোষ?
সত্য কি গো
ধর্ম্মরাজ করি তৃপ্ত অতিথি মণ্ডলী,
পেয়েছেন পরিত্রাণ ব্রহ্মশাপে?
সত্য কিংবা প্রহেলিকা—
বল বল,
ধরি রাজীব চরণে তব,
লভেছ সন্তোষ তুমি পাণ্ডব আশ্রমে।

র্বাসা। শুন পার্থ, শুন ধর্ম্মরাজ।
বহুদিন গত হ'ল,
পরিতুষ্ট করি মোরে সেবায়, দুর্য্যোধন
মেগেছিল বর।
প্রয়োজন মত তার
দিব বর, করেছিনু অঙ্গীকার।
করি কুটীল মন্ত্রণা,
শিষ্যবৃন্দ সহ আসিতে হইবে,
অতিথি সৎকার আসে, তোমার আশ্রমে—
এই বর করিল প্রার্থনা।
পণ বদ্ধ আমি, হইনু স্বীকৃত।

তাই এসেছিনু।
জানিত সে ভাল,
দ্রৌপদীর আহারান্তে
আসিলে আশ্রমে তব,
নাহি পার দিতে অন্ন।
সৎকার বিমুখ হলে,
উঠিত জ্বলিয়া ক্রোধ মম,
ভস্মীভূত হ'ত পাণ্ডুকুল,
হ'ত নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন।
কি বলিব এবে বুঝিয়াছি,
সহায় যাহার শ্রীমধুসূদন,
নাহি তার সঙ্কট কখনও।
কৃপায় তাঁহার
লভিয়াছ পরিত্রাণ ব্রহ্মশাপে।
ধন্য লীলা ধন্য ছল তাঁর,
করিলেন পরিতৃপ্ত, ইচ্ছা মাত্রে,
বিপুল এ ক্ষুধিত ব্রাহ্মণদলে।
ধন্য জন্ম তোমাদের,
লহ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ,
পাবে রাজ্য ফিরিয়া অচিরে।

দ্রৌপদী। হে ব্রাহ্মণ ঋষিরাজ!
নাহি করি প্রার্থনা তোমায়
ফিরিয়া পাইতে রাজ্য।

কৃপা করে শুধু বলে দাও,
কোথায় গেলেন, কোন বেশ ধরি
আসি তোমার সকাশে,
করিলেন তৃপ্ত।
দেখেছিলে কি গো
শ্রীকর কমলে তাঁর
ছিল শাককণা—
আদরেতে যাহা করেছিনু নিবেদন
দেখেছিলে কি গো
হাস্যময় প্রফুল্ল আনন,
অথবা—
বিষণ্ণ বদনে অশ্রুভরা মুখে
এসেছিল তব পাশে ?
ছিল কি নয়নে বারি তাঁর ?
পরিতৃপ্ত হনু বলি,
কণামাত্র শাক তুলে লয়ে,
আদরেতে ধরিলেন করে,
বজ্রসম বাজিল হৃদয়ে।
সরমে হইনু অচেতন।
বল বল—দেখেছ কি তাঁরে
বিষাদ মণ্ডিত মুখে চলে যেতে।

দুর্ব্বাসা   ভাগ্যে ঘটে নাই—
দেখি নাই—দেখা পাই নাই।

এসেছিনু কীটসম আহারের তরে,
লভিয়াছি পর্য্যাপ্ত আহার এই মাত্র জানি।
ধন্য তুমি দ্রুপদ নন্দিনী,
ধন্য ভক্তি তব।
করিলাম বৃথা কালপাত
কঠোর তপেতে,
বৃথা জন্ম আমাদের।
লভি জন্ম বিপ্রকুলে,
কত তপস্যায় মগ্ন থাকি দিবানিশি,
করিয়াছি লাভ তপোবল অতুল মহিমাময়;
সহিয়াছি ক্লেশ অসীম অনন্ত,
প্রাণপাত পরিশ্রমে, অনাহারে, অনিদ্রায়
অদম্য উদ্যোগে,
করিয়াছি সন্ধান আত্মার—
কিছু পাই নাই,
যাহা পাইয়াছি অতীব সামান্য তাহা
তুলনায় তোমার সহিত।
জানিয়াছি ভাল,
তিনি নহেন দুর্লভ,
দুর্লভ তাঁহার প্রেম,
পূর্ণ যাহে হৃদয় কমল তব
রহ মগ্ন এই প্রেমে,
কর প্রেমময় পঞ্চ স্বামীরে তোমার

রহুক গৌরবান্বিত বিশ্ব বক্ষঃ,
মাখি অঙ্গে এ প্রেম কাহিনী।
প্রতি পরমাণু গাহুক এ প্রেম গাথা।
হইনু কৃতার্থ পেয়ে প্রেমের আভাস।
আসি আমি,
শুনাইব জীবে জীবে এ প্রেম কাহিনী তব।
হও মঙ্গলময় সবে।

(শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ও পাণ্ডবগণের প্রস্থান)

(বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ)

বিশ্ববুদ্ধি। এ কি ভূতের খেলা! আগে বুঝেছিলুম, আবাগীর বেটী খালি কাপড় বের করবার মন্ত্র জানে। ব্রাহ্মণীকে বললুম, হাজার হ'ক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কিনা।—সে বললে যখন কাপড়ের মন্ত্র জানে, তখন দু'দশ খানা অলঙ্কারও যে না বের করতে পারে, এমন নয়। সেই মন্ত্রটী শেখবার জন্যে তোমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছি। তারপর, অনেক কষ্টে বনের ভিতর খুঁজে ত বার করলুম। এসে দেখি—লাখ লাখ লোক, যে যেখানে পেয়েছে বসে আছে। বসে আছে, আহ্নিক করবার জন্য; কিন্তু ইসারা ইঙ্গিতে, আহারের ব্যবস্থাটা কিরূপ হবে সেই দিকেই মাথাটা খেলাচ্ছে দেখলুম। ভাবলুম, তবে বুঝি পাণ্ডবের বাটীতে মহা সমারোহে কোন যজ্ঞটজ্ঞ হচ্ছে, উদরটা উত্তমরূপে পরিতৃপ্ত হবে। আমিও তাদের দলে ভিড়ে, চোখ বুজে আহ্নিক

করতে বসে গেলুম। ভাবলুম, আহারের পর তোমার সঙ্গে দেখা করব। খানিক বসে থাকবার পর, ওমা কি মন্ত্রই জান মা! হঠাৎ বনটা যেন কেঁপে উঠল, কি একটা "হরে মুরারে" শব্দ উঠল। সত্যি বলতে কি প্রাণটা যেন গলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে—কি বলব মা, চার ধার থেকে হেউ হেউ শব্দের রোল উঠে পড়ল। তারপর কত কি যে খেলুম, তার ত ফর্দ্দ করা যায় না। কেমন করে কোথা থেকে খেলুম, কিছু বুঝতে পারা যায় না। শুধু এই টুকুই বুঝেছি মা, খালি কাপড়, কি খালি গয়না বার করতে শেখনি, খাবারও বিয়ুতে পার। তোর পায়ে ধরি মা আমাকে মন্ত্র কটা শিখিয়ে দে।

দ্রৌপদী। কে তুমি ব্রাহ্মণ ?

বিশ্ব। আমি দুর্য্যোধনের রাজসভায় থাকতুম,—তোমাকে বাল্যকাল থেকেই জানি মা; আমি তোমার সন্তান—বড় কষ্ট মা বড় কষ্ট; ঐ মন্তর তিনটে শিখিয়ে দিলেই, আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার, মন্ত্রের চোটে যদি এই তিনটে বার করতে পারি তবে আর কিসের দুঃখ।

দ্রৌপদী। শুন বিপ্রবর !
নাহি জানি কোন মন্ত্র,
নাহি কোন শক্তি মোর।
জানি মাত্র নাম তাঁর,
যাঁহার ইচ্ছায়

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় প্রসবিত ;
লহ নাম তাঁর
যাবে অভাবের জ্বালা ঘুচিয়া তোমার।

বিশ্ব। ছলা ছাড় মা—ছলা ছাড়, অত ভদ্রয়ানিতে কাজ নাই। যখন খুঁজে খুঁজে সন্ধান বার করেছি, তখন মন্তর কটা না শিখে যাচ্ছি না।

দ্রৌপদী। সত্য কহি বিপ্রবর,
যদি কোন মন্ত্র বলে
হয়ে থাকে অসাধ্য সাধন,
নাম মাত্র মন্ত্র তাঁর।
লহ তাঁর নাম,
দিবানিশি থাক শরণাগত,
একান্ত নির্ভয় সেই আশ্রয় তাঁহার।
দয়াময়, সর্ব্বজীব সমপ্রিয় তাঁর,
তুমি আমি ভেদ, নাহি তাঁর কাছে।
নাম মাত্র ভরসা আমার,
নাম কর ভরসা তোমার।

বিশ্ব। সত্য বলছ ? দেখ, ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা ক'র না। ব্রাহ্মণ—রোজ সন্ধ্যা আহ্নিক করি, একাদশী করি, আরও কত কি ধর্ম্ম কার্য্য করি, তোমরা মেয়ে মানুষ বুঝতে পারবে না, ঠকালে ব্রহ্মশাপ লেগে যাবে।

দ্রৌপদী। সত্য কহিলাম, মন্ত্র মাত্র
নামের মহিমা তাঁর ;

বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নাম মহিমাময়।
নাম জীবের জীবন,
লহ নাম, লহ নাম বিপ্রবর।

বিশ্ব। বল, কি নামেতে বস্ত্র পাওয়া যাবে। আচ্ছা কাজ নেই—কি নামেতে খাবার দাবার গুলো বেরুবে না না থাক্—আগে গয়নার নামটাই বল, খাওয়া পরা না হলেও হতে পারে, ব্রাহ্মণীর অলঙ্কার না হলে সে বড় বিষম দায়। না—কাজ নেই যেটা হোক বল।

দ্রৌপদী। যেই নামে ইচ্ছা হয় ডাক হে ব্রাহ্মণ।
সবই তাঁর নাম,—
হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দয়াময়,
পীতাম্বর, শ্রীমধুসূদন, নারায়ণ, জনার্দ্দন,
নাম কত তাঁর;
যাহা ইচ্ছা বলি কর সম্ভাষণ।
ধর জড়াইয়া, সরোজ চরণ
সাদরে প্রাণের মাঝে;
পাবে যাহা অভিরুচি।

বিশ্ব। ঐ আবার ঠকাচ্ছ—আবার ঠকাচ্ছ। আমি অনেক নাম চেষ্টা করেছিলুম, কাপড় বের করবার জন্য, কেষ্ট, বিষ্টু, হরি, দয়াময়, ঢের বলেছিলুম মা। ব্রাহ্মণীর কাছে অপ্রস্তুত হয়েছি। ও সব নামে কিছু হবে না।

দ্রৌপদী। নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ!
চাতুরী না করি,

নাম নহে কৌতুক সামগ্রী।
নাম প্রাণ,
প্রাণময় করি নাম ধর মুখে,
যাবে দূরে অভাবের মোহ।

বিশ্ব। তুমি একটা বাঁধা নাম বলে দাও। তোমার পায়ে ধরি মা।

দ্রৌপদী। বল, হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

বিশ্ব। এই বললেই হবে? দেখ।

দ্রৌপদী। লহ নাম সম্মুখে আমার
হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারাযণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

বিশ্ব। হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

তাই ত, প্রাণটা কেমন হল যে। আবার বলি, হরে মুরারে মধু কৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ইত্যাদি। তাই ত। একি হল, চোখে জল আসছে, বুকের ভিতর ধড়ফড় করছে, প্রাণটা যেন কেমন গলে গলে যাচ্ছে আবার

বলি, হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি, আবার বলি হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি। আবার বলি হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি—বড় মিষ্টি, বড় মিষ্টি, দ্রৌপদী—ভগবতী —মা—কি শেখালি—প্রাণের ভিতর কি ঢুকিয়ে দিলি মা !

দ্রৌপদী। মুহুর্মুহু ডাক নাম ধরি,
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে,
ওই নাম ভরসা তোমার।
ওই নাম মৃত সঞ্জীবনী
সিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র।
কাঁপাও এ গহন কানন,
উচ্চৈঃস্বরে তুলি নাম রোল।
পাপপূর্ণ রাজসভা কৌরবের,
কর গিয়া নামময়,
নামে দাও ভাসাইয়া
কৌরবের পাপরাশি,
পূর্ণ হবে আকিঞ্চন তব।

বিশ্ব। একি হল। আর ত কাপড় চোপড় প্রাণ খুঁজছে না। আর যেন কোন অভাব নেই, সব যেন পেয়েছি, যেন সব দুঃখ মিটে গেছে। কিন্তু বাড়ীতে গেলে ত আবার সব মনে পড়ে যাবে। আবার বস্ত্র, অন্ন, অলঙ্কার, একেএকে সব প্রাণে উঠবে। তখন কি হবে মা।

দ্রৌপদী। কিছু নাহি ভেব,
নাম লয়ে যাও চলে।

সর্ব্বদুঃখহারী
হরিবেন দুঃখ তব।

বিশ্ব। তবে তাই হোক্। শুধু লই তাঁর নাম—হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি।

(নাম করিতে করিতে প্রস্থান)

দ্রৌপদী। বড় সুধা—বড় সুধা—
পূর্ণ হোক ব্রাহ্মণের মনস্কাম।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিরাট প্রাসাদ—মধ্য রাত্রি।

ভীম।

ভীম। নাম কি দুর্ব্বল এত ?
বিশ্বাস কি বলহীন ?
পঙ্কিল কি জীবের হৃদয়,
নাহি হয় তাহে বিধাতার পদক্ষেপ ?
মানবের অশ্রুবিন্দু
এত কি নীরস,
নাহি পারে ভিজাইতে
সরোজ চরণ তাঁর ?

জীবনের প্রতি ক্ষুদ্রক্ষণে,
করি যারে মর্ম্মে মর্ম্মে আলিঙ্গন,
সে কি এত দূরে ?
কত দূরে তুমি প্রভু !
কত দূরে তুমি জগন্নাথ !
রজনীর কৃষ্ণ অন্ধকার
মাখিয়া বিপুল অঙ্গে,
দূরে শিরোপরে,
ঐ যে অম্বর কালিমাময়,
চিতানল স্ফুলিঙ্গের মত
রয়েছে বিস্তৃত নক্ষত্রমণ্ডলী যথা,
তার উর্দ্ধে—তারও উর্দ্ধে
তুমি কি গো ?
মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ
তুর্ব্বল জীবের,
অশক্ত কি যেতে সেথা ?
প্রাণস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস,
ভগ্নহৃদি হতাশের,
করে নাকি সঞ্চালিত
সে রাজ্যের বায়ুস্তর ?
নাহি কি আকাশ সেথা,
করিবারে প্রতিধ্বনি জীব ক্রন্দনের ?
নিজ করে উপাড়িয়া আপনার মর্ম্মস্থল,

ফেলি যদি সিন্ধুজলে, তবু কিহে রবে তুমি স্থির ?
এত দূরে তুমি ?
আশ্রয়ে আশ্রিতে,
নাহি কিরে তিল মাত্র আত্মীয়তা,
ঘুচাইতে এ দূরত্বের ব্যবধান ?
জগন্নাথ—জগন্নাথ !

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

কে তুমি ?

দ্রৌপদী। আমি।

ভীম। আছে ভূমণ্ডলে দুটী মাত্র প্রাণ,
'আমি' মাত্র বলিলেই যারা
পায় ভীম পূর্ণ পরিচয়।
বল তুমি কোন জন তার ?

দ্রৌপদী। (অগ্রসর হইয়া) কে কে তারা হৃদয় বল্লভ ?

ভীম। একজন—
প্রাণের যে প্রাণ এই দেহে,
মর্ম্ম মরমের,
আত্মার বিমল আত্মা,
যাহার উদ্দেশে ফেলিতেছি তপ্তশ্বাস,
সরল, কুটীল,
দয়াময়, কঠোর, নিষ্ঠুর,
কি জানি সে কি—
জীব কিম্বা যাদুকর,

প্রভু কিম্বা দাস,
সখা কিম্বা অরি,
নাম কৃষ্ণ তার।

দ্রৌপদী। কেবা অন্য জন প্রিয়তম ?

ভীম। কৃষ্ণ একজন কৃষ্ণা অন্যজন—
তুমি তুমি লো দ্রৌপদী।
পাপ কৌরবের রাজ সভা মাঝে,
কৃষ্ণ কেশরাশি
তোর চরণ চুম্বিনী,
আলু থালু,
কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গী,
আত্মস্পর্শী চাহনি নয়নে,
বিকম্পিত বিম্বাধর,
বিস্ফুরিত নাসারন্ধ্র,
থর থর কম্পিত উলঙ্গ বক্ষঃ,
ঊর্দ্ধ যুক্তকরে
ডাকিতেছে জগন্নাথে
রাখিতে সরম।
পঞ্চস্বামী, বদ্ধমুখ অগ্নিগিরিসম।
থর থর বিকম্পিত,
লুণ্ঠিত ভূতলে,
সে মূরতি তোর

নিত্য করি দরশন।
সে মূরতি তোর
রণ চণ্ডীসম
করিবে নির্ম্মূল কুরুকুল।
সে মূরতি তোর, দিয়াছে চিনায়ে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণা ভেদমাত্র আকারের।
পত্নী তুমি অন্য সকলের,
ভীমের দেবতা—
ভীমের শ্রীকৃষ্ণা তুই—
তুই লো দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। (ভীমের বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া) ধীরে নাথ,
মৃতা সে দ্রৌপদী।
আমি সৈরিন্ধ্রী, প্রেতাত্মা তাহার।
আছে মোর পঞ্চস্বামী,
দাস তারা বিরাটের।
পশুপাল দুইজন,
তৃতীয় নর্ত্তকী মাত্র,
নাম বৃহন্নলা।
জ্যেষ্ঠ অক্ষসেবী ক্রীড়া সহচর।
ভুলে যাও,
নহ তুমি ভীম,
মাত্র সূপকার।
পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে,

আছে কোন পৃথ্বীর অজ্ঞাত কোণে।

ভীম। সত্য তোর পঞ্চস্বামী
দাস বিরাটের,
কিন্তু জানি আমি,
আছে স্বামী অন্য একজন,
যাহার অজ্ঞাত বাস
নহে পাণ্ডবের মত
মাত্র বর্ষ ব্যাপী।
নিত্য সে অজ্ঞাত,
অজ্ঞাতে, নিভৃতে,
করে তোরে আলিঙ্গন।
অজ্ঞাতে সে থাকে সর্ব্বস্থলে,
অজ্ঞাতে সে জীবে করে প্রাণদান,
অজ্ঞাতে সে
রচে এ বিরাট রাজ্য
ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
অজ্ঞাতে সে,
ইহারই ভিতর
থাকি লুকাইয়া,
প্রতি অনু করে নিরীক্ষণ।
অজ্ঞাতে সে আসে,
অজ্ঞাতে সে হাসে,
অজ্ঞাতে সে থাকে মত্ত

আত্মক্রীড়া ল'য়ে।
সুখ-দুঃখ মাখা
আশার কজ্জলী
পরায়ে জীবের চক্ষে,
দেখায় তাহারে
মায়াময় মোহন জগৎ ছবি।
হাসে, কাঁদে, উঠে, পড়ে,
ধায়, আশার পশ্চাতে জীব,
অনন্ত অনন্ত কাল।
দেখে সব বসিয়া অজ্ঞাতে।
যদি কোন শুভক্ষণে
ঘুচে ধাঁধা কারও,
জগতের কর্ম্মময় পথ পর্য্যটনে
হ'য়ে ক্লান্ত,
পড়ে বসি পথপ্রান্তে—
"আর পারি না চলিতে পথ,
দাও হে বিরাম
ঘুমাইতে চরণের
ছায়াতলে" বলি
যদি উঠে কাঁদি,
যদি কারও অশ্রুধারা,
কোথা জগন্নাথ বলি
ভাসায় বিতপ্ত বক্ষঃ—

তবেই তখন,
ছাড়িয়া অজ্ঞাত বাস,
আসে ছুটে পাশে,
দেয় মুছাইয়া অশ্রুজল।
আছে সেই ষষ্ঠ স্বামী
তোর লো দ্রৌপদী,
নিয়ত অজ্ঞাত বাসে।
আসে কি এখন,
নিত্য পাশে তোর,
মুছাইতে অশ্রুধারা—
নিতে সৈরিন্ধ্রীর মাল্য উপহার ?
দেখিতে সৈরিন্ধ্রী সাজে,
সেজেছে কেমন
সখি তার চরণ আশ্রিতা ?
দাসীত্বের ক্লান্তি বারি,
শোভে তার কোমল আননে
কেমন সুন্দর ?
মরমের দীর্ঘশ্বাস তার,
কেমন কাঁপায়
হৃদয়ের বাসাঞ্চল—
আসে কি এখন ?

দ্রৌপদী। আসা যাওয়া
কেবা জানে তার ?

ধর্ম্মবীর, ধর্ম্মের সোদর তুমি,
হইও না আত্মবলে সন্দিহান
বিপদের কোটী ঝঞ্ঝাবাত,
বাজে বুকে জানি—
কিন্তু থেক স্থির,
উচ্চচূড় গিরিসম।
তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টি,
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে,
দিবে সব মুছাইয়া।
সম্ভ্রম, সম্পদ,
গিয়াছে যদ্যপি সব, যাক্।
গায় যেন ইতিহাস
যুগ যুগান্তর ধরি,
বিপদে পাণ্ডব ছাড়ে নাই
ধর্ম্মবল।
বিপদের রাশি,
ঊর্ম্মিদল সম আসিতেছে,
আরও বা আসিবে কত।
আসুক্, তারই বলে
পাব মোরা পরিত্রাণ।
আসে বা না আসে,
ডাক জগন্নাথে নিশিদিন।
কি ভয় তাহার,

সখা যার নারায়ণ।
পুরুষ তোমরা,
ধৈর্য্য ধর্ম্ম তোমাদের ;
পার নিজ বলে
সহিবারে অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাক।
অধীরা, দুর্ব্বলা, নারী আমি,
জান কত সহি ?
আজি পুনঃ নূতন সঙ্কটে পড়ি
আসিয়াছি তব পাশে।
ধীরে—অধীর হয়োনা,
ধীরে শুন, ধীরে কর প্রতিকার।

(ভীমের সবিস্ময়ে অবলোকন)

অধীর হয়োনা,
অধীরা হইয়া আমি
আসিয়াছি তব বক্ষে
লইতে আশ্রয়।
ধীরে—রক্ষা কর
সম্ভ্রম আমার।
নারী তুচ্ছগণে সব,
সতীত্বের তুলনায়।
আজি পঞ্চস্বামী রক্ষিতা দ্রৌপদী
বিপন্না সতীত্ব লয়ে

(ভীমের অধীরতা ও ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ)

ধীরে—শুন
ধীরে—বক্ষঃ রাখ চাপি,
ধীরে—ফেল দীর্ঘশ্বাস,
ধীরে—চল মোর সাথে,
ধীরে—বক্ষ লম্পটের,
কর বিচূর্ণিত পদাঘাতে,
স্পর্দ্ধা যার চাহে
আলিঙ্গিতে পাণ্ডব কামিনী।

ভীম। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) আর কত ধৈর্য্য
ধরে জগন্নাথ
দুর্ব্বল মনুষ্য প্রাণ।

দ্রৌপদী। চুপ্, ধীরে এস
শত্রুপুরী জেন
এই বিরাটের গৃহ।

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিরাট রাজপুরীর প্রান্তভাগ।

বিশ্ববুদ্ধি।

বিশ্ব। বুদ্ধির বহর দেখে, বাবা নাম রেখেছিল বিশ্ববুদ্ধি। নামেও যা, কাজেও তাই। বুদ্ধির ত কিছু অভাব নেই। কিন্তু হ'লে কি হয়, মাগী কাণে সেই যে মন্তরটা ঢুকিয়ে দিলে, সেই অবধি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হ'য়ে গেছি। সেই ভূতে পাওয়া নামটা মনে জেগে উঠলেই বিশ্ববুদ্ধির বুদ্ধি শুদ্ধি সব কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। কেমন চোখ ছল ছল করে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বুকটার ভিতর ধড়ফড় করে, প্রাণটার ভিতর আকাশের মত হা হা করতে থাকে। জগন্নাথ—জগন্নাথ! ঐ দেখ গা'টা ঝিম্ ঝিম্ করছে, প্রাণটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, ছুনিয়াটা চোখে মিলিয়ে যাচ্ছে, তবু কিন্তু নামটা, ভিতর থেকে কেমন যেন ফুলে ফুলে বেরিয়ে আস্‌ছে। জগন্নাথ! দূর হোক্‌গে, যা হয় হোক্, আবার বলি জগন্নাথ! আবার বলি জগন্নাথ! জগন্নাথ!! জগন্নাথ!!!—কি হলো আমার—কি কল্লে আমায় জগন্নাথ! আঃ ঢেউটা বেরিয়ে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। (ক্ষণেক বিচরণ করিয়া) তা নামটা কি আর জানতেম না। এ'ত পাঠশালার ছেলেরাও জানে, বিশ্ববুদ্ধির কি আর এইটেই অজানা ছিল? কিন্তু বলিহারি মাগীর মন্তর ফোঁকা। দুর্ব্বাসা ঋষির পালে মিশে সেই যে দিন হাওয়ায় পেট ভরিয়ে ভূতুড়ে বেটির সঙ্গে দেখা করলুম,

সেই দিন থেকে দুনিয়াটা যেন আমার চোখে ঝিম্ ঝিম্ করছে। হিত করতে বিপরীত হলো। গেলুম, কাপড় বার করবার গহনা বার করবার মন্ত্র শিখতে। দেখলুম, মন্ত্রে উদরান্নের ও অভাব ঘুচে যায়। ভাবলুম আর আমায় পায় কে। এবার কোন দূরদেশে গিয়ে দুর্য্যোধনের মত রাজত্ব পেতে বসব। সোণা, রূপায়, কাপড়ে, রাজ্য ডুবিয়ে রেখে দেব। আর দুপুর বেলা হলেই একবার করে মন্ত্র ছাড়ব, রাজ্যিশুদ্ধ লোকের পেট ভরে যাবে। আমার রাজ্যে চুলি আর জ্বালতে হবে না। বুদ্ধি ত কম নয়, এক চকিতের ভিতর ঝাঁ করে মতলব ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আবাগীর বেটী এক কথাতেই বিশ্ববুদ্ধিকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। জগন্নাথ—জগন্নাথ! ঐ—ঐ আবার এল, ঐ দুনিয়াটা আবার ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঐ গাছপালা, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বাতাস, সবার ভিতর দিয়ে কি যেন একটা ফাঁক বইছে, আর সেই ফাঁকের কোণায় কোণায়, কে যেন আমার দিকে উঁকি মেরে চেয়ে রয়েছে। কে যেন আমার প্রাণটার ভিতর হাত পুরে দিয়ে টানছে। জগন্নাথ! জগন্নাথ! দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আর আমায় পাগল ক'রনা বাবা। তোমার সাত গোষ্ঠীর পদে কোটী কোটী দণ্ডবৎ, আমায় ছেড়ে দাও। না না সব যাক্, তুমি থাক, তুমি থাক, জগন্নাথ! ঐ যে তুমি, ঐ যে তুমি, জগন্নাথ, জগন্নাথ! (পরিভ্রমণ) আগু পিছু দুই দিকেই বিপদ, বাড়ীও ভুলতে পাচ্ছি না, নামও ছাড়তে পাচ্ছি না। তাই মাগীটার সন্ধানে ফিরছি। বনটাতে ফিরে

গিয়ে দেখলুম সব ফাঁক। ভূতুড়ে কাণ্ড বইত নয়। পাণ্ডবদের টিকটিকিটা পর্য্যন্ত নেই। খুঁজে খুঁজে শেষে এই দেশে এসে পড়ে শুনলুম, এই রাজবাড়ীতে হঠাৎ ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। কীচক না কি নাম তার, ভূতে নাকি রাত্রে ঘাড় মটকে কাবার করেছে। রোজ রাত্রে রাজবাড়ীর পাকশালায় হুম্ হুম্ গুম্ গুম্ শব্দ হয়। তাতেই ঠাউরে নিয়েছি বোধ হয় সেই ভূতুড়ে বেটা এই ভিটেয় পদার্পণ করেছে। গেল আর কি! পাণ্ডবদের ঘরে ঢুকে, তাদের কাণে মন্ত্র ফুঁকে, তাদের ভিটে মাটী ছাড়া করে, পথের ধুলোর মত উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার এই লক্ষ্মীমন্ত রাজ্যে পদার্পণ! এরও চিহ্নমাত্র থাকবে বলে ত বোধ হয় না। শুনছি কোন রাজার সঙ্গে কাটাকাটি বেঁধে গিয়েছে। রাজা দেশে নাই, একটা অপোগণ্ড শিশুর উপর রাজ্যভার। মরুক গে আমার এত চিন্তায় কাজ কি। জগন্নাথ, জগন্নাথ!

(প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

হস্তিনাপুর—রাজভবন।

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। পাপ পুণ্য তুল্য দুই
মোহের শৃঙ্খল—

মুক্তির উন্মুখ বাতায়ন,
নহে পাপ কিংবা পুণ্যময়।
পুণ্য ও বন্ধন,
সমান সুদৃঢ়,
রাখিতে সুবদ্ধ জীবে এ সংসার কারাগারে।
শৃঙ্খল যদ্যপি,
হোক্ তবে সুবর্ণের অথবা লৌহের,
কিবা তাহে আসে যায়।
পুণ্যবলে চাহে পঞ্চ ভ্রাতা
জগতের সাম্রাজ্য সম্পদ,
পাপ ছলে আমি চাহি
বঞ্চিতে তাদের।
তুল্য বন্ধন উভয়ের।
চাহে যদি মুক্তিপথ,
কেন করে রাজ্য অন্বেষণ ?
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম চাহে,
নহে মুক্তি।
আমি মুক্তি চাহি
পাপ ছলে।
কেবা উচ্চ—
আমি কিংবা ধর্ম্মরাজ !
জানি, বিজয় নিশান নিত্য শোভে
ধর্ম্মের মন্দিরে,

জানি, অধর্ম্মের
ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।
কিন্তু, ধর্ম্মপাশে অধর্ম্ম যদ্যপি
নাহি রহে কাল ছায়া সম,
ধর্ম্মের বিকাশ নাহি হয় প্রকটিত।
দিবা পার্শ্বে নিশা সম,
তাই আমি ধর্ম্মরাজ-পাশে।
জানি, যুগযুগান্তর গাহিবে
পাণ্ডবের যশোগান জনস্রোত,
জানি, ঘৃণা, অপযশে,
কণ্টক মুকুট রচিয়া রাখিবে ইতিহাস,
দুর্য্যোধন জীবনীর শিরে।
কিবা তাতে ?
আমি জানি—
জানিব অনন্তকাল ধরি,
আমি না থাকিলে
দ্রৌপদীর সতীত্ব গরিমা
নাহি হত প্রকটিত।
লজ্জা নিবারণ বলি
নারায়ণে কেহ না জানিত।
কণামাত্র শাক দিয়া নারায়ণে
পরিতৃপ্ত করিল দ্রৌপদী,
ষষ্ঠী সহস্র বিপ্রে—

এ পুণ্য কাহিনী
যত কাল রহিবে ঘোষিত
গৌরবে, আমি মূল তার।
আমি অগ্নি, আমার উত্তাপে
হইবে বিশুদ্ধ যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন।
আমি কৃষ্ণাকাশ
চন্দ্র তাহে পাণ্ডুকুল।
আমারই বিনাশে হবে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য।
হবে শ্রীকৃষ্ণের
লোক শিক্ষাতরে
আগমন সার্থক অবনীতে।
আমি আসিয়াছি,
সহিবারে নির্য্যাতন বিধাতার।
আমারে মন্থিয়া, ধর্ম্মামৃত
করিবেন বিতরণ জগতের জীবে,
শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী জগতের নাথ।
কে চিনিবে দুর্য্যোধনে !

(ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

ভীষ্ম। গিয়েছিনু মৃগয়ায় দুই বীর
মহারাজ, আমি আর দ্রোণাচার্য্য।
জনশ্রুতি, নিরুদ্দিষ্ট ধর্ম্মরাজ
ভ্রাতৃগণসহ প্রায় বর্ষাবধি।

মৃগয়ার ছলে পাঠাইলাম
অগণন চর চারিধারে।
বহুদেশ করিল সন্ধান
সুচতুর অনুচর যত—
নিরুদ্দেশ পঞ্চভ্রাতা পাঞ্চালীর সনে।

দুর্য্যোধন। ক্রূর ব্যাঘ্র
হইয়াছে পুষ্টোদর
পাণ্ডবের রক্ত করি পান।
পাণ্ডবের নাম হউক বিলুপ্ত।
দ্রৌপদীর কৃষ্ণশোভা
জলদ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ,
বিস্মৃতির কাল জলে
যাক্ মিলাইয়া।
হউক কণ্টক শূন্য
হস্তিনা নগরী।

দ্রোণ। ক্ষতি নাহি ছিল,
অসম্ভব সম্ভব হইত
যদ্যপি এ মর লোকে।
কিন্তু বড় দুঃখ মহারাজ,
মানবের অভিরুচি মত
নহে সুকল্পিত বিধির বিধান।
কোন গুপ্ত অন্তঃস্থল দিয়া
হয় প্রবাহিত ধর্ম্মের তড়িৎ স্রোত,

কালে অনল উগারি,
মানবের রসময় স্বার্থভরা
বিশ্ব, ক'রে উলট পালট—
এই বড় দুঃখ মহারাজ।

দুর্য্যোধন। চিরদিন তুমি বিজ্ঞ
ধর্ম্মহীন ভাব কুরুকুলে।
গুরু তুমি, আছে অধিকার
করিবারে অমর্য্যাদা, কিন্তু—

ভীষ্ম। (সহাস্যে)
কিন্তু, সর্ব্বকালে তাহা
অনুচিত প্রকাশ করিয়া বলা।

দুর্য্যোধন। শুন গুরু, কি কহেন পিতামহ।

দ্রোণ। (সহাস্যে)
কটু লাগে—কটু লাগে।
পিতামহ রসময় তব,
তাই মাঝে মাঝে চান দিতে
মর্য্যাদা অধর্ম্মে,
সাময়িক রসরঙ্গ অনুরোধে।
মহারথী পিতামহ তব,
একান্ত বিশ্বাসবান
আপনার ধনু সংযোজনে,
করিবেন ধনুবলে ধর্ম্মে পরাজিত।
আমি অক্ষম, কাঁপে প্রাণ মুহুর্মুহু

ভবিষ্য আতঙ্কে তোমাদেরই তরে।
তাই মাঝে মাঝে আঁকি ভবিষ্যৎ বিভীষিকা।
থাক্, বল কেন আজি ডাকিয়াছ।

ভীষ্ম। শুন দুর্য্যোধন, যদি ঘটনার বশে
নারায়ণ রক্ষিত পাণ্ডব,
গিয়া থাকে ইহ্‌লোক ছাড়ি,
ভাল সত্য তব পক্ষে।
কিন্তু যদি কোন বিষধর সম
থাকে লুক্কায়িত, গুপ্ত কোনও
সুদূর গহ্বরে—
অজ্ঞাত বাসের পণ
করিয়া পূরণ, উঠে গর্জ্জি, সমূহ বিপদ।
রহিবে অরণ্যবাসে দ্বাদশ বরষ,
তারপর বর্ষ এক রহিবে অজ্ঞাত ভাবে—
এই ছিল পণ।
যদি তাই থাকে,
যদি হয় কৃতকার্য্য,
আছে যুদ্ধ সম্ভাবনা।
রহ সতর্কিত কিছুকাল,
অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট।
শুনিয়াছি লোক মুখে পূর্ব্বাভাষ,
চাহ তুমি আক্রমিতে বিরাটের মৎস্যরাজ্য।
নহে তাহা যুক্তিযুক্ত।

দুর্য্যোধন। শুধু ওই অনুমতি নিতে
ডাকিয়াছি আজ দুই জনে।
বিরাটের অমূল্য গোধন
করে লুব্ধ নিশিদিন।
অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত।
বিরাট ব্যাপৃত যুদ্ধে,
অরক্ষিত গো সম্পদ ;
চল গুপ্ত ভাবে করি আক্রমণ,
স্বল্পায়াসে হই গোধনের অধিকারী।

দ্রোণ হইয়াছ ধর্ম্মাপহারক
পাঠাইয়া বনবাসে পঞ্চ পাণ্ডবেরে।
এবে তার পরাকাষ্ঠা,
গো তস্কর হবে দুর্য্যোধন।
যুক্তি ভাল, চল যাই বৃদ্ধ বীর,
কীর্ত্তি যাহা অবশিষ্ট করিতে অর্জ্জন
লহ করি দুর্য্যোধন অনুগ্রহে।

দুর্য্যোধন। সদা যার প্রতিকূল গুরু,
বীরত্ব তাহার হয় নিঃশেষিত
চৌর্য্যে, পরস্ব হরণে।
আমি নহি দোষী,
কি বলেন পিতামহ।

ভীষ্ম। যুক্তি যাহা বলিয়াছি,
কর অভিরুচি মত আজ্ঞা।

দ্রোণ — সাদা কথা জলবৎ।
বুঝিতেছি দুর্য্যোধন, অতি শীঘ্র
আসিতেছে কাল বিপর্য্যয়।
শুন, নহেক রহস্য
পিতামহ যাহা কহিলেন।
রহ সাবধানে কিছু কাল,
হউক উত্তীর্ণ পণকাল পাণ্ডবের।
তারপর বীরসম করি যুদ্ধ,
আনি দিব বিরাটের গো সম্পদ।

দুর্য্যোধন — কাজ নাই করি তত অনুকম্পা।
দুই বীরে
করগে প্রস্তুত চতুর বাহিনী।
বিরাট ব্যাপৃত যুদ্ধে—
ভাগ্য অবিজ্ঞাত।
পাণ্ডব অজ্ঞাত বাসে,
অথবা যমের কঠোর অজ্ঞেয় কারা মাঝে
অজ্ঞাত এ কালচক্র,
নাহি জানি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম।
অজ্ঞাতে যাইব আমি,
অজ্ঞাতে করিব আক্রমণ,
অজ্ঞাতে আনিব লুটি
বিরাটের বিরাট সম্পদ।

ভ — যথা অভিরুচি।

দ্রোণ। অজ্ঞাতে খুলিবে
নরকের প্রশস্ত কপাট।
সেই ভাল
চল যাই, অমঙ্গল নিশ্চিত যদ্যপি
হউক পূরণ তাহা অবিলম্বে। (সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রান্তর।

রথোপরি উত্তর ও বৃহন্নলা

উত্তর। আরও দ্রুত
যাও বৃহন্নলা,
ধীর মন্থর গতিতে
চলিতেছে রথ,
চলে কি না চলে
বুঝিতে না পারি,
তোমারে সারথী করি
ঠেকিনু বিষম দায়।
গোধন লইয়া
বহুদূর এতক্ষণ
গেল চলি
অপহারি দল।

বৃহন্নলা। রথগতি চাহ যদি বুঝিবারে,
লক্ষ্য কর সুদূর
ওই বনপ্রান্ত।
রথ অভ্যন্তরে
চাহিয়া থাকিলে,
বুঝা নাহি যায় গতি,
সুশিক্ষিত সারথী
চালিত হ'লে রথ।

উত্তর। (চারিদিকে অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া)
এ কি !
প্রলয় আসিছে ছুটি ?
গিরি নদী বৃক্ষলতা সহ
ঘুরিছে ধরণী কেন ?
আকাশের দিক্‌প্রান্ত
মেঘরাজি সহ
কেন ছুটিছে পশ্চাৎ ভাগে ?
এ কি ভ্রান্তি !
সুদূরের বনভূমি
আসিছে ছুটিয়া
সাগর তরঙ্গ সম।
রোধ কর রথগতি,
রথসহ হব বিচূর্ণিত,
মুহূর্ত্তের মাঝে।

ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও
বৃহন্নলা।

বৃহন্নলা। ভ্রান্ত শিশু!
ভ্রান্তি নয়নের।
স্থিরা বসুন্ধরা,
গিরি, উপবন,
কান্তার, প্রান্তর,
করিতেছি অতিক্রম।
উল্কাসম রথগতি
নয়ন বিভ্রমি,
আঁকিছে দিগন্তে
নিজ গতি পরিমাণ।
এমনি উত্তর—
ঠিক এমনি করিয়া,
বিশ্বের সারথী
চালায় আপন রথ,
ঘর্-ঘর্-নির্ঘোষীরব,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
উড়াইয়া জন্ম-মৃত্যু-ধূলিকণা
জীব বক্ষে আঁকি তার
গতির বিক্রম।
হেরে জীব আপনায়
সঞ্চালিত সুখ দুঃখ

তরঙ্গ স্পন্দনে,
উঠে যাহা রথচক্রে
আর বিঘুর্ণনে,
দেখায় বিভ্রান্ত জীবে
নিয়ত সে চ্যুত যেন
অচ্যুতের স্নেহময়
অঙ্ক হ'তে দূরে।
কিন্তু যাক্—চালাব কি দ্রুত আরও রথ।

উত্তর। (বৃহন্নলার হস্ত ধারণ করিয়া) ঘুচিয়াছে ধান্ধা,
বুঝিয়াছি রথগতি,
ধীরে চল বৃহন্নলে,
ভগ্ন হবে রথ।
একি মুখভঙ্গী তব,
কিবা মন্ত্র করিতেছ উচ্চারণ?
মন্ত্রবলে চালাইছ রথ
বুঝিয়াছি আমি।
ধীরে চল
উঠে প্রাণে বিভীষিকা।

বৃহন্নলা (অন্যমনস্ক ভাবে)
ধীরে চল—কতবার বলিয়াছি,
কতবার বলে জীব,
হে বিশ্ব সারথি!
চালাও—চালাও

তব রথ কর্ম্মময়
সুধীর মন্থরে।
জীবনের প্রতি বিবর্ত্তনে,
কেঁদে উঠে নাথ নাথ করি,
ধীরে চালাইতে রথ
কত করে আকুল ক্রন্দন।
কিন্তু কেবা শুনে!
নির্ম্মম সারথী,
প্রকৃতির বল্গারাশি
ল'য়ে নিজ করে,
ভীমবেগে ঘর্ঘরিয়া
কর্ম্মচক্র কালবক্ষে
ছুটায় আপন রথ।

উত্তর। (বৃহন্নলাকে জড়াইয়া ধরিয়া)
আরে আরে যাদুকর ক্লীব,
সম্বর ও মন্ত্ররাজি।
হের সম্মুখে তোমার
দিক্ প্রান্তে মিশিয়া আকাশ সনে
সাগর বারিধি
ফেন উর্ম্মি নাচিছে উল্লাসে।
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও রে উন্মাদ,
ডুবিব সাগর গর্ভে
রথ অশ্বসহ।

বৃহন্নলা। দুর্ব্বল মানব মন,
বিপদের তরঙ্গ উল্লাস
যখনি নেহারে
গর্জ্জিছে সম্মুখে,
ডুবিনু ডুবিনু বলি
তখনি সে উঠে কাঁদি,
তখনি সে আশ্রয়ের আশে
চাহে জড়াইয়া ধরিতে
বিশ্বনাথে।
আর করিব না,
আর নাহি লিপ্ত হব
পাপে, বলি
কত কাঁদে
কত ঢালে অশ্রুজল।
প্রবঞ্চক প্রাণ
কোনক্রমে
অতিক্রম করিলে সঙ্কট
ভুলে তার আত্মগ্লানি
ভুলে বিশ্বের আশ্রয়।

উত্তর। (বৃহন্নলার চরণ ধরিয়া)
ভুলিব না—
ওরে যাদুকর কভু ভুলিব না
থামাও—থামাও রথ

বাঁচাও আমারে।
ওই আসিছে গ্রাসিতে,
করাল বিস্তারে ছুটি
সমুদ্র বিশাল,
রক্ষা কর—রক্ষা কর বৃহন্নলা।

বৃহন্নলা। নহে শিশু, সমুদ্র সম্মুখে—
তোমারি গোধন
তাড়াইয়া ল'য়ে যায়
দুর্য্যোধন।
এখনি করিতে হ'বে
দুর্ম্মদ সংগ্রাম।
ভীত যদি এত রথের চালনে,
কেমনে করিবে রণ?
নেহার অসংখ্য সেনা
রথ-রথী সহ
উল্লাসে করিছে জয়ধ্বনি।

উত্তর। (সবিস্ময়ে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে করিতে)
বৃহন্নলা!

বৃহন্নলা। কেন?

উত্তর। চল ফিরে যাই
কাজ নাই গোধন উদ্ধারে।
একা আমি
কেমনে করিব রণ,

অগণিত শস্ত্রধারী সনে।
ফিরে চল, পায়ে ধরি
ওগো ফিরে চল ;
দিব আশাতীত পুরস্কার
পিতারে কহিয়া।
তবু থামিবে না ?
মারিবে কি
আশ্রয় দাতার পুত্রে ?
ফিরে চল—
ফিরে চল বৃহন্নলা।
অথবা সত্বর গতি
দাও মুক্তি মোরে।

বৃহন্নলা। (উত্তরকে উত্তোলিত করিয়া)
কর্ম্মবীর জীব,
কর্ম্মের পেষণে
কেন উঠ কাঁদি ?
ক্ষত্র পুত্র কভু
সমরে কি করে ভয় ?
যায় যদি প্রাণ রণক্ষেত্রে,
বীরের সমান
হবে অমর বাঞ্ছিত লোকে গতি।
বীর পুত্র তুমি
মরণের ভয় কেন এত ?

উত্তর। শিশু আমি,
সমর না জানি,
রণস্থল দেখি নাই কভু,
ওগো তাই মহোল্লাসে
আসিনু ছুটিয়া,
তোমারে সারথী করি
রক্ষিতে গোধন।
জানি কি তখন
রণ নহে বিলাস কানন।
পায়ে ধরি
ফিরাও—ফিরাও রথ।
শুন—কথা শুন
অসহায় আমি,
ল'য়ে চল ফিরাইয়া
মাতৃপাশে মোব।

বৃহন্নলা। তোরই মত, এমনি করিয়া
আরে শিশু,
চরণ জড়ায়ে তাঁর
আমিও নিয়ত কাঁদি—
জগন্নাথ; আশ্রয় আমার!
দুর্ব্বল বিপন্ন,
অসহায় আমি,
মোহের বিভ্রমে,

ভুলে ছুটিয়া এসেছি নাথ
কর্ম্মক্ষেত্রে,
ছাড়ি স্নেহবক্ষঃ তব।
তুমি এস—তুমি চল
ল'য়ে ফিরাইয়া।
সেধেছিনু তোমারে বিশ্বনাথ,
সারথী হইয়া ল'য়ে চল কর্ম্মক্ষেত্রে,
আজি পুনঃ সাধি
হে বিশ্ব সারথি !
চল সারথী হইয়া পুনঃ
ফিরাইয়া ল'য়ে মোরে
আনন্দ মন্দিরে তব।

উত্তর। নাহি জানি কেবা বিশ্বনাথ
বিশ্বের সারথী কেবা,
তুমি বিশ্বনাথ—
তুমি সারথী আমার,
তুমি চল ফিরাইয়া ল'য়ে।

বৃহন্নলা। উঠ শিশু।
হের পুরবর্ত্তী বৃক্ষ শিরে চাহি।

উত্তর। ওহো রহিয়াছে লম্বমান
মৃত দেহ বিকট বিকৃত।

বৃহন্নলা। থামাইনু রথ,
উঠি বৃক্ষ শিরে

ল'য়ে এস পাড়ি
ওই শব দেহ।

উত্তর — (সবিস্ময়ে) বুঝেছি কুহকি !
মায়াবী রাক্ষস তুমি,
কিম্বা পিশাচ সাধক।
শুনিতাম পিতৃমুখে গল্প কত।
তুমি এখনি করিবে ভক্ষণ শব,
অথবা আমারে করিবে উদরস্থ।
ওরে—দে ছাড়ি আমারে,
আমি শিশু,
দয়া কর—দয়া কর—
পলাইয়া যাই (পলায়ন উপক্রম)।

বৃহন্নলা — (উত্তরকে ধরিয়া) ভয় নাই শিশু,
শব নহে উহা,
শবাকার আচ্ছাদনে
আছে লুক্কায়িত অস্ত্ররাশি।
আমি করিব সমর,
আমি উদ্ধারিব
গোধন তোমার।
আমি স্বহৃদ তোমার।

উত্তর। — ছেড়ে দাও, পায়ে ধরি ছেড়ে দাও।

বৃহন্নলা — দিব ছাড়ি, আন যদি পাড়ি
ওই অস্ত্ররাশি মোর।

উত্তর। দিবে ছাড়ি—সত্য কহিতেছ ?
পায়ে ধরি সত্য বল।
বৃহন্নলা। সত্য কহিতেছি
ভয় নাহি তব।
(উত্তরের কম্পিত কলেবরে বৃক্ষারোহণ
ও অস্ত্র আনয়ন)।
(অস্ত্র বাহির করিয়া)
বহুদিন পরে ধরিলাম করে
তোরেরে গাণ্ডীব অর্জ্জুনের নিত্য সখা।
(চুম্বন করিয়া) বহুদিন পরে আজি পুনঃ
হইনু গাণ্ডীবী।
ফুরাল অজ্ঞাত বাস,
ইন্দ্রপ্রস্থ স্মৃতি জাগিছে
উল্লাসে হৃদে।
নারায়ণ—অন্তর্য্যামী সখা !
নমি তব পায়।
আর যেন এ জীবনে
জীবন থাকিতে
না হই বঞ্চিত
এ মহা অস্ত্র সাহচর্য্যে। (বৃহন্নলার বর্ম্মাদি পরিধান)
উত্তর। বৃহন্নলা !
বৃহন্নলা। নহি বৃহন্নলা আর।
বল অর্জ্জুন, ধর্ম্মরাজ সহোদর।

উত্তর । অর্জ্জুন ! রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব—
সেই অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন । সেই অর্জ্জুন, কুন্তীর কুমার ।
ছন্ন ছদ্মবেশে তোমাদের গৃহে ।

উত্তর । (চক্ষু বুজিয়া) বৃহন্নলা !

অর্জ্জুন । (উত্তরকে বক্ষে ধরিয়া)
বল পার্থ মোরে, নহি বৃহন্নলা ।

উত্তর । বৃহন্নলা !

অর্জ্জুন । আবার ?

উত্তর । বৃহন্নলা তুমি রাখ চাপি,
আমি পড়ি ঘুমাইয়া বক্ষে তব ।

অর্জ্জুন । (নামাইয়া দিয়া) ভয় কেন এত রে উত্তর ?

উত্তর । সত্য যদি অর্জ্জুন গো
তুমি বৃহন্নলা,
করি যথারীতি প্রণতি চরণে
দাও মোরে পূর্ণ পরিচয় ।

অর্জ্জুন । (উত্তরকে উঠাইয়া) দিতেছি তোমারে পরিচয় মোর,
ক হতেছি অন্য অন্য নাম
যেই নামে খ্যাত আমি ।
কিন্তু পূর্ণ পরিচয়
দিবে এই ধনু মোর
উদ্ধারি গোধন,

একা পরাজিয়া
কৌরবের বিপুল বাহিনী।
যাও বাণ—হও ধন্য
নমি নারায়ণে বহুদিন পরে।
যাও—কর নমস্কার ভীষ্ম পিতামহে।
যাও—কর নমস্কার গুরু দ্রোণাচার্য্যে।
সুপ্ত বীর্য্য উঠুক গর্জ্জিয়া হৃদে,
মন্ত্ররাজি হউক সজীব,
বাণ পূর্ণ হউক তূণীর,
সত্য হোক বাক্য মোর,
সত্য বল বহুক শিরায়।
যে চরণ প্রতি জীব হৃদে
আছে গুপ্ত গুপ্তমণি সম,
সে চরণ হ'তে বহুক
আশীষ গঙ্গা ধারা
উদ্ধারিতে নরলোক।
এসরে উত্তর বড় আনন্দের দিন—
বাণে আজ ঘোষিব জগতে
মরেনি মরেনি পাণ্ডব।
অধর্ম্মের কুটীলতা
পারে না মারিতে তারে,
অনাথের নাথ
বিশ্বনাথ আশ্রয় যাহার। (প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনাপুরী।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

শ্রীকৃষ্ণ। তা আমি কি করিব ?
একজন ধর্ম্মের রক্ষক—
অন্যে হন্তারক।
রক্ষা করে ধর্ম্ম
আপন রক্ষকে,
হয় হন্তারক স্বীয় হন্তারকে।
সরল ব্যবস্থা—চাহ কি অগ্রজ
অধর্ম্ম রণে বিদলিতে ধর্ম্মে ?

বলরাম। চিরদিন অপারক আমি,
ভেদিতে তোমার কুটীলতা শ্রীকৃষ্ণ
করে অত্যাচার অধর্ম্ম যদ্যপি
ধর্ম্মের উপর,
হউক সংঘর্ষ ধর্ম্মাধর্ম্মে।
হউক বিজয়ী ধর্ম্ম,

যাউক অধর্ম্ম রসাতলে ;
নাহি ক্ষোভ কিছুমাত্র তাহে ।
কিন্তু তুমি—তুমি কেন
মিশ মধ্যে তার
করিবারে মধ্যস্থতা ।
কৌরবের ছলে গিয়া থাকে যদি
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
হোক তারা পুনঃ প্রাপ্ত
পাণ্ডবের ধর্ম্মবলে ।
তুমি কেন বক্ষে কর করাঘাত
পাণ্ডব পাণ্ডব করি ।

শ্রীকৃষ্ণ । শক্তিমান্ হলায়ুধ !
অধর্ম্ম যেখানে
ধর্ম্মোপরি করে অত্যাচার,
বিধাতার শক্তি রহে কি সুষুপ্ত সেথা
নিরপেক্ষ ধর্ম্মেরে রক্ষিতে ?
পার কি থাকিতে স্থির তুমি,
হের যদি বলীর দুয়ারে উৎপীড়িত
নিরীহ দুর্ব্বল ?

বলরাম। অন্যে না পারিতে পারে,
আমি না হেরিতে পারি,
বিধাতা না পারেন থাকিতে,
হ'তে পারে শক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রিত

দিতে প্রতিফল অধর্ম্মেরে।
কিন্তু তুমি—তুমি বিধাতার ধাতা,
আব্রহ্মস্তম্বের একমাত্র
নিরপেক্ষ নিগুর্ণ আশ্রয়—
নিত্য সম-প্রেমময়, সমদ্রষ্টা—
ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে—পাপী পুণ্যবানে—
সকলের বাঞ্ছা-কল্পতরু—
সম স্নেহদর্শী সর্ব্বজীবে—
সর্ব্বের সর্ব্ব সর্ব্বময়।
তুমি—তুমি কেন এত
বিচঞ্চল পাণ্ডবের তরে পক্ষপাতে।
পাণ্ডবের সখ্যে হইয়াছ মুগ্ধ,
হও ক্ষতি নাই, হও বিমোহিত
ভকতের ভক্তিমোহে।
কিন্তু তা বলে কি
অভক্তে ভুলিবে ?
তুমিও জীবের মত
যাবে ভাসি প্রেমের প্রবাহে,
হ'য়ে আত্মহারা, ভুলিয়া
বিপন্ন অন্যে,
নহে যারা কাতর তোমার তরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। স্নেহান্ধ অগ্রজ !
ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে

অজ্ঞানে ঢাকিছ চক্ষু।
কেন ভুলিছ আপনায় ?
ভুলে কি কখনও,
ভুল সংশোধন নিত্য লীলা যার।
সে কি কভু ভুলে,
দেখিতে পায়না চক্ষে
কোথায় কে জীব
রহিয়াছে ভুলে তারে ?
অন্ধ হ'য়ে জগতের ভুলে,
নিত্য খুঁজি দুয়ারে দুয়ারে,
ভুল ঘুচাইতে নিত্য উচ্চৈঃস্বরে,
জীবের অন্তরে কহি প্রেমভরে—
ভোল ভুল আরে প্রিয়
আত্মভোলা।
ভুলে ভুলে, বিষয়ে বিষয়ে
হেরিয়া আমায়,
হও ভোলানাথ, ভুলিয়া
আপন ভুল।
ভোল ভুল, ভুলনা আমায়।
কভু সুখ আলিঙ্গনে,
কভু দুঃখের পেষণে,
কভু আশার আলোকে,
কভু নিরাশার অন্ধকারে,

কভু আনন্দ উচ্ছ্বাসে,
কভু ক্রন্দনের মর্ম্মদাহে,
দিই শুধু ভুল ঘুচাইয়া।
জগতের ভুল সংশোধিতে
যুগে যুগে হই অবতীর্ণ।
ভুলি নাই দুর্য্যোধনে,
তাই মধ্যস্থ হইয়া গিয়াছিনু
তাহার দুয়ারে।
করেছিনু অনুরোধ তারে
দিতে পাণ্ডবেরে
পাঁচখানি গ্রাম মাত্র।
দুর্য্যোধন ভুলিল আমায়।
সূচীঅগ্র ভূমি নাহি দিবে
পাণ্ডবেরে বিনা যুদ্ধে,
করিল প্রতিজ্ঞা।
ভুলিয়া আমায়, চাহিল
বাঁধিতে ভুলে, রচি মায়াগৃহ।
তবু ভুলি নাই,
আজও পুনঃ ডাকিয়াছি
দিতে স্নেহ সমান আদরে
কৌরব পাণ্ডবে।
রব নিদ্রাবশে,
অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন আসিবে দু'জনে।

নিদ্রা হ'তে উঠি যার মুখ
হেরিব প্রথমে,
করিব অভীষ্টপূর্ণ সর্ব্বাগ্রে তাহার।
দিব অন্তে, পরে সে চাহিবে যাহা
হের জ্ঞান চক্ষে অগ্রজ,
পারিবে কি নিতে দুর্য্যোধন,
স্নেহের প্রথম দান
সর্ব্ব শুভময়।

বলরাম। সম্ভব ত নহে—পারিবে না।
পারিবে না লইতে শরণ
তোমার চরণে
বিষয় বিমূঢ় দুর্য্যোধন।
কেবা পারে—
নহে শুধু দুর্য্যোধন,
স্বার্থভরা প্রত্যেক জীবের পাশে
যাও নিত্য তুমি।
তোমার পরশে পায় যবে জীব,
অজ্ঞাতে মহতী শিক্ষা—
তোমারে ধরিলে, সর্ব্ব স্বার্থ
আসে করতলে—
কোন ক্রমে পাইতে তোমারে,
করে সে তখন কতই কৌশল—
যোগ, যাগ, ব্রত, পূজা,

ধ্যান, জপ, মন্ত্র উচ্চারণ,
ব্রহ্মচর্য্য, সংসার বর্জ্জন, কত কি।
কিন্তু মূলে তার ঐ স্বার্থ—
শক্তি বা সিদ্ধি—
মুক্তি বা সম্পদ,
কিম্বা অন্য কিছু।
চাহে দুর্য্যোধন সম,
রচি কৌশলের মায়াগৃহ,
বাঁধিতে তোমায়
পূরাতে অভীষ্ট স্বীয়।
দেবতা দুর্লভ !
বিনা অশ্রুজল—বিনা স্বার্থ ত্যাগ—
তুমি কি পড়িবে বাঁধা !
দাও শক্তি তারে,
রহ নিজে দূরে,
থাক অপেক্ষায়, কবে কাঁদিবে সে জীব,
কবে চাহিবে তোমায়,
শুধু তোমারে পাইতে,
কবে কাতরে সে ক'বে—
তুমি মাত্র—তুমি মাত্র জগন্নাথ
বাঞ্ছিত আমার।
বুঝিয়াছি, পারিবে না দুর্য্যোধন।
বাঁধিবে বিপুল রণ বিচূর্ণিতে

স্বার্থ দম্ভ তার।
ওহো ভুল নাই দুর্য্যোধনে ;
দিতে তারে স্নেহের শাসন, কঠোর.
নির্দ্দয়, হ'য়েছ উদ্যত।
কে বুঝিবে তোরে ?
দয়া নিষ্ঠুরতা, সমান ভ্রূকুটি তোর
উদাস নির্ম্মম।
ক্ষুদ্র কালো কমনীয় শিশুটির মত
র'য়েছ দাঁড়ায়ে,
ভীম কাল করালবদন করিয়া বিস্তার,
বিশ্বগ্রাসীরূপে এখনি গ্রাসিবে।
তুলি ভীম রণোল্লাস,
লক্ষ লক্ষ জীবে
বজ্র দংষ্ট্রে করি বিচূর্ণিত,
হবে তোর স্নেহলীলা—ভুল সংশোধন।
প্রলয় হুঙ্কার, সাম্রাজ্য বিপ্লব,
রক্তগঙ্গা, অশনি ঝণঝণা,
পীড়িতের আর্ত্তনাদ,
শোকোচ্ছ্বাস মর্ম্মপ্লাবী,
সব—শুধু ভুল সংশোধন।
মুছিয়া শান্তির ছবি
এঁকে দেওয়া জগতের গায়,
প্রলয়ের বিভীষিকা—ভুল সংশোধন।

না—গৃহে নাহি রব, যাব তীর্থে—
ঘুচিল না ভুল,
কভু ঘুচিবে না.
কভু চিনিবে না কেহ
তোরেরে কপটী।
করি মিনতি—দে ভুল ঘুচাইয়ে,
দেরে জগন্নাথ চক্ষু খুলি—
দেখি কার ভুল,
দেখি নিষ্ঠুর কি স্নেহময় তুই। (প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ত্তব্য পালন, নামান্তর ভালবাসা
কেহ নাহি বুঝে,
তা আমি কি করিব ?
যাক্. এখনি আসিবে দুর্য্যোধন.
রহি আমি কপট নিদ্রায়
যতক্ষণ না আসে অর্জ্জুন,
ভূভার হরণের প্রিয় সহচর মোর। (শয়ন)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। হইনু নিশ্চিন্ত।
আসে নাই অর্জ্জুন এখনও।
নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ,
বসি শিরোদেশে
থাকি অপেক্ষায়।

পাবে দেখিতে আমায়
চক্ষু উন্মীলন মাত্র। (শিরোদেশে উপবেশন)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। নিদ্রিত কেশব,
লীলা অপূর্ব্ব !
জাগরণে যাঁর
আব্রহ্ম ভুবন
নিয়ত জাগ্রত—তাঁর নিদ্রা,
যেন মুছিয়া ফেলেছে বক্ষ হ'তে
ভক্তপূর্ণ এ ব্রহ্মাণ্ড।
হাসি পায়।
বসি পদতলে
করি ধ্যান চরণ যুগল,
যতটুকু পাই অবসর;
জুড়াক্ হৃদয়।

(শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রার ভাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান
ও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া)

শ্রীকৃষ্ণ। এস সখা—আসিয়াছ কতক্ষণ ?
পড়েছিনু নিদ্রাবশে।
কুরুরাজ কোথায় ?

অর্জ্জুন। (স্বগতঃ) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জ
নিত্য প্রতিভাত নয়নে যাঁহার,

প্রতি বিশ্ব পরমাণু,
যাঁর দৃষ্টিতলে
চেতনা প্রদীপ্ত হ'য়ে
ঘুরিতেছে স্বীয় স্বীয়
কর্ম্ম কক্ষে—
আজ জিজ্ঞাসিছে সেই বিশ্বনাথ,
অন্ধ জগতের ধুলি অর্জ্জুনে,
কৌতুক রঙ্গে, কুরুরাজ সমাচার।
পাণ্ডবে আশ্রয় দিতে,
হ'য়েছিলে মায়া নিদ্রাগত,
বুঝিয়াছি প্রভু।

(দুর্য্যোধনের উত্থান ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গমন করিতে করিতে)

দুর্য্যোধন। হেথা—হেথা আমি রহিয়াছি
অর্জ্জুনের বহুপূর্ব্ব হ'তে অপেক্ষায়।
ছিল উচিত তোমার, হে দ্বারকাপতি
হেরিতে আমারে অগ্রে।
নিদ্রাবশে করিয়া ফেলেছ ভুল।

শ্রীকৃষ্ণ। নিদ্রাই বিষম ভুল, জীবে
জীবে কুরুপতি।

দুর্য্যোধন। সাধু—সাধু যদুপতি।
তবে কর স্বীয়
ভুল সংশোধন,

করি মোরে শ্রেষ্ঠ অধিকারী
আজিকার ক্ষেত্রে।

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝিলাম অভিপ্রায়।
শুন দুর্য্যোধন—
ন্যায়মত, অর্জ্জুনই অধিকারী।
তবু পাছে ভাব পাণ্ডবের
সখ্য মোহে বিমুগ্ধ আমায়,
তাই তোমারেই দিনু অধিকার।
শুন, অসঙ্গত অধিকার মোহে
ঘটায়েছ আত্মীয় বিরোধ,
তুলেছ বাঁধায়ে বিপুল সংঘর্ষ,
করিয়াছ বাধ্য পাণ্ডুকুলে
ধরিবারে অস্ত্র,
করিয়াছ উপেক্ষিত বিজ্ঞ উপদেশ,
কেবা জানে ফলাফল তার।
হোক্ যাহা হয়,
বিচারের কাল হয়েছে অতীত।
আগত এ ভীষণ সংগ্রামে,
সমগ্র নৃপতিবৃন্দ হইয়াছে
বাধ্য, যোগ দিতে,
পক্ষে উভয়ের।
আমারও কর্ত্তব্য আছে ;
দুই পক্ষ সমান স্নেহের মোর।

তাই, করেছি সঙ্কল্প—
এক পক্ষে রবে মোর বিপুল বাহিনী—
নারায়ণী সেনাবৃন্দ,
প্রতি যোদ্ধা যার তুল্য বল মোর সম,
অন্য পক্ষে রব আমি একা শুধু,
তাও ধরিব না অস্ত্র,
শুধু রব সারথীর মত।
বল কিবা চাহ তুমি।

দুর্য্যোধন। বীরসম, বিজ্ঞসম,
করেছ সঙ্কল্প।
ইচ্ছা মোর, তুমি
অর্জ্জুনের সখা,
রহ তার সনে রণস্থলে।
দাও বাহিনী তোমার
কৌরবের পক্ষভুক্ত করি।

শ্রীকৃষ্ণ। (সহাস্যে) সখ্য মোর সুদৃঢ়
পাণ্ডব সনে।
কিন্তু কি করিব ?
করিলাম অঙ্গীকার,
রবে নারায়ণী সেনা
কৌরবের পক্ষে,
রব সারথী হইয়া আমি
ফাল্গুনীর রথে।

দুর্য্যোধন। সাধু—সাধু যদুপতি।
ধার্ম্মিকের সম করেছ প্রতিজ্ঞা,
করিয়াছ সুবিচার,
কীর্ত্তি তব গাহিবে
ভুবনবাসী।
আসি আমি, আসি
তবে যদুপতি। (প্রস্থান)
অর্জ্জুন! করিলাম নিষ্ঠুরতা ?
(করযোড়ে) করুণায় দিয়াছ ডুবায়ে প্রভু!
বাক্য-স্ফূর্ত্তি রুদ্ধ,
স্নেহের পরশে স্পন্দিত
হতেছে মর্ম্ম।
হে বিশ্ব সারথি!
সারথী হইবে মোর,
দিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
বাঞ্ছাকল্পতরু।
শক্তিমোহে প্রবঞ্চিলে
অধর্ম্মী কৌরবে।
নহে মাত্র রণাঙ্গণে—
এত যদি ভালবাস,
থেক—থেক নিত্য
হৃদয়ে আমার
সারথী হইয়া, ধরি

ইন্দ্রিয় অশ্বের বল্গা
কর্ম্ম রণাঙ্গনে।
ছলাময় জগন্নাথ !
তুমি দীন দাসে
উপলক্ষ্য করি,
দেখাইলে নিত্য লীলা।
কৌশলে যে চাহে,
লভিতে তোমার শক্তি
উপেক্ষি তোমায়,
কার্য্যতঃ সে দুর্য্যোধন সম
বসে শিয়রে তোমার ;
দাও তারে শক্তি সিদ্ধি।
কিন্তু যেবা চাহে গো
তোমারে জগন্নাথ !
শুধু তোমারে পাইতে
হৃদয় যাহার
নিত্য ক্রন্দনে আকুল,
সে বসে চরণতলে
দীন দাস সম ;
হও সারথী তাহার হৃদয় রথে
কর তারে পার দুস্তর এ ভব রণস্থল
ল'য়ে যাও চালাইয়া তারে—
দূরে—যেথায় ভক্ত হৃদি মাঝে

নিত্য তুমি নিসেবিত,
দূরে—যেথায় মরণের
নাহি কোলাহল,
দূরে—যেথা অমৃতের
সিন্ধু উছলিত,
দূরে—যেথা নিত্য উদ্ভাসিত
জ্ঞানের আলোক শুভ্র,
দূরে—যেথা সিদ্ধর্ষিমণ্ডলী
তোমারই স্বরূপ হ'য়ে
মগ্ন নিত্য ধ্যানে.
দূরে—যেথা চক্ষে চক্ষু
বক্ষে বক্ষঃ দিয়া
প্রাণটুকু লহ মিশাইয়া
আপনার প্রাণে—
দাও ঘুচাইয়া
তুমি আমি ব্যবধান।

(সকলের প্রস্থান)

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

দ্রৌপদী ও ভীম।

ভীম — কিসের আনন্দ এত পুরে ?
কি শুভ সংবাদ আসিল
পাণ্ডব পুরে,
দিতে মুছাইয়া ক্ষণতরে
ফলোৎকণ্ঠা ভাবী সমরের ?
কৌরবের বিপুল বাহিনী
শৃঙ্খলিত সুসজ্জিত,
দুর্য্যোধন সজীব সমান,
অভিন্নহৃদয় দুঃশাসন,
কৃষ্ণা এলোকেশী,
কিসের আনন্দ এত ?

দ্রৌপদী — নিত্যানন্দ সখা যাহাদের,
নিত্যানন্দরোল সেথা কি
বিলুপ্ত রবে ?
নিরানন্দ যাবে নাকি দূরে,
ছিন্ন মেঘ খণ্ড সম
মুক্ত করি অদৃষ্টের
গগন প্রাঙ্গণ ?

ভীম। — কিন্তু যতক্ষণ—

দ্রৌপদী। যতক্ষণ নাহি হয় অপগত—
ভীম। যতক্ষণ বিদ্ধশেল
নাহি হয় উৎপাটিত।
দ্রৌপদী। যতক্ষণ চরণে কণ্টক
দেয় ক্ষীণ ব্যাথা পদ বিক্ষেপণে,
সে ব্যাথা কি গ্রাহ্য করে
আনন্দ ধামের যাত্রী—
স্বয়ং আনন্দময়
সাথী হ'য়ে যান যদি
অগ্রভাগে দেখাইয়া পথ ?
শুধু তাহা নয়—
করেছেন অঙ্গীকার
সখা তোমাদের,
হবেন সারথী রণে
ফাল্গুনীর রথে।
জগন্নাথ সারথী সমরে
বুঝিলে কি ?
ভীম। কি বলিলে ?
দ্রৌপদী। জগন্নাথ দিয়াছেন
আপন বাহিনী
কৌরবের পক্ষভুক্ত করি।
আপনি নিরস্ত্র
আছেন পাণ্ডব পক্ষে।

দিয়াছেন শক্তি স্বীয়
শক্তি মুগ্ধ জীবে ;
প্রাণময় প্রাণ,
প্রাণটুকু ল'য়ে
এসেছেন করিবারে প্রাণময়,
প্রাণ যারা দেছে তাঁর পায়।
বল কেবা জয়ী প্রাণনাথ ?

ভীম। কৃষ্ণ—পাণ্ডব পক্ষে ?

দ্রৌপদী। তাই এ আনন্দ উচ্ছ্বাস।

ভীম। (গদা নামাইয়া) শ্রীকৃষ্ণ—পাণ্ডব পক্ষে !

দ্রৌপদী। হ'লে নাকি বলহীন ?

ভীম। (গদা ছাড়িয়া) শ্রীকৃষ্ণ—(দীর্ঘশ্বাস)

দ্রৌপদী। উচ্চকণ্ঠে ডাক জগন্নাথে।

ভীম। (ক্ষণেক চুপ করিয়া) জগন্নাথ !
আরও উচ্চ—আরও উচ্চকণ্ঠে,
ব্রহ্মরন্ধ্রে চড়ি
লইব এ নাম রণাঙ্গনে।
(গদা উঠাইয়া) যবে শ্রীকৃষ্ণ চালিত
পাণ্ডব বাহিনী
করিব মথিত নাম বলে।
শুন—শুন কৃষ্ণ রক্ষিবে পাণ্ডবে,
ভীম রক্ষিবে কৌরবে।
বিদায় প্রেয়সী।

ব'ল কৃষ্ণে ধর্ম্মরাজে
আর যত ভ্রাতৃবৃন্দে,
ভীম আজি হ'তে কৌরবের দলে

দ্রৌপদী। রহস্য সুন্দর !
কে বাঁধিবে এলোকেশ মোর ?

ভীম। হাসিও না নহেক রহস্য।
স্থির বলি শুন,
নহে এ সমর পাণ্ডবে কৌরবে।
যুদ্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মে।
একদিকে নারায়ণ
রক্ষিত ধর্ম্মরাজ,
অন্যে কুরুবৃন্দ অধর্ম্ম আশ্রিত।
ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে এ আদর্শ রণ—
চাহি এর সনে হেরিতে সমর
নামে ও নামীতে ;
দেখি কেবা বলবান
নাম কিংবা নামী।
চিরদিন ধর্ম্ম শিরে ল'য়ে,
নাম বলে তাঁর
পাইয়াছি পরিত্রাণ
সহস্র সঙ্কটে,
জানি, চিরদিন
নাম বলে লভেছি বিজয়,

রহিব বিজয়ী চিরদিন।
বল পরীক্ষার দিনে,
কুরুক্ষেত্রে করেছিনু সাধ,
নাম বলে দলিব অধর্ম্মে,
দেখায়ে জগতে—নাম বল
করে অতিক্রম শক্তি বিধাতার।
ভেবেছিনু শ্রীকৃষ্ণ রবেন নিরপেক্ষ,
নামের সম্পদ অর্পিয়া পাণ্ডবে।
বিশ্বের সারথী,
সারথী হইয়া যদি
ফাল্গুনীর রথে রহেন পাণ্ডব পক্ষে,
নাম নামী উভয় যদ্যপি
এক পক্ষে করে রক্ষা,
হবে অসমান রণ
কৌরবের সনে।
কিবা তৃপ্তি লভিব দ্রৌপদী
বধিয়া দুর্ব্বলে রণে।
হবে তুল্য বল
আমি যদি নাম বলে
রক্ষি দুর্য্যোধনে।
জানে প্রতিজনে,
সমর্থ নামের বল
অধর্ম্ম দলিতে ;

দেখুক জগত—
নামী হ'তে নাম বলবান।
ল'য়ে জগন্নাথ নাম মুখে
জগন্নাথে দলিব সমরে।

দ্রৌপদী। তারপর?

ভীম। তারপর দিব ফিরাইয়া
ধর্ম্মরাজে সাম্রাজ্য সম্পদ;
শুধু লব কাড়ি
সত্য কৃষ্ণাধনে,
আর কভু ধর্ম্মবলে বলী ধর্ম্মরাজ,
না পারে রাখিতে পণ
তারে দ্যূত রঙ্গে।

দ্রৌপদী। হ'ত ভাল মধ্যম পাণ্ডব,
যদি নাম নামী কভু থাকিত পৃথক্।
যতক্ষণ নামে ও নামীতে
রহে ভেদ জ্ঞান,
ততক্ষণ মিটে কিহে সাধ
সাধকের সাধন সমরে?
নাম নামী যতক্ষণ নাহি হয় এক,
ততক্ষণ বৃথা সে সাধনা।

ভীম। কিন্তু নামে নামে যতক্ষণ
নাহি আসে নামী
নামিয়া সাধক হৃদে,

লইতে প্রণাম তার,
ততক্ষণ সংগ্রাম বিপুল
নামে ও নামীতে।
ততক্ষণ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ
ব্যাকুল জীবের, করে উচ্চরব
জগন্নাথ জগন্নাথ করি।
ততক্ষণ জগতের নাথ
নাম বল দিতে বাড়াইয়া
যায় সরি সরি
দূর হতে দূরান্তরে।
যায় সরি—টানে পিছু ফিরে
আয় আয় করি
দুর্ব্বল সাধক জীবে।
চোর সম গুপ্ত পথে কভু
প্রবেশিয়া হৃদয় কন্দরে
মর্ম্মে দিয়া কোমল পরশ
যায় পুনঃ সুদূর আকাশে মিলাইয়া।
হাহাকার—হাহাকার ক'রে উঠে জীব
জগন্নাথ জগন্নাথ করি।
লম্পট তোমার সখা
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী।
চাহি আই নাম গদাঘাতে
চূর্ণিতে চরণ তার,

রহে যেন স্থাণু হ'য়ে
ভীমের হৃদয় মন্দিরে।

দ্রৌপদী আপন চাঞ্চল্য বশে
হের যদি চঞ্চল নিয়ত
গগনের চাঁদে,
সে দোষ কি
চন্দ্রে হয় আরোপিত ?
সে কি যায় পলাইয়া,
সে কি যায় সরে
সঁপিলে আদরে তারে হৃদয় আসন ?
নিত্য স্থাণু সে যে
প্রতি অণু মাঝে,
গতিহীন অগতির গতি।
স্বীয় গতি বশে
কেন হের তারে
গতিশীল চঞ্চলতাময় ?
নিত্য ধন তিনি, নিত্য পূজাময়,
কর হে জীবন ধন্য ;
ভাস নিত্য আনন্দ উল্লাসে
রণে কি মরণে।
এস নাথ শুভ মঙ্গল প্রভাতে
হবে শুভ রণ,
কর আজি শুভ অধিবাস। (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল—

কাল-প্রভাত।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

অর্জ্জুন। উভয় সেনার মাঝে
রাখ রথ হে অচ্যুত
ক্ষণেকের তরে।
নেহারি বারেক
কে কে আজি রণ প্রার্থী—
কে কে অরি সাজে,
কেবা মিত্র হ'য়ে
আসিয়াছে সম্প্রদান
করিতে জীবন
এ ভীষণ রণাঙ্গনে।

শ্রীকৃষ্ণ। হের পার্থ শত্রু মিত্র তব,
ভীম রণোল্লাস ল'য়ে বক্ষে,
স্তব্ধভাবে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
প্রভঞ্জন বহনের পূর্ব্বক্ষণে যথা
থাকে স্তব্ধ বায়ুর সাগর।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা,
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আদি

ঐ শুন করিতেছে ভীম শঙ্খনাদ।

(কৌরবের শঙ্খধ্বনি)

বিরাট, সাত্যকি, শৈব্য,
কুন্তিভোজ, দ্রুপদ প্রভৃতি,
তব পক্ষে করিছে উল্লাস।
হের পার্থ, পূর্ব্বাকাশ
নবীন রক্তিমরাগে
উঠেছে জ্বলিয়া,
দিয়া পূর্ব্বাভাস
তপ্ত রক্ত বীরেন্দ্রবর্গের
ভাসাইবে কুরুক্ষেত্র
যেই রক্তরাগে।
করি শঙ্খনাদ
কর বিচঞ্চল শত্রুর হৃদয়।

(শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনাদ)

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও হে কেশব।
মর্ম্মস্থল উঠিল কাঁপিয়া,
বিশুষ্ক হইল ওষ্ঠাধর,
গাণ্ডীব পড়িছে খসি,
ঘর্ম্মসিক্ত কলেবর,
সহসা ভরিছে বুকে
বিষাদের ভয়।
যে দিকে নেহারি,

অরি নাহি দেখি
সবাই যে মিত্র মোর
আবদ্ধ রক্ত সম্বন্ধে।
কার অঙ্গে ছাড়িব এ তীক্ষ্ণ বাণ
পশিবে না যাহা
আমারি হৃদয়ে ফিরি,
বন্ধু হত্যা শোকোচ্ছ্বাস রূপে।
গুরু হত্যা, আত্মীয় হনন,
কুলক্ষয়, ধর্ম্ম-সংগ্রামের
ইহাই কি বিজয় নিশান ?
যাহাদের ক্রোড়ে
হইয়াছি লালিত পালিত,
রুধিরে তাদের
ভাসালে মেদিনী বক্ষ
হবে নাকি মহা পাপ ?
হবে নাকি মহা পাপ
আচার্য্য বধিলে,
শিক্ষা যার প্রতি বাণক্ষেপে মোর
হবে উদ্‌ঘোষিত ?
বীর শূন্য করি বসুন্ধরা,
কাঁদাইয়া কুলের কামিনী,
কারে ল'য়ে করিব সাম্রাজ্য ভোগ
বীর হীন হইলে মেদিনী

হবে দুষ্টা কুলনারী,
হবে উৎপাদন বর্ণশঙ্করের।
চাতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম যদি
এসেছ রক্ষিতে—
আজি এ সমরাঙ্গনে,
কহ হে কেশব,
কেমনে ধরিব অস্ত্র,
জ্ঞান চক্ষে হেরি যদি বিপরীত ফল।
যাক্ রাজ্য, যাব ফিরি পুনঃ
অরণ্য নিবাসে।
অথবা হে কংসারি মুরারি,
রব দাস হ'য়ে চিরতরে কৌরবের।
তবু বিষম স্বজন হত্যা
নারিব করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। সহসা আসিল পার্থ
কোথা হ'তে বিষম এ মোহ জাল ?
ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য
কোথা হ'তে আসি
আবরিল বীরত্ব তোমার ?

অর্জ্জুন। ফিরাও ফিরাও রথ হে সখা,
মিত্র বধ করি
লভিতে সাম্রাজ্য
বিন্দু মাত্র না চাহে হৃদয়।

শ্রীকৃষ্ণ। নীচোচিত বাক্য হে অর্জ্জুন।
বিমুখ হইলে রণে,
উপহাস করিয়া কৌরব
ঘোষিবে জগতে,
শঙ্কিত গাণ্ডীবী রণে।
ছিঃ—ছাড় দুর্ব্বলতা
উঠ—কর শঙ্খধ্বনি পুনঃ।

অর্জ্জুন। সমস্যায় কম্পিত হৃদয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম অশক্ত বুঝিতে।
হে অচ্যুত!
ত্যজিলাম ধনুঃশর
চরণে তোমার।
আজি নহ সখা মাত্র তুমি,
নহ মাত্র সারথী পার্থের,
নহ তুমি যদুপতি,
তুমি গুরু—
তুমি গুরু মোর,
যুক্তি প্রার্থী শিষ্য আমি,
সমর্পণ করিনু চরণে
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভার,
দাও গুরু দাও বুঝাইয়া,
দাও খুলি নয়নের মোহ আবরণ—
"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

শ্রীকৃষ্ণ। শুন পার্থ,
আজি দিব দিব্যজ্ঞান।
আদর্শ এ রণস্থল জীব হৃদয়ের।
নহে মাত্র কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ,
পুনঃ বলি আদর্শ এ রণস্থল।
আদর্শ সাধক তুমি,
আমি আদর্শ পুরুষ।
প্রতি জীব হৃদে
বহে বিষাদের ধারা
ঠিক এইরূপে, প্রতি জীব কাঁদে
হেরে যবে জীবনের সন্ধিক্ষণে,
লভিতে আমারে
হয় ছাড়িবারে সংসারের মায়া।
মায়া মুগ্ধ জীব,
হয় আত্মহারা
প্রকৃতি পরশে,
ভাবিয়া প্রকৃতি ভিন্না
আমা হ'তে।
দুই টানে পড়ি কাঁদে
করি হাহাকার।
তোমারি মতন
গুরু বলি যবে
ধরে জড়াইয়া আমার চরণ,

দিই খুলি জ্ঞান আঁখি
অন্তরে থাকিয়া।
বুদ্ধিযোগে করি অধিকারী—
দিই শিক্ষা
প্রকৃতি পুরুষ নহে ভিন্ন।
এক—একমাত্র আমি,
জীব স্নেহে সাজিয়া প্রকৃতি,
রহিয়াছি বিশ্বরূপে
সাজি চারিধার।
বহুদিক্ হ'তে বহুরূপে
কেড়ে লই প্রাণ তার,
সাজাইয়া বহুরূপে
বহুরূপ স্নেহের পীড়নে।
খণ্ড খণ্ড রূপে, খণ্ড খণ্ড করি
ঢেলে দেয় প্রাণ আপনার জীব
জগতের পদে।
জানে না সে আমারি চরণ
অন্ধভাবে পূজিছে নিয়ত।
হ'য়ে পূর্ণ আত্মহারা
বিশ্ব বিষয়ের রসে
পড়ে যবে জীব,
লই কাড়ি তাহা
ডুবাইয়া ক্ষণেকের তরে

হতাশের আকুল ক্রন্দনে।
সেইক্ষণ—সেই সেইক্ষণ
জেন বৎস পার্থ,
মহাসন্ধি জীব জীবনের।
সেই—সেইক্ষণে দিই শিক্ষা
প্রকৃতির মধ্যস্থলে থাকি,
আমি টানিয়াছি তারে
বাঁধিবারে নিত্য আলিঙ্গনে।
বুদ্ধি সহযোগে
যেবা হেরে মোরে
সর্ব্বভূতের হৃদয়,
হেরে যবে রয়েছে আমাতে
গ্রথিত এ বিশ্বরাজি,
সদা তারে রাখি
চোখে চোখে।
"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র
সর্ব্বংচ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি
স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"
কর্ম্মক্ষেত্র রণক্ষেত্র এক।
কর কর্ম্ম ভাবিয়া নিয়ত
তুমি করিছ পালন
আমারি আদেশ।

হের জ্ঞান চক্ষে,
জননীর মত
প্রতি কর্ম্মে কর্ত্তা সাজি,
অকর্ত্তা হইয়া
দিই স্নেহধারা ঢালি।
চন্দ্র সূর্য্যাকারে
মন প্রাণ রাখি উজ্জীবিত।
ধরিত্রী রূপেতে মাতৃসম
ধরি বক্ষে তোমাদের,
জলাকারে করি রস দান,
বায়ু রূপে রাখি ডুবাইয়া
জীবন সমুদ্রে,
ব্যোমাকারে প্রতি অনুরূপে,
ডাকিতেছি নিত্য পার্থ
আয় শিশু—আয় কোলে মোর।
যাহা কিছু কর,
যাহা কিছু হের,
আমাতে বিলীন সব।
আমি প্রাণ তোমাদের,
তোমরা আমার প্রাণ
আদরের নয়ন পুতলী।
আমা শূন্য নহে পরমাণু।
যাহা হের দু'নয়নে

জেন আমি তাহা,
যাহা শুন, আমি তাহা,
যাহা কর আস্বাদন,
যাহা কর ঘ্রাণ,
যাহা করিয়া পরশ
হও কণ্টকিত
বিষয় বেদনে,
জেন আমি—আমি মাত্র তাহা
কেবা করে হত্যা,
কেবা হয় হত,
কেবা কারে কিবা দেয়
সুখ কিংবা শোক ?
কর্ম্মরূপে আমি অর্পন,
দানরূপে আমি দেয় ।
আমি লই যত দান
সাজিয়া গৃহীতা,
পুনঃ আমি দাতারূপে
করি সম্প্রদান ।
এইরূপ কর্ম্মাকারে
আমি যাই আমারই
অঙ্গনে ফিরি
নিত্য সত্যধামে ।
বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প,

চন্দ্র, সূর্য্য, জল, স্থল,
পশু, পক্ষী, কীট, পরমাণু,
মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
আমি—আমি মাত্র।
আমি গতি, আমি ভর্ত্তা
প্রভু সাক্ষী আমি,
জীবের নিবাস আমি
শরণ সুহৃদ,
প্রভব প্রলয় স্থান
বিশ্ব বিশালের,
আমি মাত্র সকলের বীজ।
হ'য়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়
সর্ব্বভূতে নিত্য আমি
হইতেছি প্রতিভাত।
দিই দিব্য আঁখি
কর দরশন। (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)
(অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন)

অর্জ্জুন। "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘাম্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

দেববালাগণ হেরিনু বিশ্বরূপ সুদৃপ্ত
হে দেব দেব জীব নিবাস।

কমলযোনি
ত্রিশূলপাণি
ঋষি ভুজঙ্গ তব প্রকাশ ॥

অর্জ্জুন। "অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশি সূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥"

দেববালাগণ। অনাদি অনন্ত ভুজ অনন্ত
অসীম বীর্য্য অসীম কায়।
রবীন্দু নেত্র হুতাশ বক্ত্র
ভুবন তপ্ত স্বতেজে হায় ॥

অর্জ্জুন। "অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি,
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥"

দেববালাগণ। ওই দেব সব পশিছে গায়
কেহবা চকিতে পড়িছে পায়।
বলিয়া স্বস্তি করিছে স্তুতি
মহর্ষি সিদ্ধ মহিমা গায় ॥

অর্জ্জুন। "নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমোপ্নোসি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥"

দেববালাগণ। পুরতঃ পরিতঃ প্রণতি পায়
অখিল বিশ্ব জুড়িয়া কায়।
তোমাতে সর্ব্ব তুমিই সর্ব্ব
হেরিনু বিশ্ব তোমাতে লয়॥

সকলে। জয় জয় জয় দেব হরে
জয় জয় জয় দেব হরে।

(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। পতিত পাবনী সুরধুনী
ত্রিতাপ নাশিনী গঙ্গে
জননী আমার।
স্মরি তাঁরে কায়মনপ্রাণে
নিত্য আমি ব্রহ্মচারী।
কিন্তু কই জ্বালা ত ঘোচেনা।
কেন জীবে এ বৈষম্য ?
পতিত পাবনী মা—
পুত্র নিপতিত।

মা ত্রিতাপ নাশিনী—
পুত্র তাপদগ্ধ।
মা দুঃখ নিবারণী—
পুত্র দুঃখময়।
মা রাজ-রাজেশ্বরী—
পুত্র পথের ভিখারী।
মা সর্ব্বশক্তিময়ী,
জ্ঞানময়ী, নিত্যানন্দময়ী—
পুত্র শক্তিহীন, দীন,
অজ্ঞান, নিত্য বিষাদমণ্ডিত।
শুদ্ধা, বুদ্ধা, নির্ধূত পাপা,
ব্রহ্মাণ্ডের বিমল আশ্রয় মাতা—
পুত্র ক্লিন্ন, পাপময়, মোহাচ্ছন্ন,
জগতের ধূলির আশ্রিত।
মা দেবতার অধিষ্ঠাত্রী—
পুত্র কামনার দাস।
মা চৈতন্য—পুত্র জড়,
মা জ্ঞান—পুত্র অজ্ঞান,
মা আলো—পুত্র ছায়া,
মা চিদানন্দ বিমল উল্লাস—
পুত্র নিরানন্দ মলিনতাময়।
মা মৃত্যুঞ্জয় শিরে—
পুত্র মৃত্যুর তিমিরে।

কেন এ বৈষম্য ?
মাতা কি নির্ম্মম ?
অসম্ভব ।
চাহিনা বলিতে মা—
চাহি সাম্রাজ্য, সম্পদ, কীর্ত্তি, যশ,
ধরণীর ছাই ভস্ম যত,
চাহিনা তোমারে—
রাখি উপেক্ষায় অলক্ষ্যে ফেলিয়া ।
তাই মা, অলক্ষ্যে তুমি,
তাই অলক্ষ্যে থাকিয়া,
অলক্ষ্যে ঢালিয়া স্নেহবারি,
কর জীবে স্নেহ জ্ঞান দান,
বাহিরে দেখায়ে শাসনের রক্ত আঁখি ।
যবে চাহে অজ্ঞান জড়িত স্বরে,
যবে মা বলিয়া শিশুসম
দেয় জীব ভুমে গড়াগড়ি,
হও আবির্ভূতা, পুণ্যবপু করিয়া প্রকাশ,
উন্মাদিনী সম ছুটে আস—
আলু থালু বেশে—
স্তনে উথলিত পীযুষের ধারা—
চক্ষু অশ্রুভরা—
বিস্রস্ত বসন—
বিস্তারি সহস্র বাহু

তুলে লও বক্ষে ধর জীবে
চিরদিন তরে।
মা মা এস—
বারেকের তরে, বৃদ্ধ এ দীনের
জীবনের এই সন্ধিক্ষণে,
যেখানে সে সত্যব্রত হ'য়ে
সত্যের বিরুদ্ধে মত্ত রণে
শুধু দাসত্বের অনুরোধে।
একবার এস—
একবার আসি ল'য়ে যাও
পুত্রে ফিরাইয়া তোমার স্নেহের রাজ্যে।
দুরিতবারিণী মা—'.'।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। ছিল ভাল হ'য়ে নিরাশ্রমী,
অরণ্যের মধ্য গিয়া
গাহিলে এ ক্রন্দনের গীতি।
ক্রূর এ সমরাঙ্গনে,
অস্ত্রের ঝনঝনা,
বাণের গর্জ্জন,
আহতের আর্ত্তনাদ,
রাক্ষসের রক্ত ক্রীড়া মাঝে
নাহি মাতৃস্তন, দিতে স্তনধারা
বৃদ্ধ শিশু ভীষ্মের অধরে।

ল'য়ে বিপুল বাহিনী আপন অধীনে,
মাতি রণরঙ্গে,
ভুলি বীরের হুঙ্কার,
মা মা করি শিশু সম
করিছ ক্রন্দন।
মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছ অথবা উন্মাদ ;
হারায়েছ বুদ্ধি বার্দ্ধক্যের মোহে।
তাই প্রতিদিন পাণ্ডবের কাছে
হইতেছ অপদস্থ ;
অথবা স্বেচ্ছায় দিতেছ পাণ্ডবে
বিজয় সুযোগ।

ভীষ্ম। ক্ষান্ত হও—
কভু শিখ নাই বাক্যের সংযম,
যাও ভুলি আপন মর্য্যাদা।
অসাধ্য পাণ্ডব বধ
বলিয়াছি বার বার।
ইচ্ছা করি বীর কভু করিয়া প্রতিজ্ঞা,
জয়ের সুযোগ নাহি দেয় শত্রুগণে।
ভাব কি কপটাচারী গঙ্গার তনয় ?
শুন দুর্য্যোধন, আবার বলি
পাণ্ডব বিজয় সাধ প্রলাপ তোমার।

দুর্য্যোধন। ভুল কিংবা কহিতাম মিথ্যাকথা,
অন্যে যদি কহিত সম্মুখে মম,

অজেয় পাণ্ডব।
জানি আমি মুহূর্ত্তের মাঝে
পার তুমি বধিতে পাণ্ডবে।
ইচ্ছা নাহি পিতামহ তব
পাণ্ডব নিধনে।
কাজ নাই রণ।
দাও হস্তিনা নগরী তুলি
যুধিষ্ঠির করে।
লহ এ কিরীট (কিরীট চরণে রক্ষা)
যাই চলি ছাড়ি লোকালয়।
(ভীষ্ম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের মস্তকে কিরীট প্রদান)

ভীষ্ম। অসাধ্য পাণ্ডব বধ দুর্য্যোধন।
শ্রীকৃষ্ণ রক্ষিত তারা
কি করিব আমি ?

দুর্য্যোধন। সাধ্য ভীষ্মের।
কহিব উচ্চকণ্ঠে
সাধ্য ভীষ্মের—
সাধ্য ভীষ্মের মুহূর্ত্তে পাণ্ডব বধ।

ভীষ্ম। বুদ্ধিভ্রষ্ট তুমি কুরুরাজ।

দুর্য্যোধন। মূর্খ বুদ্ধিভ্রষ্ট সেই,
যে করিবে অবিশ্বাস
আমার এ সত্য বাক্যে।
মুহূর্ত্তের মাঝে

পারে ভীষ্ম বধিতে পাণ্ডবে,
ছাড়ে যদি বৈষ্ণবাস্ত্র
দুর্লভ অজেয়।

* ভীষ্ম। এ্যাঁ—বৈষ্ণবাস্ত্র!

দুর্য্যোধন। হাঁ—বৈষ্ণবাস্ত্র।

ভীষ্ম। তবু অসম্ভব।
বুঝি যদিও সে বাণ
বিফল না হয় কভু,
যদিও অদম্য, তবু—
ভাল দুর্য্যোধন, রহুক জগত সাক্ষী,
প্রতিজ্ঞার অনুরোধে
ছাড়িব এখনি অজেয় বৈষ্ণবী শর।
(বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করিয়া)
যাও পুণ্যবান
বিষ্ণুশক্তি সুমণ্ডিত।
যাও বিরুদ্ধে তোমার
যে কেহ দাঁড়াবে অস্ত্রধারী,
কর তারে বধ
হোক যাহা হয় ন্যায় বা অন্যায়।
যাও মহাতেজে মহাদর্পে
গর্জ্জনে ছাইয়া বিশ্ব,
যাও—যাও বাণ পাণ্ডবাভিমুখে।
বুঝুক কৌরব, নহে ভীষ্ম বিশ্বাসঘাতক। (প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। হউক নির্ম্মূল পাণ্ডুকুল। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে) পাণ্ডবপক্ষীয় বীর যত
অস্ত্র-শস্ত্র ত্যজি, দ্রুত
দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি
কৌরবের দিকে—পার্থের আদেশ।

(যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের দ্রুত প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। ভঙ্গ দিল রণে কি অর্জ্জুন ?
কেন পাণ্ডব বাহিনী
হইছে পশ্চাৎমুখ ছাড়ি প্রহরণ ?
কি আদেশ করিছে ঘোষণা
শুনরে নকুল দ্রুত।

(নেপথ্যে) পাণ্ডবপক্ষীয় বীর যত
অস্ত্র-শস্ত্র ত্যজি, দ্রুত
দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি
কৌরবের দিকে—পার্থের আদেশ।
আসিতেছে বৈষ্ণবাস্ত্র ভীষ্ম নিয়োজিত,
যে রহিবে অস্ত্রধারী
কৌরব সম্মুখে
ধ্বংস তার অনিবার্য্য।

যুধিষ্ঠির। ছাড় অস্ত্র—ছাড় অস্ত্র সবে,
দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি,
ভীমে জানাও ঘোষণা সহদেব ;
দ্রুত যাও—দ্রুত যাও।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বীরবৃন্দ দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি
ত্যজি প্রহরণ।
আসিতেছে বৈষ্ণবাস্ত্র,
যে রহিবে বিরুদ্ধে তাহার
ধ্বংস তার অনিবার্য্য।
ওই হের, দিগন্ত উজলি
উঠিয়াছে গগন মণ্ডলে
দীপ্ত ভানু সম
বৈষ্ণবীয় বাণ।
ছাড় অস্ত্র— ছাড় অস্ত্র
ফিরাও পশ্চাৎ।
(সকলে অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ফিরিল।)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম সহসা সমর হইল স্থগিত কেন?
কেন ছাড়িতেছে অস্ত্র-শস্ত্র
পাণ্ডবীয় চমূ, কেন ফিরিছে পশ্চাৎ?
কেন ভ্রাতৃবৃন্দ নত শির
অস্ত্রহীন হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের সহ
দেখাইছে পৃষ্ঠ অরি দলে?
কি ঘটিল ধর্ম্মরাজ?

যুধিষ্ঠির। ছাড় অস্ত্র—ছাড় অস্ত্র
আসিছে বৈষ্ণবী বাণ।

ভীম। বৈষ্ণবী বাণ ?

অর্জ্জুন। পিতামহ মন্ত্রপূতঃ করি,
ছাড়িয়াছে বাণ
অদম্য অপরাজেয়
বিষ্ণুশক্তি মূর্ত্তিমান।
যে বহিবে অস্ত্রধারী
বিরুদ্ধে তাহার,
হবে ধ্বংশীভূত।

ভীম। হবে ধ্বংশীভূত ?

যুধিষ্ঠির। হের ভীম, কালানল সম
উঠিয়াছে দিগন্ত উজলি,
কাল যেন উন্মুক্ত ক'রেছে
করালবদন স্বীয় সর্ব্বলোকগ্রাসী।
ছাড় অস্ত্র বৃকোদর,
দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি।

ভীম। ছাড় অস্ত্র—
দাঁড়াও পশ্চাৎ ফিরি—
অরিরে দেখাও পৃষ্ঠ !
উন্মাদ কি হ'ল পার্থ ?

অর্জ্জুন। বিলম্ব করোনা, হের সম্মুখ আকাশে।

(সহসা আকাশ রক্তবর্ণ হইল)

ভীম। হাঁ—হাঁ—অগ্নিময় হইয়াছে দিক।

অর্জ্জুন। অগ্নিময় নহে, বাণ বৈষ্ণবীয়।

ভীম। বাণ বটে! কর দ্বিখণ্ডিত
টঙ্কারি গাণ্ডীব বীর।
অর্জ্জুন। অসম্ভব, অজেয় বৈষ্ণবী বাণ
অব্যবহার্য্য রণে।
পিতামহ দুর্য্যোধন অনুরোধে—
ভীম। হাঁ—হাঁ—চূর্ণিব তাহারে গদাঘাতে। (গমনোদ্যত)
অর্জ্জুন। (বাধা দিয়া) কিন্তু লহ ত্রাণ অগ্রে।
ভীম। গাণ্ডীব যদ্যপি তব
অশক্ত অর্জ্জুন
কাটিতে বৈষ্ণবী বাণ,
আছে গদা মোর
ভয় কি ফাল্গুনী?
আমি জ্যেষ্ঠ তোর রয়েছি জীবিত
চূর্ণিব ও তুচ্ছ বাণ।
যাও বীর ধর ধনু।
(আলিঙ্গন করিয়া) আদরের পার্থ মোর,
জতুগৃহ দাহে বাঁচাইনু তোমাদের ভাই,
স্কন্ধে ল'য়ে হইনু উত্তীর্ণ
বিপুল তরঙ্গ ভঙ্গ,
অরিরে না দেখাও পৃষ্ঠদেশ।
হইয়াছ বীর,
ভূমণ্ডলে সমকক্ষ তব
কে আছেরে ধনুর্ধারী।

ভক্তি ডোরে বেঁধেছ কেশবে।
শুনি যবে খ্যাতি,
হেরি যবে নিপুণতা তব,
পড়ে মনে বক্ষে মম দুগ্ধপোষ্য শিশু সম
পড়েছিলে ঘুমাইয়া।
আহা সেই দিন
তার প্রতিশোধ লব ভাই;
কি ভয় তুচ্ছ এ বৈষ্ণবী বাণে?
(উচ্চৈঃস্বরে) ভয় নাই বীর-বৃন্দ
কর অস্ত্র উত্তোলন পুনঃ।

অর্জ্জুন। (বাধা দিয়া) ক্ষান্ত হও ক্ষণতরে।
(ভীমের প্রতি) ভয়ে নহে, চাহ যদি জয়
ক্ষান্ত হও ক্ষণতরে।
(ভীমের কর ধরিয়া) অবিলম্বে ছাড় অস্ত্র
কৃষ্ণের আদেশ।

ভীম। কৃষ্ণের আদেশ
করিবারে অস্ত্র ত্যাগ—
দেখাইতে পৃষ্ঠ অরিদলে?

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি অন্য পন্থা পরিত্রাণের,
অজেয় এ বাণ গদাধর।

ভীম। তাই যদি হয়,
যদ্যপি বৈষ্ণবী বাণ করে ধ্বংশ
অস্ত্রধারী অরাতিরে, হোক্ তাই।

বীর খ্যাতি ডুবায়ে অতল গর্ভে
চাহে যদি পাণ্ডুপক্ষ বহিতে জীবন,
ছাড়ি অস্ত্র দাঁড়াতে ফিরায়ে পৃষ্ঠ,
ভীম পারিবে না।
শত বিষ্ণুবাণ আসে যদি ছুটি,
ভীম কভু ছাড়িবে না গদা
ফিরাবে না পৃষ্ঠ রণাঙ্গনে।

অর্জ্জুন। অসংলগ্ন যুক্তি বৃকোদর।
ছাড় অস্ত্র
সাক্ষাৎ বৈষ্ণবী-শক্তি মূর্ত্তিমতী বাণে।

ভীম (শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া) বিষ্ণু মূর্ত্তিমান
নহে কিরে পার্শ্বে তোর
অজ্ঞান বালক?
নাম রূপে মূর্ত্তিমান বিষ্ণু জগন্নাথ
নাহি কি হৃদয়ে?
কে ধরেছে অশ্ববল্গা তোর?

অর্জ্জুন কিন্তু উহারি আদেশ—
ছাড় অস্ত্র অনুরোধ মোর।

ভীম। (সহাস্যে) কভু নহে।
এই ভক্তি ল'য়ে
কতকাল রাখিবি বাঁধিয়া?
পরীক্ষা—পরীক্ষা পার্থ।
চেন না কি ও চতুরে?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) হে মুরারি, চাহ পরীক্ষিতে
পাণ্ডবের ভক্তি বল ?
জনার্দ্দন মধুকৈটভহারী জগন্নাথ !
দিয়াছ আদেশ ক্ষত্র সুতে
রণে ছাড়িবারে অস্ত্র,
অরিদলে দেখাইতে পৃষ্ঠ
জীবনের লোভে।
জানি ও চাতুরী হরি,
ভুলায়েছ গাণ্ডীবীরে।
কিন্তু দেখ আছে একজন,
বিশ্বাস যাহার অচল তোমার মত।
ছাড়ুক গাণ্ডীব পার্থ,
ফিরুক বাহিনী,
ধ্রুব নাম বলে অচল এ ভীম।
ছিঁড়ুক ও গ্রহমালা
নাম তব রক্ষিবে ভীমেরে।
আয় বিষ্ণু-শক্তি বাণ,
বিষ্ণু মোর বক্ষে বিরাজিত।
গাহ প্রাণ
হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

(মূর্ত্তিমতী বৈষ্ণবী-শক্তির আবির্ভাব)

সকলে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

শ্রীকৃষ্ণ। ফের—ফের ভীম।

ভীম। এস অচল এ ভীম—
"আনন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ রামো
নারায়ণামন্ত নিরাময়েতি।
দিবি বা ভুবি বা মমাস্তুবাসঃ
কৃষ্ণেতি নাম মরণে হৃদি স্মরামি॥"

(শক্তির অগ্রসর ও শ্রীকৃষ্ণের দ্রুতপদে ভীমের সম্মুখে গমন)

শক্তি। "জয়তু জয়তু দেব দেবকীনন্দনোহয়ম্
জয়তু জয়তু কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলকোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

(শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন ও শক্তির অন্তর্দ্ধান)

সকলে। হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
(প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

ভীষ্ম।

(রথোপরি অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)

ভীষ্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে রণ,
ধর্ম্ম জয়ী হবে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।
উৎপীড়ন প্রবঞ্চনা
ভিত্তি যে রাজ্যের,
কুটীলতা যাহার সোপানশ্রেণী,
কুলনারী সম্ভ্রমদলন
বিজয় কেতন যার,
অনিবার্য্য পতন তাহার।
তবে কেন বিড়ম্বনা সমরের ?
নারায়ণ যদি আসিয়া সম্মুখে
জিজ্ঞাসেন "চাহ জয় কোন পক্ষে"
কহিব সরল সত্য
প্রাণ যাহা চাহে—
জয়যুক্ত হউক পাণ্ডব।
তবে কেন বিড়ম্বনা ?
কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা,
সত্য রক্ষা—ব্রত জীবনের।

সত্য মহিমায় চাহি
রহিতে নিমগ্ন
তুচ্ছ করি জগতের সুখ দুঃখ যত।
সত্যব্রত হ'য়ে সত্যের বিরুদ্ধে
সত্য অনুরোধে ধরিয়াছি অস্ত্র
অসত্যের অনুকূলে।
দেখিবে জগত ভীষ্মসম বীর
হয় বিচূর্ণিত ধূলিকণা সম
সত্য সেবকের পাশে।
আহা কি অপূর্ব্ব রণস্থল !
কি অপূর্ব্ব পবিত্র দৃশ্য
হেরিল ভুবন দ্বাপরের শেষভাগে।
হরিতে বিশ্বের ভার,
অবতীর্ণ হ'য়ে অবনীতে
স্বয়ং শ্রীধর ধরি অশ্ববল্গা
সারথীর বেশে
ভক্তরথোপরি—বিমোহনরূপ !
নিবিড়-নীরদ-কান্তি
শান্ত সুশীতল,
হাস্য মধুমাখা শ্রীমুখের শোভা,
ক্রূর মরণের ভূমে
দেয় জাগাইয়া
মুক্তির বিমল স্মৃতি।

ধন্য যারা মরিছে সংগ্রামে
ধন্য যারা নিযুক্ত সমরে।
ধন্য তুমি সত্যব্রত—
দেবতা সিদ্ধর্ষি সাধ্যা
শিব শির বিহারিণী পতিত পাবনী
গঙ্গা জননী তোমার
যাঁর পাদোদ্ভবা,
সেই পরম পুরুষ সত্য সনাতন
সম্মুখে সংগ্রামে ভূমে।
দেখে লও প্রাণ ভরে।
(অর্জ্জুনের অস্ত্ররাশি আসিয়া পদে পড়িল
ও বাণক্ষেপ করিয়া)
দেখ যেন হয়োনা দুর্ব্বল মন,
ভুলিও না ব্রত
সত্যরক্ষা, রূপে মুগ্ধ হ'য়ে যেন
দিও না অর্জ্জুনে বিজয় সুযোগ—
ভঙ্গ হবে ব্রত। (বাণক্ষেপ)
ধন্য বীর ফাল্গুনী ভুবনে
ভীষ্মে নাহি গণে সমকক্ষ,
অদ্ভুত সমর শিক্ষা ;
ছাড়ি অস্ত্র শ্রীকৃষ্ণে লক্ষিয়া। (বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। সখা ! ভীষণ অস্ত্রে
দেহ মোর জর্জ্জরিত ;

দ্রুত কর বাণক্ষেপ
রুদ্ধ কর অস্ত্রজাল।

ভীষ্ম। আ মরি মরি
বাজিল শ্রীঅঙ্গে ক্ষত!
ভ্রান্তি—বাজে কি কখনও শূন্যে
অশনির খরশান?
নির্গুণে কি গুণের সন্ধান
সমর্থ করিতে ভেদ?
আছে বাণ একমাত্র,
পারে যাহা বুঝি বিদ্ধ করিবারে
হৃদি বিহারীর হৃদি—
আকুল ক্রন্দন, তীব্র মর্ম্মদাহ—
পাইতে আশ্রয় তাঁর চরণের ছায়া।
বাঁধি পুনরায় অব্যর্থ সন্ধানে।
পাণ্ডবনিধনকল্পে ক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র করিয়াছ ব্যর্থ;
পুনঃ মন্ত্রপূতঃ করি
রেখেছিনু পঞ্চবাণ,
কুটীল কৌশলে লইয়াছ কাড়ি,
রে চতুর!
ব্যর্থ করিয়াছ পণ।
পুনঃ তোমারি চরণ ধরি বুকে
করিয়াছি পণ,
ধরাইব অস্ত্র তোমারে কেশব

আজিকার রণাঙ্গনে।
অস্ত্র ধরিবে না কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
বলি করেছিলে পণ,
ভাঙ্গিব সে প্রতিজ্ঞা তোমার। (বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। ছিন্ন হ'ল বর্ম্ম সখা,
রক্তাক্ত হইল অঙ্গ
কর ছিন্ন ভীষ্মের এ বাণজাল।

ভীষ্ম। এমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে,
পারি যেন জগন্নাথ
নিক্ষেপিতে প্রাণ মম
তোমারি চরণে।
যেন ব্যর্থ নাহি হয়,
যেন অর্দ্ধপথে মায়া বায়ুর তাড়নে
না পড়ে ফিরিয়া অন্তমুখে। (পুনঃ বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। কাতর হইনু সখা
পিতামহ শরজালে।
বিকলাঙ্গ রথঅশ্ব,
ভগ্ন রথচুড়া,
বিভ্রান্ত সারথী তব।
ভীষ্মের সম্মুখে
হইবে কি সমরে বিমুখ ?
ছাড় তীব্রতর বাণ
অচিরে অর্জ্জুন।

ভীষ্ম।		পড়েছ কি বাঁধা লীলাময়,
ফাল্গুনীর প্রেমফাঁস সুদৃঢ় কি এত ?
মুহূর্তের তরে ছাড়ি রথ তার
আসিবে না এই ভক্তিহীন
দীন ভীষ্মের সম্মুখে
পূরাতে বাসনা তার—
অক্ষম বৃদ্ধের পাশে ল'য়ে অস্ত্র
বধিতে কিঙ্করে ?
পুণ্য চরণ রাজীব
নিত্য বিধৌত করে
দ্রবময়ী জাহ্নবী জননী
পতিত পাবনী ত্রিভুবনে ;
পুত্র তার কিঙ্কর করুণাসিন্ধু
বিন্দুমাত্র অশ্রুজলে ধোয়ায়ে চরণ
হবে নাকি কৃতার্থ কেশব ?
জগতের প্রাণ তুমি
নহে ত পার্থের শুধু,
প্রাণময় প্রাণারাম !
এস বারেকের তরে ছাড়ি রথ।
যাও বাণ ধ্রুবলক্ষ্যে বক্ষঃ শ্রীকৃষ্ণের। (বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ।		হয়োনা চঞ্চল পার্থ,
ভাবিয়াছে বৃদ্ধ আজি জিনিবে তোমারে।
করিয়াছে প্রাণপণ

আজি মহারথী।
হের মেঘজাল সম
হইতেছে বাণ বরিষণ।

অর্জ্জুন। কেবা আছে বীর
ভীষ্মে পারে পরাজিতে বাণক্ষেপে।
জগন্নাথ, মুখে তব উত্তেজনা,
অন্তরে তোমার
দেখিতেছি সখা
বিমল স্নেহের হাস্য।

শ্রীকৃষ্ণ। (বাধা দিয়া) ওই দেখ,
মুহূর্ত্তের অমনস্কে
হ'ল ভঙ্গ ব্যূহ তব।
সখা সখা করি
চাহিয়া থাকিলে আমার মুখের পানে
জিনিবে কি পিতামহে ?

অর্জ্জুন। চাহিয়া তোমার মুখ
বঙ্কিম নয়ন,
নাহি যদি জিনি
ক্ষুদ্র এ সমরাঙ্গনে,
চাহিয়া তোমার মুখ
কি প্রকারে হয় পার জীব
ভবার্ণব দুস্তর জলধি ?
করেছ আদেশ

করিতে সকল কর্ম্ম
চাহি তব মুখ।
চাহি মুখপানে তব
করিতেছি অস্ত্র ত্যাগ
কর্ত্তব্য পালন তরে।
চালাও সারথী রথ
বামভাগে ছিন্ন যথা ব্যূহ মোর
কেন যাইতেছ ভীষ্মের সম্মুখে ?

ভীষ্ম। ভুলিল কি পার্থ রণনীতি ?
ছিন্ন করিয়াছি ব্যূহ তার বামভাগে,
কেন রথ ল'য়ে
হয় অগ্রসর আমার সম্মুখে ?
ভাল বিঁধি কৃষ্ণে পূর্ণ লক্ষ্যে। (বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি জানি কোন্ মোহে পড়ি
পার্থ
ভুলিয়াছ আজি রণনীতি।
গাণ্ডীব তোমার একান্ত অশক্ত
রক্ষিতে সারথী স্বীয়।
রক্ষা কর স্বীয় বামভাগ
অতি সাবধানে সখা।
আমি রক্ষিব আপনে।
ওহো
তীক্ষ্ণশর করিল মূর্চ্ছিত মোরে।

(ভীষ্মের প্রতি) বৃদ্ধ রথী !
ভেবেছ অর্জ্জুনে অশক্ত কি এত—
রোধিবে তাহার গতি ?
(অর্জ্জুনের প্রতি) জুড়ি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সখা
কর দ্বিখণ্ডিত
বৃদ্ধের ও জরাজীর্ণ ধনু। (অর্জ্জুনের তথাকরণ)
(ভীষ্মের নূতন ধনু গ্রহণ ও বাণক্ষেপ)

ভীষ্ম। রক্ত-পদ্ম-দল সম
বিশাল নয়নে যেন কত ক্রোধ !
অঙ্গুলি চালনে
ফাল্গুনীরে দিতেছেন রণ শিক্ষা ;
যেন একান্ত সচেষ্ট
অর্জ্জুনের জয়াশা পূরণে।
শ্যাম-গিরিবর সম বপুস্থির
শান্তি ছায়া বিমণ্ডিত,
নির্ধৃত নীলাব্জ শোভা শ্রীমুখমণ্ডলে
বেষ্টিত কুন্তল চূর্ণে,
অজ্ঞান তিমির দর্প
বিখর্ব্বি চাহনি
আতত নয়নে স্নেহস্পর্শমাখা,
নত যুগ্ম ভ্রু উদার বিশাল,
রক্ত ওষ্ঠাধর প্রান্ত হাস্য বিজড়িত,
নাসা সমুন্নত প্রশান্ত ললাট

ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা তেজ স্থরঞ্জিত,
কম্বুকণ্ঠ বৈকুণ্ঠ বিলাস,
শ্রীকেতন বক্ষঃ পূর্ণায়ত,
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাম করে,
কাল সঞ্চালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
দীন পদাশ্রিতে দিতেছেন দেখাইয়া।
ধন্য আজি—ধন্য আজি
হইল জীবন ;
গাহ প্রাণ—গাহ উচ্চৈঃস্বরে
জগন্নাথ উদিত সম্মুখে—
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে।
ধর ধনু বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভীষ্ম ;
পাপ পঙ্কিল বিকল স্থবির অঙ্গ
কেঁপনারে,
কৃষ্ণ সেবাহীন অকৃতজ্ঞ করদ্বয়
কর ধনু উত্তোলন,
হওরে পলক শূন্য
বিষয় বিমূঢ় আঁখি ;
ধ্রুব লক্ষ্যে যাও বাণ
হ'য়ে কাঙ্গালের প্রতিনিধি
হও সুপ্রবিষ্ট জগন্নাথ হৃদে। (বাণক্ষেপ)

শ্রীকৃষ্ণ। (কোপের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া)
কি করিছ ধনঞ্জয়,
দেখ বৃদ্ধ জর্জ্জরিত
করিল আমারে।

অর্জ্জুন। এই মাত্র বলিলে ত সখা
আপনায় রক্ষিব আপনি।
কেন অকারণ রথ ল'য়ে
হ'লে উপস্থিত
অসময়ে ভীষ্মের সম্মুখে। (বাণক্ষেপ)
হের সখা
পিতামহে করিয়াছি ধনুহীন।
(ভীষ্মের নূতন ধনু গ্রহণ ও বাণক্ষেপ)
বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র বৃদ্ধ পিতামহ
মুহূর্ত্তের মাঝে কাটিল তূণীর মোর।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্রুত কর বাণক্ষেপ,
হের জুড়িয়াছে বৃদ্ধ
তীক্ষ্ণ অগ্নিমুখী বাণ
লক্ষ্য করি বক্ষঃ মম,
ছিন্ন কর—ছিন্ন কর গুণ।

ভীষ্ম। (বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বগতঃ)
নামিবে না—
আসিবে না—
ধরিবে না অস্ত্র জগন্নাথ!

কিঙ্করের সাধ রবে অপূরণ,
সত্য সেবা এত কি দুর্ব্বল প্রভু ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাবিয়াছে বৃদ্ধ আজি
জিনিবে অর্জ্জুনে ;
ভুলি বীরোচিত রণনীতি
সারথীরে করিতেছে
বার বার অস্ত্রাঘাত।
ভেবেছ কি
অশক্ত সমরে কৃষ্ণ ?
দাও অস্ত্র পার্থ মোরে,
দাও অসি
দেখি কত বল ধরে বৃদ্ধ
কৃষ্ণে করে অপমান। (অস্ত্র গ্রহণোদ্যোগ)

অর্জ্জুন। তুলিও না অস্ত্র সখা,
যেওনা যেওনা—
পণ ভঙ্গ হবে।
করেছ প্রতিজ্ঞা
অস্ত্র ধরিবে না বলি
কৌরব সমরে।

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি দিবে অস্ত্র
নাহি দাও।
(রথ হইতে ঝম্প প্রদান ও রথচক্র উত্তোলন করিয়া)
আরে বৃদ্ধ

দেখি তুমি কত বল ধর,
এই ভগ্ন রথচক্র করিয়া আঘাত
দর্প ভঙ্গ করিব তোমার।

ভীষ্ম। (অস্ত্রাদি শ্রীকৃষ্ণের পদে রক্ষা করিয়া)
"এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তুতে শার্ঙ্গগদাসি পাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাদ্ভূত শরণ্য সংখ্যে ॥"
ধন্য আমি—ধন্য এ ধরণী
ধন্য কাল—ধন্য রণাঙ্গন !
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু
জগতের গুরু !
ভক্তের সম্মান করিতে বর্দ্ধন
আত্মমানে দিলে জলাঞ্জলি !
অকৃতজ্ঞ অভক্তের এতটুকু ডাক
তাও এত মর্ম্মস্পর্শী তব।
থাকিতে পার না
ভুলে যাও আপন গৌরব—
হ'য়ে আত্মহারা আস ছুটে পাশে তার।
এত দয়া—এত ভালবাসা—
এত স্নেহ জীবে !
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, কোটী চন্দ্র সূর্য্যসহ
অনন্ত দেবতাবৃন্দ

নিত্য করে আরাধনা
পূত প্রেমরাগে,
তবু তার মাঝে
পাও অবসর শুনিবারে,
কোন্ ক্ষুদ্র কীট
কোথা ছাড়িয়াছে দীর্ঘশ্বাস
স্মরি নাম তব ;
দেখ্ রে জগত, দেখ্ আজি জীবের গৌরব।
বল উচ্চস্বরে
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে
জয় জগদীশ হরে !

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

কর্ণ ও ইন্দ্র।

কর্ণ। মাতৃ স্নেহে আজন্ম বঞ্চিত,
পরদানে পুষ্ট কলেবর,
অনাথ দয়ার যোগ্য
নিরাশ্রয় শিশু,
লভি দয়া হইল বৰ্দ্ধিত
পরের আশ্রয়ে,
পরে ভাবি নিল জনক জননী বলি।
জীবনের আদি ইতিহাস
এইরূপ দীনতা মণ্ডিত।
তাই বুঝি অন্তরাত্মা
প্রায়শ্চিত তরে,
দানব্রত দিয়াছে অজ্ঞাতে
বিধৌত করিতে এই
পরপদ লেহনের মলিনতা যত।
তবু শান্তি ছিল,

অবিজ্ঞাত জীবন রহস্য
রেখেছিল কুহেলির আবরণে
করি সমাবৃত,
অগ্নিগর্ভ-গিরি-নারী
কুতুহলে আত্ম প্রবঞ্চিতা।
ছিনু মাত্র আপন
পৌরুষ ল'য়ে উচ্চশিরে
কুরুরাজ সখা,
দুর্দ্দম পাণ্ডব অরি
বদ্ধ পণ পাণ্ডব নিধনে।
আচম্বিতে সমাগতা
নারী কুন্তী জননী আমার
ল'য়ে মাতৃত্বের মায়ার শৃঙ্খল
নিবদ্ধ করিতে
পাণ্ডব নিধন সমুদ্যত করদ্বয়।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় রমণী চরিত্র
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী
প্রহেলিকাময়ী।
মাতা যদি, কেন কর নাই
পুষ্ট স্তন্যদানে—
কেন লোকলাজ ভয়ে
করেছিলে ত্যাগ
বিমর্দ্দিত করি মাতৃত্বের অতুল মহিমা

কেন বাঁচাইতে অন্য পুত্রে,
আমার মরণ নিলে ভিক্ষা করি
আমার নিকট ?
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস !
মাতৃত্বের সুধা লাভে
করিয়া বঞ্চিত
দিয়াছিলে নির্ব্বাসিত করি
দিয়া সেই সুধার আস্বাদ
মুহূর্ত্তের তরে।
করিলে নিধন
দিয়া পরিচয়।
শুধু দিলে বুঝাইয়া
কত আপনার তুমি
কত তুমি পর।
স্ত্রী চরিত্র নিত্য প্রহেলিকা !

(ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। প্রহেলিকাময় শুধু নহে
স্ত্রী চরিত্র অঙ্গরাজ,
সমগ্র ভুবন প্রহেলিকা সমাবৃত।
প্রহেলিকাময় তিনি
যিনি এই ভুবনের একচ্ছত্রী রাজা।
ব্রাহ্মণ ভিখারী—
দীপ্ত বীর্য্য ক্ষত্র অস্ত্রধারী

প্রতিষ্ঠিত রাজপদে,
একি নহে প্রহেলিকা ?
প্রহেলিকা নহে কি রাজন্,
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ
যাচিবে ক্ষুধার অন্ন ক্ষত্রিয়ের দ্বারে ?
জিহ্বাগ্রের সঞ্চালনে পারে যে ব্রাহ্মণ
ব্যর্থ ক'রে দিতে
জগতের যত কিছু শক্তি সঞ্চালন,
অনায়াসে মাত্র ইচ্ছাবলে
পারে যে ব্রাহ্মণ,
করিবারে ত্রিভুবন বিমর্দ্দিত
ব্রহ্ম বীর্য্য করিয়া স্ফুরিত,
সে রহিবে স্থির
পুত্তলীর সম নগণ্য নির্ব্বাক্
বিশ্ব অধিকার অভিযানে ?
পাশবিক বলোন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের দল
করি অগণিত জীব হত্যা,
মহাপাপে করি কলুষিত
ধরণীর পুণ্য পৃষ্ঠ মদগর্ব্বে,
হবে বিশ্ব অধিকারী
হবে ব্রাহ্মণের অন্নদাতা।
ব্রাহ্মণ ভিখারী !
একি নহে প্রহেলিকা বীরবর ?

কর্ণ। স্বাগত ব্রাহ্মণ!
রাজা ব্রাহ্মণের দাস;
ব্রাহ্মণের ধন
ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত করিয়া বণ্টন
করে নৃপ দাসত্বের কর্ত্তব্য পালন।
অমোঘ যে ব্রহ্মবীর্য্য
ব্রাহ্মণের নিত্য অধিকার,
পাছে তার হয় অপচয়
তুচ্ছ জগতের তুচ্ছ কার্য্যে,
সেই ভয়ে ক্ষত্রিয়ে অর্পিয়া
জগতের অধিকার,
নরশ্রেষ্ঠ থাকেন নিশ্চিন্ত,
চিন্তাশক্তি সমর্পিয়া চিন্তামণি পদে।
জগতের ধন-ধান্য
যদি তুচ্ছ কিছু
হয় কভু প্রয়োজন,
কিঙ্করে দর্শন দিয়া
করি পুণ্যময় তারে
করেন গ্রহণ আপনার ধন—
সে ত নহে ভিক্ষা বিপ্ররাজ।
ইন্দ্র। সাধু মহারাজ।
ব্রাহ্মণেরে করি প্রতিষ্ঠিত
সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে,

বসি তার পদতলে
বাড়াইলে আপন মহিমা
শতগুণে।
জানি তুমি একমাত্র যোগ্য নরপতি,
ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে
নিত্য হন সম্বর্দ্ধিত।
স্বার্থশূন্য মহাপ্রাণ
নিত্য দানে ভরা—
রাখ নাই আপন বলিয়া
বিন্দুমাত্র কিছু,
যাহা তুমি অনায়াসে
না পার অর্পিতে
ব্রাহ্মণের পদতলে।
অপূর্ব্ব এ দানশক্তি
ব্রহ্মবীর্য্যসম মহিমা উজ্জ্বল।
তাই অপূর্ব্ব এক
ভিক্ষা প্রাণে ল'য়ে সমাগত আমি।
জানি হবনাক প্রত্যাখ্যাত সুনিশ্চিত।

কর্ণ। ধন রত্ন পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমার
মুক্ত দিবানিশি ব্রাহ্মণের তরে,
ইচ্ছামত করুন গ্রহণ।
কিম্বা অন্য যাহা কিছু
আছে মম অধিকারে

করিলে আদেশ
সমর্পিব ভূদেব চরণে।
সাধ্য যাহা, অসম্ভব যাহা
নহে মম পক্ষে,
ইচ্ছা মাত্রে করিব অর্পন।

ইন্দ্র। দানব্রত—
সে কি সাধ্যাসাধ্য করিয়া গণনা
বিচারের তুলাদণ্ডে হয় সম্পাদিত?
সাধ্যাসাধ্য বিচারের নাহি অবসর
লহ লহ এইমাত্র ধ্বনিত যেখানে।

কর্ণ। ছদ্ম বিপ্রবেশে
কেবা তুমি আসিয়াছ
পরীক্ষিতে বসুসেন দানশক্তি?
বদ্ধ করি পণে
জ্ঞানগর্ভ বাক্যজালে
কিবা চাহ করিতে সংগ্রহ?
ভিক্ষুকের বেশে
এসেছ কি মৃত্যুদূত,
পণের শৃঙ্খলে বদ্ধ করি
কেড়ে নিতে বসুসেন প্রাণ?
কেন ও কুটীল দৃষ্টি নয়নে তোমার?
কেন ধূর্ত্ততায় ভরা বাক্য তব,
কিবা চাহ—কি প্রার্থনা?

ইন্দ্র।　　হও বদ্ধ অঙ্গীকারে।
কর্ণ।　　বল কিবা চাহ।
ইন্দ্র।　　কর অঙ্গীকার।
কর্ণ।　　বল দয়া করি কিবা চাহ।
ইন্দ্র।　　কর অঙ্গীকার অগ্রে।
কর্ণ।　　বল কিবা চাহ পুরুষ পুঙ্গব।
ইন্দ্র।　　অঙ্গীকার কর অঙ্গরাজ,
পাবে সদুত্তর।
কর্ণ।　　(স্বগতঃ) অন্তর আমার কহে উচ্চস্বরে
সগৌরবে—দানবীর বসুসেন
হইও না পরাঙ্মুখ দানে।
মনে আসে শত বিভীষিকা—
বুঝি ইন্দ্র আসিয়াছে
করিতে হরণ
প্রাণরক্ষী কবচ আমার।
(প্রকাশ্যে) কহ বিপ্র দেবেন্দ্র কি তুমি
আসিয়াছ মুক্ত করিবারে
বসুসেন নিধনের পথ ?
অনুনয় করি দেহ পরিচয়।
নহে প্রাণ ভয়ে
সুহৃদ কল্যাণ আশে
একান্ত উদ্বিগ্ন আমি।
বল—বল দেবেন্দ্র কি তুমি ?

ইন্দ্র। হও দাতা পণ বদ্ধ
পাবে পরিচয়।
পুত্রে বলি দিতে
যেবা পারে অনায়াসে
নাহি জানি কেন আজি
সেই নরশ্রেষ্ঠ
ভীত এত পণবদ্ধ হ'তে।
সুহৃদ কল্যাণ—
সে কি এত প্রিয়
পুত্র প্রাণ হ'তে ?
কিবা চাহি শুনিবার আগে
কেন এত সশঙ্কিত তুমি ?
হও পণবদ্ধ অঙ্গরাজ,
রক্ষা কর নিজ ধর্ম্ম।

কর্ণ। পারি শত পুত্র বলি দিতে—
পারি শত বার জন্ম ল'য়ে
দিতে প্রাণ সুহৃদের তরে।
সখা মম কুরুরাজ
দুরূহ সঙ্কটে,
আমি মাত্র সহায় তাহার।
তাই তুচ্ছ প্রাণ ভিক্ষা দিতে
বিচঞ্চল এ দানবীর।
বুঝিনু দেবেন্দ্র তুমি

ছদ্মবেশী বিষধর,
আসিয়াছ কুরুরাজে করিতে দংশন,
নহে বসুসেনে শুধু।
পূর্ণ হোক ইচ্ছা বিধাতার
হইলাম বদ্ধ পণ
দিতে, যাহা চাহ।

ইন্দ্র। ধন্য দানবীর—
বসুসেন অগ্রগণ্য বীর।
সত্য তব অনুমান,
দাও অঙ্গ হ'তে মুক্ত করি
কবচ তোমার।

কর্ণ। কাল সর্প
সত্যই দংশিলে!
শুন—শুন দেবরাজ
আজি হ'তে কবচ আমার হইল তোমার।
শুধু ওহে স্বর্গের দেবতা,
কৃপা করি ভিক্ষা দাও মোরে
দুদিনের তরে।
দুই দিন মাত্র—দাও কবচ তোমার
ভিক্ষা মোরে।
ফাল্গুনী নিধন প্রতিজ্ঞা আমার
ক'রনা বঞ্চিত দেবরাজ—
কৃপা কর—ভিক্ষা দাও—

মাত্র দুই দিন ;
কবচের সহ রব
দাস হ'য়ে চিরদিন—
দুটী দিন ভিক্ষা দাও মোরে ।

ইন্দ্র । কাল বলবান অঙ্গরাজ ।
কাল নাহি দেয়
মুহূর্ত্তের অবসর জীবে ।
দত্ত ধন মুক্ত কর অবিলম্বে,
যাই চলি দেবকার্য্য সাধি ।

কর্ণ । (কবচ কর্ত্তন করিতে করিতে)
যাক্ তবে মিলাইয়া বসুসেন
ধরা পৃষ্ঠ হ'তে ।
নারী কুন্তী পাণ্ডব জননী
মা—না না বলিব কি মা,
হাঁ—সত্য মাতা তুমি ।
এ'ত নহে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা দান,
এ'ত নহে কবচ হরণ,
এ যে মাতৃ পূজা—
মাতৃপদে সন্তানের প্রাণ বলিদান ।
কুন্তী—কুন্তী জননী আমার,
অঙ্গে ল'য়ে পিতৃদত্ত দান
হয়েছিনু বিনিষ্ক্রান্ত যবে
গর্ভ হতে তব,

করেছিলে নির্ব্বাসিত যবে
কেন লও নাই বক্ষ হতে ছিন্ন করি ?
না না কেন হই মাতৃদ্রোহী—
ললাট লিখন।
জননী—জননী পাণ্ডবের !
পূজিলাম চরণ তোমার
কবচের উপচারে
সুখী হও, তৃপ্তা হও পঞ্চ পুত্র ল'য়ে।
লহ সুররাজ
তৃপ্ত হও, কর আশীর্ব্বাদ
দানব্রত পূর্ণ হোক মম।
কবচ মোক্ষণে রক্তাক্ত এ কলেবর,
অবসন্ন প্রাণ,
পার যদি ল'য়ে যেও জননীর পাশে ;
কহিও তাহারে
সন্তান বলিয়া দিতে পরিচয়।
দিতে পরিচয়—যার তরে
ছিলে লজ্জা সঙ্কুচিতা—
সেই পুত্র তব ঢালি বক্ষঃ রক্ত
পূজিয়াছে চরণ তোমার।

ইন্দ্র — সাধু বসুসেন।
নিজ বক্ষঃ হ'তে
উদ্ভিন্ন করিয়া

জীবন রক্ষক কবচ তোমার
অপরে করিলে দান—
এ অপূর্ব্ব দানের মহিমা
গাহিবে জগত
অনন্ত অনন্ত কাল ধরি।
আজি হ'তে কর্ণ নামে তুমি
হ'লে খ্যাত অবনীমণ্ডলে।
সাধু—কিম্বা ভাষা
অক্ষম আমার, তুষিতে
তোমারে যোগ্য সম্ভাষণে।
প্রীত আমি ;
নহে শুধু প্রীতি—
গৌরব বিষাদ হর্ষ
নানাবেগে হৃদয় বিমূঢ় মম।
দুর্ব্বিসহ মর্ম্মক্ষোভে ক্ষুব্ধ আমি—
স্বার্থলুব্ধ—আসি
করিলাম অত্যাচার।
তাই চাহিছে অন্তর
দিতে প্রতিদান।
লহ এই মহাশক্তি
অব্যর্থ একাঘ্নি বাণ,
অবশ্য বধিবে তারে
লক্ষ্য করি যারে করিবে ক্ষেপণ।

হও অরি জয়ী
এই আশীর্ব্বাদ। (প্রস্থান)

কর্ণ　(ক্ষণকাল বিস্ময়ে অবস্থান করিয়া)
কবচের বিনিময়ে
মহাশক্তি করিলাম লাভ।
আপন জীবন তুচ্ছ করি রণাঙ্গনে।
এই বাণে অর্জ্জুন নিধন ব্রত
হবে উদ্‌যাপন।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—একপার্শ্ব।

বিশ্ববুদ্ধি।

বিশ্ব। জুটেছে ভাল. একটী জগন্নাথ, আর একটী জগৎপত্নী। ঐ কাল মাগী আর ঐ কাল ছোঁড়া এবার চেপেছে কুরুকুলের ঘাড়ে। এই কদিনে দেশের রাজা রাজড়াও অর্দ্ধেক সাবাড়। ভীষ্ম ঠাকুর ত জালে গাঁথা। যে কদিন শ্বাস টানতে পারে। মন্দ বলতে দেশে কেউ আর থাকছেন না। মাগী বলে ঐ কাল পুরুষটাই জগন্নাথ। উনি মানবের রূপ ধ'রে ধর্ম্মরাজ্য পিতিষ্টে করতে দয়া ক'রে এসেছেন। বাবা! গাছ পিতিষ্টে,

পুকুর পিতিষ্টে, শিব পিতিষ্টে, কত দেখেছি বাপু, কিন্তু ধর্ম্ম পিতিষ্টে যে এমন তা কোন বেটা জানত। বাপরে! রক্তের নদী ব'য়ে যাচ্ছে, কেবল মার্ মার্ কাট্ কাট্। ভ্যালা ধর্ম্ম পিতিষ্টে করেছ বাবা! বলতে কি আমিও যেন মরিয়া হ'য়ে গেছি (অঙ্গভঙ্গীকরণ)। মাগী আর একটা কথা বলে যে দুষ্কৃতদের বিনাশ করতে উনি এসেছেন। তা হ'লে দেশে আর বাতি পড়বে না, মাগী-মরদ সবাই জবাই হবে। কথায় বলে চোর বাছতে গাঁ ওজোড়। তা এ দেশকে দেশ ধূ ধূ করবে বাবা! আর তা নয়ত কি। পাণ্ডবদেরই কি নিস্তার আছে? আহা অর্জ্জুনের ছেলে অভিমন্যুটাকে খুঁচে খুঁচে মেরে ফেললে। সর্ব্বনেশে দুকুল খেকো জগন্নাথ এসেছে রে বাপ। সব গেল! কিন্তু ঐ নামটা—জগন্নাথ জগন্নাথ জগন্নাথ! আমারি এই দেখ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। যার নামটা এমন সে নিজে এমন কেন? এ খট্‌কা ত যাচ্ছে না। দেখ না কালকে কি রগড়টাই কল্লে। বেটা হারামের ছুরী। অভিমন্যু ম'রে গেছে শুনে পাণ্ডবকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকে অস্থির হ'য়ে উঠল। ঐ কাল ছোকরাটার কাছে একে একে যায়, আর ঠাকুর কি কল্লে বলে আছাড় খেয়ে পড়ে। দেখে বুকটা ফেটে যেতে লাগল। ড্রাইনী মাগীও এসে কত হাপুস হাপুস কল্লে। তারপর অর্জ্জুন ব'ল্লে, সখা আর এ জীবন রাখব না, এখনি আগুনে পুড়ে মরব। তার দেখাদেখি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, সবাই ধনুক ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে, সবাই মিলে আগুনে ঝাঁপ

দেব। মাগীও বল্লে সেই ভাল—ব'লে ও কাল ছোঁড়াটার দিকে কি চাহনিই চাইলে। ভাবলুম যাক্, দেশটা বুঝি বাঁচল। তখন ঐ কাল ঠাকুরটীও কেঁদে একেবারে দধিকাদা ক'রে ফেল্লে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফুকরে ফুকরে কেঁদে বল্লেন, সেই ভাল, আমিও তোমাদের ছেড়ে বাঁচতে পারব না, আমিও তোমাদের সঙ্গে আগুনে ঝাঁপ দেব। আঃ বাঁচলুম, একটা দুর্ভাবনা ছিল ঘুচে গেল; আগুন জ্বালাবার হুকুম হ'য়ে গেল। ওমা তারপরেই ছোঁড়া কটমটিয়ে চেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ব'লে উঠল, হাঁ মরব, কিন্তু যে আমাদের অভিমন্যুকে মেরেছে তাকে মেরে তারপর সবাই মর্‌ব। বাস্ অমনি আবার যত বেটাবেটী ছিল মেরে মরব—মেরে মরব ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল। দেখ্‌লুম ঠাকুরটী ফিক্ ক'রে চোখের কোণে একটু হাসলেন। যে লড়াই সেই লড়াই। বাপরে বেটার বুদ্ধির ভিতর ঢোকে কে? আবার অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন আজ জয়দ্রথকে মারবেন। আমার সিদে কথা উনি যদি জগন্নাথ হন, কোন্ আবাগীর বেটা আর ওর নাম মুখে আন্‌বে। বল্‌তে কি সেই জন্যেই আমি ওর ত্রিসীমানায় যাই না। কিন্তু ওকে ছাড়তে পারব ওর নামটা ত ছাড়তে পারব না। জগন্নাথ—জগন্নাথ—জগন্নাথ—আঃ! না—একবার ওর সঙ্গে দেখা কর্‌ব। মরি বাঁচি ওর কাছে একবার যাব—একবার একলা পেলে ওর পা দু'খানা জড়িয়ে বল্‌ব, জগন্নাথ আমার ধাঁধা ঘুচিয়ে দাও—তোমার নামে কাজে মিল দেখিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি তোমার

নামে রূপে এক ক'রে দাও। একবার আমায় বুঝিয়ে দাও তোমার নামের মত তুমিও মিষ্টি, তোমার নামটার মত তুমিও সাদা। তুমি কুটীল নও—তুমি নিষ্ঠুর নও—তুমি রক্তগঙ্গার ঠাকুর নও। তুমি দয়াময়, স্নেহময়, প্রেমময়—জগন্নাথ—জগন্নাথ—জগন্নাথ! সবাই বল একবার জগন্নাথ।

(প্রস্থান)।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

নকুলের প্রবেশ।

নকুল। অসম্ভব জয়দ্রথ বধ।
বিপুল কৌরব চমূ,
বিক্ষুব্ধ সাগর সম এখনও গর্জ্জিছে।
দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ কেশরী
বদ্ধ পণ ফাল্গুনীর পণ ভঙ্গে।
প্রতি যোদ্ধা কৌরবের,
তুচ্ছ করি প্রাণের মমতা
নিযুক্ত সমরে।
দূরে ফাল্গুনীর রথ শ্রীকৃষ্ণ চালিত
ভেদি ব্যূহ
ছোটে চারিধারে জয়দ্রথ আশে।
অপূর্ব্ব সারথী কৃষ্ণ
অপূর্ব্ব ফাল্গুনী!
শ্বেত অশ্ব সঞ্চালিত অর্জ্জুনের রথ
সুকৌশলে ভেদ করি ইচ্ছামত

কৌরবীয় চমূ,
দিকে দিকে ছুটিছে উল্লাসে।
কিন্তু কোথা জয়দ্রথ !
বৃকোদর অসম্ভব করিছে সাধন,
একা বধিয়াছে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবৃন্দে,
অবশিষ্ট দুঃশাসন শুধু।
ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের সম
ভুলি জয়দ্রথ পণ
ধায় ভীম দুঃশাসন বধ আশে।
কেহ নাহি স্থির
আজিকার বিক্রমে তাহার ;
ধন্য শিক্ষা ধন্য বীর্য্য !
দেখে নাই কেহ কভু এ হেন সমর।
কিন্তু জয়দ্রথ কোথা ?

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। বুঝিলাম গণনা সাহায্যে,
জয়দ্রথ নিশ্চয় মরিবে আজি
অর্জ্জুনের বাণে—
ভেবনা অগ্রজ।

নকুল। তবু আশা হ'ল ;
দিয়াছ কি এ বারতা মহারাজে
অথবা শ্রীকৃষ্ণে ?

সহদেব। পারি নাই, মত্ত ঘোর সমরে সকলে।
আরও আছে সুসংবাদ—
দুঃশাসন হবে নিপতিত,
শকুনির শেষ দিন আজি,
আমার কবলে মৃত্যু তার।
যাই উল্লাসে মাতিয়া
বীর দর্পে করি অন্বেষণ
কোথা সে কুটীল।

নকুল। হবে কি এখন?

সহদেব। অভ্রান্ত গণনা নিঃসন্দেহ।
যাই আমি, করিব অর্জ্জন কীর্ত্তি
যত পারি বধি অরি। (উভয়ের প্রস্থান)

(শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। ধন্য করেছিনু অক্ষক্ষেপ,
ধন্য করেছিনু পণ
কুরুকুল করিতে নির্ম্মূল।
কুটবুদ্ধি বলে বহু পূর্ব্বে যাহা
হেরেছিনু মানস নয়নে,
আজ প্রায় পূর্ণ সব।
শত ভ্রাতা একে একে
হইতেছে আয়ুশূন্য
অবশিষ্ট দুর্য্যোধন আর দুঃশাসন,
দেখি কিবা হয় অতঃপর।

আসে বুঝি সহদেব বীর দর্পে,
দিব অকপটে ছাড়ি তারে পথ,
মনোরথ হবে পূর্ণ
পাণ্ডবের বিজয় নির্ঘোষে।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। হেথা তুমি!

শকুনি। হেথা আমি—
সমরের বীজ করিয়া বপন
দেখিতেছি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃতিত্ব আপন

সহদেব। কিন্তু বহুক্ষণ আর হবে না দেখিতে,
ধর অস্ত্র
নহে পশুসম হইবে নিহত।

শকুনি। এক অস্ত্রে কৌরব সংহার হইতেছে সুসম্পন্ন,
ধরি যদি অন্য অস্ত্র
হবে পাণ্ডুবংশ ক্ষয়।
সাবধান শিশু
মাতুলের সনে সাবধানে কর আচরণ।

সহদেব। কাপুরুষ সম মরিবে এ রণাঙ্গনে?
ধিক ক্রূর জীবনে তোমার;
ধর অস্ত্র এখন মাতুল।

শকুনি। কভু বুঝিবে না শিশু
কুটীল মাতুলে।
কাজ নাই বুঝিয়া এখন।

সরে যাও, যাও অন্য পথে
কর আক্রমণ কৌরবের ব্যূহ,
নাহি দিব বাধা।

সহদেব। শুধু নহে ক্রূর
অকৃতজ্ঞ তুমি।
সাধিয়াছ পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ
করি অক্ষ সঞ্চালন।
ছাড়ি অস্ত্র সঞ্চালন
পুনঃ কৌরবের সাধিছ নিধন।
উভয়ের শত্রু তুমি
ঘৃণ্য কাপুরুষ।

শকুনি। শত্রু আমি—সত্য শত্রু!
চাহিরে বর্ব্বর
ক্ষত্রকুল করিতে নির্ম্মূল।
দম্ভভরা, ঈর্ষা দ্বেষপূর্ণ,
খল, অধার্ম্মিক, দস্যুদল
পুণ্য ধরণীর বক্ষঃ
বারবার আত্মদ্রোহে করিছে শ্মশান।
রক্ষকের পদে হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
রাক্ষস আচারে
হত্যাব্রতে ব্রতী।
স্বার্থপূর্ণ প্রাণ
জঘন্য এ অস্ত্রধারীগণ;

বীর নামে পরিচিত পণ্ডবৃন্দ।
যাক্ ধরণীর বক্ষ হ'তে মুছে
ঘুচুক ধরিত্রী ভার।
ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই! (প্রস্থান)

সহদেব　　বধ দুষ্টে—বধ দুষ্টে—
ভীরু কাপুরুষ। (প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণ।　　অসম্ভব।
ফাল্গুনী করেছে পণ
দিবা মধ্যে আজি
জয়দ্রথে করিবে সংহার,
নতুবা অনল মাঝে আত্ম বিসর্জ্জিয়া
বিস্মরিবে পুত্র শোক।
অসম্ভব পণ ভঙ্গ অর্জ্জুনের,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব-বল্গা ধরি
সারথ্যে নিযুক্ত যার।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব-বল্গা ধরি
সারথ্যে নিযুক্ত নহে কার ?
শুধু অর্জ্জুনের রথে
হেরিছ শ্রীকৃষ্ণে গুরুদেব ?
অন্তরে তোমার কে ধরেছে অশ্ব-বল্গা ?
কে ধরেছে অশ্ব-বল্গা দুর্য্যোধন হৃদে
চালাইতে তারে ভ্রাতৃ-বধ মহাহবে ?
কে বাধাইল রণ ?
দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির—ভুল।
কাহার ইচ্ছায় প্লাবিত মেদিনী আজি
ক্ষত্র রক্ত স্রোতে ?
কাহার ইচ্ছায় হইল নির্গত মম মুখে
সূচীঅগ্র ভূমি নাহি দিব বিনা রণে ?
কাহার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ হইয়া
মত্ত তুমি রণ-ক্রীড়া ল'য়ে ?
কাহার ইচ্ছায় শরশয্যাপরি
শায়িত জাহ্নবী-সুত ?
কাহার ইচ্ছায় সপ্তরথী মিলি
বধিলাম অভিমন্যে ?
ওই শ্রীকৃষ্ণের—অন্তর মাঝারে
নিত্য যার আধিপত্য।
যাহার ইচ্ছায় পতঙ্গ মাতঙ্গ হয়—

সিন্ধু মরুভূমি হয়—
বিশ্ব কোটী বিলীন অব্যক্তক্ষণে যাহার ইচ্ছায়।
ইচ্ছা যদি হয় তার,
যেতে হবে চূর্ণ হ'য়ে
রথচক্র নিষ্পেষণে ধুলিকণাসম।
কিবা ভয়—কিবা চিন্তা গুরু—
যেতে হবে—যাব,
কলঙ্কের কণ্টক কিরীট,
হইবে লইতে শিরে—লব,
হবে দিতে তুলি
করাল কালের গ্রাসে
ভারতের যত বীর সহ
সমগ্র কৌরবপুরী—দিব,
তবু কহিব অন্তর মাঝে জগতের নাথ—
"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"
জানি ধর্ম্ম জগন্নাথ
কিন্তু নাহি প্রবৃত্তি তাহাতে,
অধর্ম্মও জানি প্রভু
কিন্তু তাহে নিবৃত্তি ত নাই,
তুমি থাকি অন্তরে আমার

করাইছ যাহা হৃষিকেশ
করিতেছি তাই প্রভু পুত্তলীর মত।
ফেল খুলিয়া হৃদয় গুরো—
দাও বক্ষঃপাতি কালের চরণে
করিতে তাণ্ডব নৃত্য—
নিরাশার জ্বলন্ত শ্মশান
ধরি বুকে চালাও বাহিনী রণে।

দ্রোণ। তবে কেন জয়দ্রথে
রক্ষিবারে এত আয়োজন?

দুর্য্যোধন। প্রাণ চাহে রক্ষা তার—
প্রাণ চাহে অধর্ম্ম পোষণ।
আমি কি করিব?
তুমি কি করিবে?
ইচ্ছাময় ইচ্ছারূপে
চালাইছে যেই পথে
যাব ভাসি অবাধে সে পথে।
ডুবি যদি পাপ-পঙ্কে, পাই যদি নির্য্যাতন,
ইচ্ছা তাঁর—ইচ্ছায় যাঁহার
নিয়তি নিয়ত চলে,
খেলা তাঁর—খেলায় যাঁহার
সুখে দুঃখে তুল্য তৃপ্তি।
কে বুঝিবে মোর ধর্ম্ম?
কৃষ্ণে কৃষ্ণরূপে

ভালবাসে প্রাণ সম ধর্ম্মরাজ,
কৃষ্ণে প্রাণরূপে হেরি আমি নিজ বক্ষে।
কৃষ্ণ প্রাণের ঈশ্বর
পাণ্ডবের, কৃষ্ণ প্রাণ দুর্যোধন হৃদে।
রাজ্য যদি নাহি পায় যুধিষ্ঠির
আকুল ক্রন্দনে কাঁদাবে শ্রীকৃষ্ণে।
সাম্রাজ্য আমার হয় যদি নিঃশেষিত
নির্ম্মূল ভারত বক্ষে,
অকাতরে, অবহেলে, উপেক্ষায়,
নিক্ষেপিয়া কায়া,
যাব নিত্য প্রাণময় ধামে।
সীমাময় যুধিষ্ঠির—সীমাহীন প্রান্তরেখাশূন্য
গগনের মত দুর্য্যোধন
উদার সঙ্কোচশূন্য।
শুন—শত ভ্রাতা মধ্যে
একামাত্র আছি আমি।
নিহত সকলে আজি
ভীমের বিক্রমে।
(দ্রোণের বিস্ময় প্রকাশ)
আর চারি দণ্ড মাত্র দিবা,
তারপর অর্জ্জুনের অনল প্রবেশ।
মনে থাকে যেন
আজি শেষ আশা ফলোন্মুখী।

চালাও বাহিনী বীর ব্রাহ্মণ-কেশরী
রক্ষা কর জয়দ্রথে,
নহে দুর্য্যোধনে।

দ্রোণ। জয়দ্রথে রাখিয়াছি সুকৌশলে।
সমগ্র কৌরব চমূ
নাহি যদি হয় নিঃশেষিত,
পাইবে না পার্থ আজি
রণে জয়দ্রথে।
মাত্র চারি দণ্ড দিবা অবশিষ্ট আর।
কিন্তু তবু অবিশ্বাস্য
অর্জ্জুনের পণ ভঙ্গ কুরুরাজ।
ওই হের অর্জ্জুনের রথ চূড়া
উল্কা সম ছুটিছে উত্তরে,
যাও পূর্ব্বভাগ হ'তে কর আক্রমণ।
বক্ষে যদি শ্রীকৃষ্ণ তোমার
অর্জ্জুনের রথ বক্ষ হ'তে
কর কৃষ্ণে ভূমিশায়ী;
বিফল নতুবা
কৃষ্ণযুক্ত পাণ্ডবের
অনল প্রবেশ আশা।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি
করিবে না চীৎকার এ দুর্য্যোধন।
শুধু অন্তরের অন্তরতম দেশে

চাপিয়া ধরিব পা দু'খানি—
শুধু রুদ্ধ মর্ম্মে দাঁড়াইব
সম্মুখে তাহার—
শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে চাপি দীর্ঘশ্বাস
জানাইব অন্তরযামীরে—
অধর্ম্মের অবতার করেছ আমায়
তবু আমি কিঙ্কর তোমার।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—শিব-মন্দির।

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী।　　কৃষ্ণের আদেশে
আসিনু পূজিতে মহেশ্বরে।
অভিমন্যু হারা মর্দ্দিত হৃদয়
উদগারিছে প্রতিহিংসা।
পুত্রহারা মাতা—নহি বিহ্বলা, লুণ্ঠিতা,
দীনা, ভগ্নমর্ম্ম-ক্রন্দন-আকুলা।
দৃপ্তা, লোষ্ট্রাঘাতে উত্তোলিত ফণা,
কাল ভুজঙ্গিনী—চাহি প্রতিহিংসা।

নয়নে নাহিক অশ্রু,
মুখে নাহি হাহাকার,
হৃদয় কাতর নহে,
হিংসাবিষ প্রবাহিত
প্রতি লোমকূপে।
হিংসাভরা রক্ত আঁখি
হিংসায় দংশিতাধরা
স্ফীত বক্ষঃ প্রতিহিংসা বিষে।
শঙ্কর, ঈশান, রুদ্র,
মহাকাল, বিশ্বের প্রলয় কর্ত্তা,
বিশ্বসংহারক
লহ পূজা দেব
তৃপ্ত হও, দাও—দাও মহাশক্তি
বিশ্ব-বিধ্বংশিনী নাশিতে কৌরবে।
সতীর দেবতা, যাচে
সতী. শক্তি ভিক্ষা পদে।
এস এস কালশক্তি মহাকালী,
এস শ্যামা লোল জিহ্বা,
বিকট-দশনা নগ্না-ভীমা,
রক্তবীজ-ঘাতিনী জননী,
আয় মা মহাকাল বক্ষঃবিহারিণী
আয় দ্রৌপদীর হিংসা ভরা বুকে।
চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী ঘোরা,

আয় আয় এলোকেশী,
রুধির পীযুষ প্রিয়া তাণ্ডব-নর্ত্তিনী,
আয় কালী দলিতে কৌরবে।
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে গর্জ্জিছে জননী ওই—
ওই টলিছে বসুধা পদভরে—
ওই দুলিছে ভীষণ খড়্গ—
মুখরিছে অট্টহাস্য দিগন্তের কোলে।
যা—যা চূর্ণ হ'য়ে পুত্রঘাতী দল—
পূর্ণ হোক মায়ের খর্পর কৌরব রুধিরে।
সন্তান নিহত, জননী কি রহে স্থির ?
উন্মাদিনী এসেছে হৃদয়ে,
হইয়াছি উন্মাদিনী কালী আমি,
কালের করাল শক্তি
কৌরবের রুধির লোলুপা !

(স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দণ্ডায়মানা)

(ভীমের প্রবেশ করিতে করিতে)

ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—
কৃষ্ণা—ঘোরা কালী !
আয়—আয় এনেছি রুধির,
পূর্ণ সাধ আজি
তৃপ্তা হও দুঃশাসন তপ্ত রক্তে।
ভীমের হৃদয় দেবী !
এই মূর্ত্তি তোর রেখেছে সজীব ভীমে।

এই মূর্ত্তি তোর ভীম কণ্ঠে থাকি
করিছে হুঙ্কার অহঃরহ
কুরুকুল করিতে নির্ম্মূল।
এই মূর্ত্তি তোর ছুটায়েছে ভীমে
সিংহ সম অরাতি অরণ্য মাঝে।
এই মূর্ত্তি তোর দেছে বাহুযুগে মত্তহস্তী বল।
এই মূর্ত্তি স্মরি বধিয়াছি সমগ্র গান্ধারী সুতে,
বাকী মাত্র দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবেব আদরেব, ভীমেব প্রেয়সী
এলোকেশী সমর রঙ্গিনী
অপরূপ রূপা ভুবন মোহিনী !
পড়ে মনে অক্ষক্রীড়া দিনে
লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তুমি,
দশন পেষণে চাপিয়া অধর
করিলি লো পণ—
"রব এলোকেশী
যত দিন দুঃশাসন নাহি হয় বধ"।
করিলাম পণ দম্ভ ভরে
চাহি তোর গর্ব্ব দীপ্ত মুখ—
"দুঃশাসন তপ্ত রক্তে
দিব বাঁধি বেণী"।
বহু দিন—বহু দিন অপেক্ষার পর
আজ হইয়াছে সুপ্রভাত,

আজ আসিয়াছি তার
তপ্ত রক্ত করি পান
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে,
আয় পূর্ণ করি সাধ
বাঁধি বেণী তোর।

দ্রৌপদী　গান্ধারীর শত পুত্র মধ্যে
অবশিষ্ট মাত্র দুর্য্যোধন ?
সত্য কথা ?

ভীম।　অসম্ভব কিবা তার
তুমি যার শক্তি স্বরূপিণী।
কৃষ্ণা—প্রাণের ঈশ্বরী !
তোর প্রতি তপ্ত শ্বাস স্মরি
গান্ধারীর প্রতি পুত্রে
করিয়াছি পদাঘাত—
পেষিয়াছি ধূলি সম চরণের তলে
কৃষ্ণা যার মহাশক্তি—
কৃষ্ণা যার প্রাণ,
তারই কার্য্য অসাধ্য সাধন।

দ্রৌপদী　দুঃশাসন বক্ষঃ ভেদী
হৃৎপিণ্ড তার
এনেছিলে ছিঁড়িয়া নখরে ?

ভী　করিয়া চর্ব্বণ দন্তে
করিয়াছি রক্ত পান।

এই রক্ত—এই রক্ত
সুধা সম সুমিষ্ট সুস্বাদ।

দ্রৌপদী। মরিল যখন দুষ্ট
ছেড়েছিল তীব্র আর্ত্তনাদ?

ভীম। সমগ্র কৌরব চমূ
উঠেছিল হাহাকার করি
আর্ত্তনাদে তার প্রিয়ে।
মূর্ত্তি দেখি মোর
শিহরি উঠিল সমগ্র বীরেন্দ্র দল।
গর্জ্জনে আমার
কাঁপিয়া উঠিল বসুন্ধরা।

দ্রৌপদী। এস বক্ষে আজ
দ্রৌপদীর বীরেন্দ্র বল্লভ। (আলিঙ্গন)
বাঁধি দাও বেণী
চর্চ্চিয়া রুধিরে। (বেণীতে হস্ত প্রদান)।

—

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

(অগ্নি চিতা প্রজ্বলিত।)

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ ও বিশ্ববুদ্ধি।

শ্রীকৃষ্ণ। তা কি করিবে সখা,
করিয়াছ যাহা
কেহ কভু করিতে পারে না।
লক্ষ্য ভেদ করি করেছ নমিত
পৃথিবীর যতেক রাজন্য শির,
রাজসূয় যজ্ঞ করি
করিয়াছ নত জ্যেষ্ঠাগ্রজ পদে দেবতার দলে।
বীরত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি
স্থাপিয়াছ অবনী মণ্ডলে।
খাণ্ডব দাহনে করিয়াছ পরাজয় একা
সমগ্র দেবতা বৃন্দে।
মহেশ্বরে রণে তুষ্ট করি
লভেছিলে অস্ত্র পাশুপত।

কে কোথা পেরেছে ?
বিরাটের গোধন হরণে
একা করিয়াছ পরাজিত সমগ্র কৌরবে।
অদ্বিতীয় বীর তুমি,
অজেয় সমরে গঙ্গার নন্দনে
শর শয্যাপরি—সাক্ষী তব বীরত্বের।
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা
কে করিবে রোধ ?
আজি যদি হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষিতে,
অবিচল চিত্তে হাস্য মুখে
দিব রে বিদায় তোরে
ছাড়িতে এ মরলোক।

ভীম। মরণে না ভয় হে মুরারী।
মারিয়াছি দুঃশাসনে আজ,
করিয়াছি রক্ত পান তার,
আর নাহি কোন সাধ অফুরন্ত।
ভাবিতেছি বাল্য হ'তে
শুধু সমরে কাটানু কাল।
শুধু দম্ভে দর্পে
করিলাম দিনক্ষেপ।
শুধু চকিতের মত কেটে গেল জীবনের দিনচয়।
পেয়ে নিকটে তোমায় সখারূপে,
কেহ কভু পায় নাই যাহা,

কভু না পূজিনু ও চরণ—
কভু না কহিনু, চক্রধারী !
মায়া চক্র সরাও মুরারী—
বারেকের তরে ছাড়ি নররূপ,
চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী
আত্মারাম রূপে এস এ পাষাণ বক্ষে।
হবে বুঝি আসিতে আবার,
করস্থিত রত্ন ফেলে দূরে উপেক্ষায়,
হবে আবার কাঁদিতে
হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ করি
জগতের দিকে দিকে।

অর্জ্জুন। শুধু ওই খেদ।
ক্ষত্রবীর থাকে জীবন মোদের
অসির ফলকে কিম্বা
তীক্ষ্ণ বাণ অস্ত্রে।
মৃত্যু তুচ্ছ,
ছাড়ি এ জগতের মায়া
পশিব অনলে অনায়াসে।
কিন্তু কি করিনু—
বিশ্বপতি ইঙ্গিতে তোমার
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুঞ্জ চলে,
সারথী হইয়া ধরিয়াছ অশ্ব-বল্গা মোর !
যবে প্রবেশি এ রণাঙ্গনে

কর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে হইনু শরণাগত,
ধরি বিশ্বরূপ হে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ
দেখাইলে একা অদ্বিতীয় তুমি
রয়েছ ব্যাপিয়া ত্রিভুবন।
হেরিনু বিস্ময়ে
কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য
উদ্ভাসিত তব অঙ্গে।
আব্রহ্মস্তম্ব যাহা কিছু
তুমি একা তোমারই তরঙ্গ ভঙ্গ।
ব্রহ্মাদি দেবতা,
সিদ্ধ সাধ্য মহা ঋষি,
উরগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-পন্নগ-কিন্নর,
তোমারি বিভূতি সব
করিছে তোমার স্তুতি বদ্ধাঞ্জলি করে।
তুমি প্রাণ রূপে—
জলে স্থলে অনলে অনিলে
নভে—অচ্যুত ঈশ্বর।
দেখেছি তোমার স্নেহপূর্ণ আঁখি
আছে চাহি সর্ব্ব জীব মুখ পানে।
অন্তরে থাকিয়া
শুনেছি তোমার মহান্ সত্যের গীতি
মুখরিত প্রতি অণু মাঝে।
বায়ুর পরশে পাইয়াছি

পরশ তোমার স্নিগ্ধ শ্রীঅঙ্গের—
তুমি প্রাণ—অচ্যুত অচিন্ত্য
অব্যক্ত অমূর্ত্ত অক্ষয় অগোচর,
তুমি প্রাণ—বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ
বিশ্বাত্ম বিশ্ব বীজ,
বিশ্বের বিমল পুণ্য হৃদয় ভূষণ।
তুমি অমৃত—অমৃতের উৎস তুমি,
তুমি সত্য—সত্যের সমুদ্র তুমি,
তুমি জ্ঞান—জ্ঞানের আলোক তুমি,
তুমি শূন্য—তুমি পূর্ণ,
তুমি অণু হ'তে অণু
মহান্ হইতে মহীয়ান্
রাজা-গুরু-সখা-দেবতা-সর্ব্বস্ব আমার।
দেখিয়াছি—তবু দেখি নাই,
জানিয়াছি—তবু জানি নাই,
উপেক্ষায় হতাদরে
নিত্য রাখিয়াছি ঠেলি হৃদয় বাহিরে।
নব-শ্যাম-জলধর চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-ধারী!
কি দেখালে—
"সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ",
"অনাদি মধ্যান্ত মনন্ত বীর্য্য
মনন্ত বাহুং শশী সূর্য্য নেত্রং"
কি দেখালে—

"কিরিটীনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং"—
দেখিলাম তবু ভুলিলাম—
মাতিলাম রণে।
নাহি কহিলাম গুরো
ক্ষমা কর এ মূরতি ছাড়ি
নাহি লব তুলি
জগতের এ ধূলি হৃদয়ে।
বড় খেদ রহিল অন্তরে,
পূজি নাই—পূজিতে দিলে না,
সেবি নাই—সেবিতে দিলে না,
ডাকি নাই—ডাকিতে দিলে না
জগন্নাথ বলিয়া তোমারে।

যুধিষ্ঠির। হে গতি—হে প্রভো
অনাথ শরণ!
দীন কিঙ্করের শেষ নমস্কার
লহ কৃপা করি।
অর্জ্জুনের সনে সকলে পশিব আজি
ধর্ম্ম রক্ষা তরে অগ্নির মাঝারে।
তোমার মহতী ইচ্ছা হউক পূরণ।

নকুল, সহদেব। পূর্ণ হোক তব ইচ্ছা পরম পুরুষ,
পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব হে বিশ্ব সারথী,
পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব ব্রহ্ম সনাতন।

(দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, জয়দ্রথ ও বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ)

দ্রোণ। আজি দিবাভাগ যেন দ্রুত
হইয়াছে অবসান।

দুর্য্যোধন। আহা প্রিয় শিষ্য তব
অকালে মরিল।
ভুলিল বিধাতা
বাড়াইতে দিবাদণ্ড আজি।

জয়দ্রথ। (পশ্চিম দিকে চাহিয়া)
সূর্য্যদেব সত্য অস্তমিত।

বিশ্ব। চাকি ডুবেছে গো, আর ভয় কি, হাড়িকাট থেকে ফিরেছ বাবা।

ভীম। এস এস ভ্রাতৃবৃন্দ,
বহুকাল পরে আজ
সাদর আহ্বানে করিতেছি সমাদর।
কৃষ্ণ নাম বুকে ল'য়ে
নেমেছিনু এ ভ্রাতৃ বিরোধে,
কৃষ্ণ নাম নিতে নিতে
কৃষ্ণের ইচ্ছায়
পশিব অনলে আজি ফাল্গুনীর সহ।
কর রাজ্যভোগ নিষ্কণ্টকে।
যেই নাম বলে দুর্য্যোধন,
শত শত কূটচক্র হ'তে তব
রক্ষিয়াছি ভ্রাতৃবৃন্দে,

যেই নাম বলে
করিয়াছি অসংখ্য অসুর পাত,
যেই নাম বলে আজি একা
বধিয়াছি ভ্রাতৃবৃন্দে তব অনায়াসে,
যেই নাম বলে লভেছিল
পাঞ্চালী বসন পাপ সভাস্থলে তব,
যেই নাম বল
ছুর্ব্বাসার চক্র পরিত্রাতা—
লহ সেই নামের আশ্রয়।
আর থেকনা ডুবিয়া
পাপের দুরিতার্ণবে।
ওই শুন
সবিস্ময়ে স্বর্গ মর্ত্ত
করিতেছে নামের ঝঙ্কার।
নামের লহরী পত্রে পত্রে বহে,
ঝিম্ ঝিম্ বহিছে পবন
নামে হ'য়ে কণ্টকিত।
নামে আঁধার আসিছে নামি
নিঝুম নীরবে
জগতের শিরে দিতে শান্তি বারি।
নামে গঠিত এ ভীম দেহ
নামে প্রজ্জলিত এ অনল
জল-স্থল-ব্যোমপূর্ণ মহানামে

নীরবে থেকনা·দুর্য্যোধন
বল হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।

(শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম)

অর্জ্জুন। বিদায় ধরণী, বিদায় রাজন্যবর্গ
বিদায় পাণ্ডব সখা
এ বাহ্য জগতে।
অন্তর দেবতা তুমি মম,
অন্তরে পূজিতে
চলিলাম অন্তর সাম্রাজ্যে।
নাহি যেথা বিষয়ের কোলাহল
দূর সে অন্তরে
যেথা মাত্র তুমি শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়।
(সকলের স্তব পাঠ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ)
নমঃ সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্
কিরিটীহারী হিরন্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

জয়দ্রথ। দূর হ'ল জগতের পাপ।

দুর্য্যোধন। সমরের সাধ রহি গেল ভীম সনে
অসঙ্গত সমর সমাপ্তি।

যুধিষ্ঠির। দাও খুলি মায়াজাল
চক্ষু হ'তে মায়াময়

মরি দেখিতে দেখিতে
তব চতুর্ভূর্জ রূপ।

কুরুপক্ষ। আহা দাও দাও খুলে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। দিব খুলি।
শুন সমবেত কুরু রাজন্যমণ্ডলী
শুন দুর্য্যোধন।
ভাবিয়াছ অধর্ম্মেরে করিয়া আশ্রয়
ধর্ম্মে তুমি হইবে বিজয়ী।
ভাবিয়াছ অধর্ম্মের জয়
গাবে ইতিহাস
ধর্ম্মে করি উপেক্ষিত।
ভাবিয়াছ কুরুপক্ষ সেবিয়া অধর্ম্মে,
ন্যায়ে করি পদাঘাত—
সত্যে দলিয়া চরণে—
ক্ষত্র ধর্ম্ম করি উপেক্ষিত
লভিবে সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে।
বিধাতার নহে এ বিধান
ধর্ম্ম তাহা নাহি সহ্য করে।
ধর্ম্ম রক্ষা করে আপন সেবকে
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে,
মহিমা অপার।
মাতৃসম সেবকে লইয়া বুকে,
সর্ব্ব বিঘ্ন করি বিমর্দ্দিত

ল'য়ে যায় উচ্চ প্রতিষ্ঠায়।
সূর্য্য নিত্য সাক্ষী তার। (সূর্য্যের প্রকাশ)
ওই হের পশ্চিম গগনে
রক্ত ভানু বিরাজিত।
দিবা হয় নাই অবসান
ধর্ম্ম মহিমায় ছিল আচ্ছাদিত
ধার্ম্মিকের পণ রক্ষা তরে।
জয়দ্রথ, আজ তব শেষ দিন।
রে ফাল্গুনী,
ধর্ম্মের রক্ষিত পরন্তপ!
দাও গাণ্ডীবে টঙ্কার,
ছিন্ন কর জয়দ্রথ শির।
বাণে বাণে শূন্যে শূন্যে
ল'য়ে যাও খণ্ডিত মস্তক
উহার পিতার ক্রোড়ে
নতুবা বাঁচিবে পুনঃ
ভূতলে পড়িলে।

(পাণ্ডবের জয়ধ্বনি কুরুপক্ষের পলায়ন ও পাণ্ডবগণের অনুধাবন।)

(বিশ্ববুদ্ধির পুনঃ প্রবেশ)

বিশ্ব। (সবিস্ময়ে) রাত সূয্যি! বাবা রেতে সূয্যি উঠিয়ে ছাড়লেরে! চাঁদের বদলে সূয্যি! কোথায় লুকোবোরে বাবা। রাত্তিরে সূয্যি উঠল! বাবা জগন্নাথ কত কেরামত

দেখালে বাপধন। এঁ্যা স্থয্যি না আতস বাজি, না ব্রহ্মবাণ জলছে ? (চক্ষু রগড়াইয়া) এঁ্যা স্বপ্ন দেখছি নাকি ? আমি জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি। না মরে স্থয্যির দেশে এসেছি। কাকে ডাকি গো—কে আছে গো—ওগো ও ব্রাহ্মণী খুড়ী খুড়ী ও জগন্নাথ ও জগন্নাথ। আঃ বাঁচলেম জগন্নাথ, বাবা হ'য়েছে। এবার ও চাকিখানা নিবিয়ে দাও বাবা। আমার বড় ভয় হচ্ছে। বাবা জগন্নাথ এত ভেল্কিবাজী জান বাবা। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) না স্থয্যিই বটে। ঐ মাগী আর ঐ জগন্নাথ না পারে হেন কাজ নাই। তা চুলোয় যাক্। গরীব ব্রাহ্মণ আমি, আমার এত মাথাব্যথা কেন ? শেষটা কি ক্ষেপে যাব ? আচ্ছা বাবা জগন্নাথ ! তোমার এত ক্ষমতা তবে আমায় আর কেন কষ্ট দাও ? আমার বুকের ভিতর কেন ঢুকলে ? আমার বুকের ভিতর কেন চোক ছুটো ঢুকিয়ে দিয়ে বসে রয়েছ ? একবার এস। একবার তোমার সামনে দাঁড়িয়ে ছুটো কথা ক'য়ে প্রাণটায় একটু দম দিয়ে নিই। তোমার ছুনিয়ায় এ ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে আমি যে খাবি খাচ্ছি। জগন্নাথ জগন্নাথ জগন্নাথ ! আঃ তা শুধু আমি নয়, ঐ অর্জ্জুন সেও বলেছিল তোমায় জগতভোর দেখতে পেয়েছে। বুঝি সবাই পায়, বুঝি যার কানে তোমার নামটী ঢোকে সেই তোমায় আকাশে পাতালে গাছে পালায় জলে মাটীতে সব যায়গায় দেখতে পায়। আর সেই ক্ষেপে যায় আর সেই হা জগন্নাথ—হা জগন্নাথ ক'রে আমার মত কেঁদে মাটীতে গড়াগড়ি দেয়। তা বাবা

আমায় ছাড় কি চাই বল কি দিলে সন্তুষ্ট হবে বল? কি দিলে তুমি আমার বুকটা থেকে নেমে যাবে না হয় একেবারে আমাকে তোমাতে মিশিয়ে নেবে। আমি আর বিশ্ববুদ্ধি না থেকে তোমার মত হ'য়ে যাব—তুমি হ'য়ে যাব। আর কি আছে আমার দেবতা! ব্রাহ্মণের ছেলে আমি কখনও পূজা শিখিনি, আমি কি ক'রে তোমায় পূজো দিয়ে তাড়াব ঠাকুর! জগন্নাথ—জগন্নাথ—জগন্নাথ! সবাই একবার বলত জগন্নাথ! আঃ ঐ দেখ নামটীর গুণ দেখ। ঐ নাও ভীম বেটা ঠিক বলেছেরে—ঐ মাটী বলছে জগন্নাথ, ঐ গাছগুলো বলছে জগন্নাথ, ঐ ঘাসগুলো বলছে জগন্নাথ, ঐ বাতাস বলছে জগন্নাথ, ঐ আকাশ বলছে জগন্নাথ, ঐ সূর্য্য বলছে জগন্নাথ, আমার প্রাণ বলছে জগন্নাথ—ভুবনভোর জগন্নাথ—জগন্নাথ করছে। দুনিয়া ক্ষেপিয়ে দিয়েছে—দুনিয়া মাতাল ক'রে দিয়েছে। (বিস্ময়ে) ও বাবা ঐ দেখ, ঐ কাটা মুণ্ডু উড়ে যাচ্ছে। ওরে ঐ ত জয়দ্রথের মুণ্ডু জগন্নাথ—জগন্নাথ ক'রে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা জগন্নাথ—বাবা জগন্নাথ রক্ষা কর।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

(কর্ণ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ শল্যের প্রবেশ)

কর্ণ। বন্য পশু সম
বাঁধিলাম যুধিষ্ঠিরে ধনু ফাঁসে।
আজি বন্য পশু সম বধিব অর্জ্জুনে,
চল শল্য বামে দ্রুত।

শল্য। দিয়াছিলে পরিত্রাণ
ফাল্গুনীর ভয়ে।
আজ স্বয়ং ফাল্গুনী সেনাপতি,
কুরু তরী বুঝি আজ
কর্ণহীন হয়।

কর্ণ। কর জিহ্বা সঙ্কুচিত
অর্ব্বাচীন অযোগ্য সারথী।
সহস্র ফাল্গুনী
নহে সমকক্ষ মোর
বীর্য্যে, মন্ত্রবলে, বাণে বা বিদ্যায়।
আসে যদি সম্মুখ সমরে
শত কৃষ্ণ চক্রধারী হ'য়ে,
তবু নহে সমকক্ষ মোর।
অর্জ্জুনের শতেক গাণ্ডীব
ক্রীড়নক সম

এ বিজয় শরাসন পাশে।
পার্থের সারথী কৃষ্ণ,
তুমি সারথী আমার
নগণ্য অযোগ্য—
এই মাত্র ক্ষোভ।

শল্য। শরাসন বিনিস্থত
বাণ হ'তে তব
বাক্যবাণ তীক্ষ্ণতর।
আমি অযোগ্য সারথী
যোগ্য রথী তুমি ফাল্গুনীর !
দাও পরিচয়
বাণে, নহে বাক্যে স্থত পুত্র
দুর্ভাগ্য আমার
হইনু স্বীকার
শৃগালের রথ সঞ্চালনে।

কর্ণ। দিব পরিচয়
বাণে শল্য
সমগ্র জগতে,
বসুসেন নহে বাক্যবীর।
এই বাণ—এই বাণ মুখে
আছে প্রচ্ছন্নে নীরবে
মৃত্যু ফাল্গুনীর।
এই বাণে হবে নিষ্কণ্টক

কৌরবের জয়পথ।
এই গ্রীবাঘ্নি বাণে অর্জ্জুনের শির
লুটিবে ভূতলে।
অব্যর্থ এ বাণ—
রহ উৎকর্ণে প্রগলভ
শুনিবারে পাণ্ডবের হাহাকার।
ওই দেখ ফাল্গুনী নিধন
হেরিবারে দেবতার দল
বিস্ময়ে বিভ্রমে অন্তরীক্ষে আবির্ভূত।
চল ল'য়ে আসি অর্জ্জুনের শির
ক্রীড়া কন্দুকের সম,
দিতে উপহার কুরুরাজে। (উভয়ের প্রস্থান)।

পট পরিবর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। অসম্ভব কর্ণ বধ
আজি হে অচ্যুত।
ক্লান্ত হইল করদ্বয়
অবশাঙ্গ,
লক্ষ্য না রাখিতে পারি স্থির।
জীবনে সমরে কভু
সন্ত্রস্ত এমন হই নাই সখা।
করেছি সংগ্রাম পশুপতি সনে,

খাণ্ডব দাহনে
জিনিয়াছি একা
সমগ্র দেবতাবৃন্দে,
বিরাটের গোধন উদ্ধারে
একা করিয়াছি বিতাড়িত
সমগ্র কৌরবে।
কিন্তু বুঝিতে না পারি
কোন দৈব বলে বলীয়ান
কর্ণ আজি।
অসম্ভব রণ সঞ্চালন।
গাণ্ডীব পড়িছে খসি,
জর্জ্জরিত তনু অরি শরে,
ফিরাও গোবিন্দ রথ
অজিকার মত।
দিব ভঙ্গ রণে
কাল পুনঃ কর্ণবধে
হ'ব অগ্রসর।

শ্রীকৃষ্ণ। কর শির অবনত
সত্বর ফাল্গুনী,
আসিছে গ্রীবাগ্নি বাণ—
দ্রুত নামি পড়
রথ হ'তে।
না না নাহিক সময়

হয় বুঝি পার্থ দ্বিখণ্ডিত।
করি বিনমিত রথ অশ্বসহ।
(রথ বিনত হইল ও কর্ণের বাণ অর্জ্জুনের শিরের ঈষৎ
ঊর্দ্ধ দিয়া চলিয়া গেল)

অর্জ্জুন। অচ্যুত সারথী!
রক্ষিলে পার্থেরে আজি
সারথ্যের স্থকৌশলে।
হের জাড্য মোর
হের কর্ণের বিক্রম,
নহি আমি সমকক্ষ আজি রণে তার।
চল—চল ছাড়ি রণস্থল
আজিকার মত।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ক্লৈব্য এত
বীরেন্দ্র কেশরী?
কর্ণ বধ্য তব আজি
কহিতেছি বার বার।
ওই হের দেবতার দল
অন্তরীক্ষ হ'তে
করে পুষ্প বৃষ্টি
হেরি তব রণ নিপুণতা।
কর্ণের বীরত্ব
বিশ্রুত ভুবনে।
ইন্দ্রাদি দেবতা জানে সবে

অজেয় এ বসুসেন
থাকে যদি রথোপরি,
করে যদি ব্যবহার যত কিছু
দৈবলব্ধ বাণ তার।
স্বর্গে দেবরাজ,
মর্ত্তে বসুসেন
সমতুল্য দুইজন।
তুমি তুল্য বল সুনিশ্চিত,
কিন্তু রথস্থ রাধেয়
শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে।
তাই আদর্শ এ রণ আজিকার।
ছাড় মোহ দুর্ব্বলতা ভীতি,
অবিলম্বে বধি কর্ণে
কৌরবের শেষ আশা করিবে নির্ম্মূল।

অর্জ্জুন। হের দিগন্ত ব্যাপিয়া
আসে বাণ বিভীষণ
মেঘজাল সম বজ্র জ্বালাময় ;
অসম্ভব রাধেয় নিধন।

শ্রীকৃষ্ণ। অসম্ভব সম্ভব
তোমাতে ধনঞ্জয়।
কেন এত বিস্মরণ—
কেন ভোল
স্বয়ং শ্রীধর সারথী তোমার,

জয়শ্রী নিত্য তব
ললাট ভূষণ।
নর নারায়ণ এক রথে
হেরিতেছে বিশ্ববাসী,
সোৎসুকে দেবতাবৃন্দ
হেরে স্বর্গ হ'তে,
ধর্ম্মাধর্ম্মে আদর্শ সমর।
প্রীতি আলিঙ্গনে
বদ্ধ জগতের নাথ নরসনে,
ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার তরে।
এস বক্ষে লহ শক্তি
পশুসম কর হত্যা
বৈকর্ত্তনে আজি। (উভয়ের আলিঙ্গন)

পট পরিবর্ত্তন।

(কর্ণের রথচক্র ধরণীতে গ্রথিত)

কর্ণ। ভাঙ্গিল কি রথচক্র
কিংবা গ্রথিত হইল
পৃথ্বী বক্ষে ?
(কর্ণ ও শল্য উভয়ের নিরীক্ষণ)

শল্য। নহে ভগ্ন চক্র,
ধরণী করিল গ্রাস
সেনাপতি !

কর্ণ। 　　চক্র মেদিনীর গ্রাসে
ব্রহ্মশাপ হইল পূরণ।
ধিক্ ভাগ্যে—ধিক্ ধর্ম্মে—
ধিক্ বিধাতায়! (তুলিতে চেষ্টা করিল)
দণ্ডমাত্র রথ হইত চলিত
যদ্যপি আর
নিরাপদে,
ফাল্গুনীর শির
লুটিত ভূতলে।
ফিরিত শ্রীকৃষ্ণ
শূন্য রথ ল'য়ে
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন হ'তে,
পার্থ শূন্য হইত পৃথিবী।

শল্য। 　　কিবা পারিত ঘটিতে,
কিবা হবে ভবিষ্যতে,
সে চিন্তায় ক'রনা বাহিত
ক্ষণমাত্র সেনাপতি।
হেরি রণ নিপুণতা তব
চমৎকৃত আমি,
চমৎকৃত রথীবৃন্দ সবে।
তোমার এ সমর গৌরব
গাহিবে অনন্তকাল
পৃথিবীর ইতিহাস।

ক্ষমা কর কহিয়াছি
কটু যাহা।
বিধি বিড়ম্বনা—
কি করিবে,
ধর চক্র কর উত্তোলিত
আনিও না হৃদয়ের দুর্ব্বলতা।

কর্ণ। ভীত নহে কর্ণ
মৃত্যু ভয়ে।
রণোত্তম মম আছে
অবিকম্প স্থির।
কিন্তু ভাবিতেছি শুধু
ভাগ্যলিপি।
ইহা নহে তুচ্ছ দুর্ব্বিপাক—
ব্রহ্মশাপ।
মেদিনী করিল চক্রগ্রাস,
আজি মোর শেষ দিন।
কুক্ষণে লভিনু জন্ম,
মাতৃস্নেহে বঞ্চিত অভাগা
হনু নির্ব্বাসিত।
বাঁচিনু যদ্যপি,
হীন সূতগৃহে হইনু পালিত।
সূর্য্যের তনয়
সূত পুত্র নামে বিঘোষিত।

মাতা পিতা রহিল অজ্ঞাত
অন্যে করিলাম পিতৃ সম্ভাষণ।
রহস্যের আবরণে রহিল আবৃত
জীবনের ইতিহাস।
হায় জানিতাম যদি
পাণ্ডব অগ্রজ আমি!
গেনু গুরুগৃহে,
প্রাণান্ত সেবায় তুষিয়া ভার্গবে
লভিনু অপূর্ব্ব অস্ত্ররাজি।
বিধি বিড়ম্বনা!
ভাগ্য দোষে
লভিলাম অভিশাপ—
বিস্মৃত হইব অস্ত্র
প্রয়োগের কালে।
পিতৃ দত্ত কবচ কুণ্ডলে
ছিল অঙ্গ সুরক্ষিত,
ছিলাম অজেয় রণে,
দুর্ভেদ্য কবচ
হরিল বাসব ছদ্মবেশে।
ধর্ম্ম রক্ষা তরে
নিজ করে আপনার প্রাণ
দিনু উপাড়িয়া।
ধিক্ ধর্ম্মে—ধিক্ বিধাতায়!

করিনু প্রতিজ্ঞা
একা বধিব পাণ্ডবে।
অনন্ত অপরাজেয় অস্ত্র অধিকারী,
অসাধ্য ছিল না কিছু।
তুচ্ছ পঞ্চভ্রাতা—
পারি দেবরাজে পরাজিতে।
স্বার্থপর জননী আসিল,
দিল পরিচয়
পুত্র আমি তার,
স্নেহছলে ভিক্ষা মাগি নিল
অন্য পুত্র প্রাণ।
বাঁধিল আমারে পণের শৃঙ্খলে
মরণের তরে।
ধিক্ নারী—
ধিক্ মাতৃত্বে—
কিম্বা ধিক্ ভাগ্যে মম।
করিনু সঙ্কল্প
ছাড়ি অন্য ভ্রাতা
বধিব অর্জ্জুনে শুধু।
বীর্য্যে, বাণে, বিক্রমে, পৌরুষে,
পরাজিনু তারে।
চমৎকৃত হইল দেবতাবৃন্দ
ভীত ত্রস্ত ভগ্নব্যূহ

পাণ্ডব বাহিনী,
লুটিল ফাল্গুনী কৃষ্ণক্রোড়ে।
ক্ষণমাত্র—ক্ষণমাত্র আর
চলিত যদ্যপি রথ!
পাষাণী মেদিনী
ল'য়ে ব্রাহ্মণের কোপ
গ্রাসিল করাল গ্রাসে
রথচক্র মম।
জন্মে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে,
ভাগ্য বিধাতায়
শত ধিক্—শত ধিক্।   (রথ উত্তোলনের চেষ্টা)
(কর্ণ বধোন্মুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ   ধিক্ ধর্ম্মে নহে,
নহে বিধাতায়
কর্ম্মে তব শত ধিক্।
ধর্ম্ম বিধি করি পরিহার
ছিলে মত্ত কর্ম্মস্রোতে
অন্যায় অধর্ম্মময়,
আজি তার শেষ পরিণাম।

কর্ণ।   রথ মম অকর্ম্মন্য
দেখিছ ফাল্গুনী,
রণনীতি হইয়া বিস্মৃত
করিও না অস্ত্রক্ষেপ,

দাও ভিক্ষা ক্ষণমাত্র অবসর
উত্তোলিতে রথচক্র।
বীর ধর্ম্মে ক্ষমাযোগ্য আমি।
বীর যাচে নীতি সিদ্ধ ক্ষমা
বীরের সমীপে।
অস্ত্রহীনে রথহীনে অস্ত্রক্ষেপ
নহে বীর নীতি জানত বীরেন্দ্র।
(অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল)

শ্রীকৃষ্ণ। বীরযোগ্য ব্যবহার
যাচিতেছ বসুসেন
করি উল্লঙ্ঘন বীর ধর্ম্ম চিরদিন ?
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান তব
জতুগৃহ দাহ কালে ?
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান
কুরু সভা মাঝে
দ্রৌপদীর বসন হরণে ?
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান
অক্ষক্রীড়া কালে,
ছলে যবে পাঠাইলে
বন মাঝে ধর্ম্মরাজে ?
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান
অভিমন্যু বধ কালে ?
সপ্তরথী মিলি

নিরস্ত্র বীরেন্দ্র শিশু
করিয়াছ হত্যা জল্লাদের সম—
সে কি ধর্ম্ম যুদ্ধ ?
সে কি বীরযোগ্য ব্যবহার ?
ধর্ম্মনীতি করিয়া আশ্রয়
হতেছ করুণা প্রার্থী
চিরদিন ধর্ম্মে করি পদাঘাত।
বীর্য্যবান পশু তুমি,
তাই আজি ধর্ম্মযজ্ঞভূমে
যজ্ঞ বলি রূপে বধ্য তুমি
কর্ম্মযূপে ;
পশু সম হইবে নিহত।
হত্যা কর—হত্যা কর ধনঞ্জয়

কর্ণ। যাচি পুনরায় ক্ষমা
কিরীটীর পাশে।
নহে প্রাণ ভয়ে—
মাত্র ধর্ম্ম যুদ্ধে
দেখাতে জগতে
চিরদিন সূত পুত্র বলি
হেয় চক্ষে হেরেছিলে যারে,
তার কাছে বীর্য্য কিরীটীর
শিশুর কুর্দ্দন।
কেশব কিরীটী

নহে সমকক্ষ কভু
কর্ণের—রবি তনয়ের।
যথার্থই রবিসুত আমি ফাল্গুনীর।

শ্রীকৃষ্ণ। বিমূঢ় হয়োনা পার্থ
বাক্‌জালে,
কর অস্ত্রক্ষেপ।
বিধির বিধান—
রথচক্র গ্রাসিবে পৃথিবী যবে
বসুসেন প্রাণ ছাড়িবে মেদিনী।

অর্জ্জুন। রথ চক্র করিয়াছে গ্রাস
মেদিনী জননী,
দেবতার দল রহিয়াছে
উদগ্রীব হইয়া
হেরিতে নিধন তব।
ওই সূর্য্য একাগ্র নয়নে
রহিয়াছে চাহি অপেক্ষায়,
স্বয়ং কেশব ধর্ম্ম রক্ষা তরে
চাহেন সংহার তব,
অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু অসহায়।
কৃষ্ণের আদেশ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি
শেষ হোক তোমার জীবন।

(অস্ত্রত্যাগ ও কর্ণের পতন)।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

দ্রৌপদী আসীনা।

দ্রৌপদী। ঘোর নিশা সূচীভেদ্য।
নিদ্রিতা প্রকৃতি,
নিদ্রিত শিবিরবাসী সবে।
কাল শুধু রয়েছে জাগ্রত
সাক্ষী সম বিস্তারি প্রশান্ত চক্ষু,
সুপ্তি মায়াজালে আবরি জগত জীবে।
কর্ম্মে রত জীব নিত্য পড়ে ঘুমাইয়া,
নিত্য পুনঃ ভাঙ্গে ঘুম
আরম্ভিতে কর্ম্ম অসমাপ্ত।
নাহি ভাবে মনে
একদিন ভাঙ্গিবে না ঘুম আর,
হ'তে পারে এই ঘুম
চির নিদ্রা তার।
যাঁর বক্ষে, যাঁহার আশ্রয়ে,
যাঁর উদ্বোধনে মত্ত হয় কর্ম্মরণে,
বলেনা'ত তারে—দাও প্রভু
তোমার বিশাল চৈতন্য বক্ষে স্থান
পড়ি ঘুমাইয়া।

কর্ম্মক্লান্ত কায়া
আবল্যে পড়িছে ঢলি,
দাও নাথ দাও বুকে স্থান।
ঘুম সেথা জাগরণ, মৃত্যু সেথা অমর জীবন,
ত্যাগ সেথা মহা প্রাপ্তি,
নিষ্কাম সেখানে পূর্ণ মনষ্কাম।
এস প্রভু—এ নিস্তব্ধ ধরা বক্ষে
দ্রৌপদীর বক্ষ হয়নি নীরব নাথ,
কামনার কোলাহল যায়নি মুছিয়া,
চাহিছে মঙ্গল আত্মীয়ের।
তবু এস—কামক্লিন্ন ভীতি-বিক্ষোভিত
জীবত্বের মায়া কুজ্ঝটিকা
ঘোচে নাই—তবু নাথ এস।
প্রভাত হইলে তবে ভানুর উদয়
নাহি হয় প্রভু,
ভানুর উদয়ে তবে হয় সুপ্রভাত।
অজ্ঞান ঘুচিলে নাহি হয় জ্ঞানের উদয়,
জ্ঞানের উদয়ে তবে ঘোচে অজ্ঞানতা।
মায়াজাল ছিন্ন হ'লে
পরে, তবে তুমি আস—
মিথ্যা কথা,
তুমি এলে তবে ঘোচে
মায়া মায়াময়।

তাই এস—এস জীবন সর্ব্বস্ব—
এস প্রিয়—এস প্রাণ—এস সখা মোর।
এস বাঞ্ছিত চির সঞ্চিত প্রীতি
নিতে নাথ—এস হে
এস লুণ্ঠিত পাপ সিঞ্চিত
দীন বঞ্চিত সখা হে। (ধ্যানস্থ)

(বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ)

বিশ্ব। (স্বগতঃ) তা'ত জানি, ডাইনের চোখে ঘুম নেই, চোরের ঘুম নেই, লম্পটের ঘুম নেই, আর জগন্নাথের ঘুম নেই। ঐ দেখ হজমী মন্তর আওড়াচ্ছে! দুনিয়ায় মানুষ খেতে আর বাকী রাখলে না। দ্রোণ, কর্ণ, শল্য আর কেউ নেই, দুর্য্যোধন ত মাঠে পড়ে রক্ত তুলছে। ওপাশ সব মুছে খেয়েছেন তবু মন্তর পড়ে খিদে করচে। ডাকচে গো—পাখীগুলো যেমন মুখে করে খাবার নিয়ে এসে বাচ্ছাগুলোকে ডেকে ডেকে খাওয়ায়, তেমনি ঠাকুরটীকে ডাকচেন। তবু কিন্তু ওকে না দেখে থাকতে পারিনি, তাকেও না ডেকে থাকতে পারিনি। (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) মা চক্ষে কি ঘুম নেই মা? এত রাজারাজড়া ঘুমুলো, এই দলে যে কটা গরীবের বাছা আছে তাদের রেহাই দাও না? মা পাঁঠা দেব, মহিষ দেব, মেষ দেব, ঠাণ্ডা হও মা, দুকুল খাকী জগজ্জননী।

দ্রৌপদী। (সচকিতে) কে ও ব্রাহ্মণ বিশ্ববুদ্ধি?

বিশ্ব। হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি মা, বিশ্ববুদ্ধি কোন চণ্ডাল।

দ্রৌপদী। কি হয়েছে ব্রাহ্মণ—এত রাত্রে সবাই নিদ্রিত,
এখানে একেলা আমি, তুমি কেন এলে ?

বিশ্ব। তুমি একলা এক নিমেষও নয় মা। সে জগন্নাথ তোমার আঁচল ধরে ঘুরছে। জোড় খুলতে পারলাম না মা—দেশটাও শ্মশান হ'য়ে গেল।

দ্রৌপদী। ইচ্ছা তাঁর কাল পূর্ণে
সকলই বিলয় হয়
অঙ্গে তাঁর জলবিম্ব সম।
পুনঃ উঠে ফুটি ইচ্ছায় তাঁহার,
তাই তিনি জগতের নাথ।

বিশ্ব। আচ্ছা তবে এই যে এত লোক ম'ল এসব কোথায় গেল ?

দ্রৌপদী। কোথা আছে অন্য স্থান আর ?
সকলের আশ্রয় শ্রেয়স্কর
বিশ্বম্ভর তিনি,
আছে সবে অব্যক্ত অঙ্গেতে তাঁর।

বিশ্ব। (অবাক্ হইয়া) কই মা। এই ত পরশু দিন হন্ হন্ ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ঠাকুর যেমন তোমার শুঁটকো কালো হাড় বের করা ধিনিকেষ্ট তেমনই ত রয়েছেন। একটু মোটাও ত হয়নি। আহা অতগুলো মানুষ গায়ে জুড়ে গেল বলছ, মোটা হ'ল না, একি ছেলে ভুলান কথা ?

দ্রৌপদী। হে ব্রাহ্মণ উহা তাঁর ক্ষুদ্র নররূপ।
নর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ
ভূভার হরণে হৃষীকেশ।

আছে অন্যরূপ তাঁর,
অরূপ সে অপরূপ বিশ্বব্যাপী—
বিশ্ববিশ্ব রচিত তাহাতে।
হ্রাস বৃদ্ধিহীন নিত্যপূর্ণ নির্ব্বিকার,
প্রতি বিশ্ব অনু মাঝে দ্রষ্টা দামোদর।

বিশ্ব। শুধু দামোদর নয়রে আঁটকুড়ীর বেটা। হিঞ্চে কলমীর দাম সেত খানায় ডোবায় ধরে। শালোদর, সেগুনোদর, পাঁহাড় পর্ব্বতোদর, জলোদর, স্থলোদর, অনলোদর, আকাশোদর— আঃ বেটার পেট ফাঁপে না গা? (ক্ষণেক চুপ করিয়া) আর দেখ মা ঐ যে বল্লে বিশ্বব্যাপী, তা তোমায় বল্‌তে কি, বিশ্বব্যাপী কিনা বুঝতে পারিনি। তবে যখন ডাকি—খুড়ী যখন সে পেয়ে বসে, তখন বেশ বুঝতে পারি সে বিশ্ববুদ্ধির অন্তর ব্যেপে নিয়েছে বটে—বিশ্ববুদ্ধিব্যাপী। ঐ—প্রাণটার ভিতর ঐ আকাশের মত দেখতে পাচ্ছি। আঃ জগন্নাথ জগন্নাথ!

দ্রৌপদী। মহা সত্য কহিলে ব্রাহ্মণ।
বিশ্বের প্রত্যেক বুদ্ধিবলে
হন তিনি আভাসিত।
বুদ্ধিযোগে রূপ তাঁর হয় প্রকটিত।
ডাক বার বার ঐরূপে
অচিরে ঘুচিবে মোহ।

বিশ্ব। তা দেখ মা তোমায় খুলে বলি। আমি ও যদুপতিটীর কাছে ঘেঁসতে পারিনি। কেমন ভয় করে, দেখতে পেলেই পাশ

কাটিয়ে সরে পড়ি। জ্যান্ত রাক্ষস কিনা। আমি কিছু চাইব না, শুধু দয়া ক'রে আমার বুক থেকে বেরিয়ে যেতে বলব। যখন ব্রাহ্মণীর কাছে থাকতুম তখন তাঁর চিন্তায় পেটের ভাত চাল হ'য়ে যেত। এখন ওঁর ভাবনায় আমার খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই। দিন রাত্তির প্রাণটা হাঁচড় পাঁচড় করলে মানুষ কতক্ষণ বাঁচবে মা।

দ্রৌপদী। কেন তবে ডাক তাঁরে ?

বিশ্ব। আপনি আসে, আপনি ডাক এসে যায় গো। সে সময়টা কেমন কি একটা হয় সুখের মত, না নেশার মত, না আলোর মত—আঃ কি পাগল ঘোঁড়াই বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেখ এখন একটা যুক্তি করেছি, এই পূজো করলে ত দেবতারা সন্তুষ্ট হয়, তা আমি মনে করেছি ওকে পূজো ক'রে তাড়াব। কি ক'রে পূজো কর মা তোমরা ? খালি ফুল ফল একটু নৈবেদ্য ধূপ ধুনা এইসব হলেই হবে ত ?

দ্রৌপদী। কেন চাহ তাড়াইতে ?

বিশ্ব। আরে হয় আসুক নয় সরে পড়ুক। এমন জালে লাউ গাঁথা হ'য়ে কি মানুষ বাঁচে রাক্ষসী ?

দ্রৌপদী। বুঝিলাম অবস্থা তোমার বিপ্রবর
মুগ্ধ তাহে তুমি।
সজীব প্রত্যক্ষবৎ হেরিতেছ কর্ত্তব্য তাঁহার
এ ভীষণ রক্ত রঙ্গে,
ঘোর কালধর্ম্ম তাঁর
উদ্ভাসিত বক্ষে তব

বিমিশ্রিত প্রীতি সনে।
সরল বিশ্বাসী তুমি,
পাবে সরল বিশ্বাসে।
পত্র পুষ্প ফল যাহা পাও,
ভক্তিভরে দাও
করিবেন সাদরে গ্রহণ।

বিশ্ব। ভক্তিও বুঝি না, তোমার ভয়ও বুঝি না। বলি এই সিদে কথায় নিতে বলব, যা থাকে কপালে। ও দুকুল খেকোর সঙ্গে এবার আমার বোঝা পড়া।

দ্রৌপদী। যাও বিপ্রবর
চিত্ত একান্ত উদ্বিগ্ন মম পুত্রগণ তরে।
কৃষ্ণশূন্য এ শিবির আজি
স্বয়ং শঙ্কর রক্ষিছেন দ্বার।
আছে গুরু অমঙ্গল
লুক্কায়িত আমার ললাটে
এ রণের অবসানে,
বলেছেন প্রভু।
যাও, পুত্রগণে দেখে আসি। (প্রস্থান)

বিশ্ব। বারে মায়া, বারে আমার পুত্তুর স্নেহ! ও বেটী কি রাক্ষসী? এইবার এইদিকে ঝোঁক। তা হলেই দুকুল ফাঁক। পালাও বিশ্ববুদ্ধি আর নয়। ডাইনি আপনার ছেলেকেও ফাঁক দেয় না—আমি ত পাতান ছেলে। তার নাম কৃষ্ণ আর ওঁর নাম কৃষ্ণা, শুধু আকারের তফাৎ। প্রভুকে যে ডাকে সেও গুণে

মনে প্রাণে সেই রকম হ'য়ে যায়, থাকে শুধু আকারের তফাৎ।
যে কৃষ্ণ বলে সেই কৃষ্ণ হয় রে বাপ! আর নয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির সম্মুখ।

অশ্বত্থামা ও দ্বারীবেশে মহাদেব।

অশ্বত্থামা। সুপ্ত বিশ্ব, সুপ্ত তরুরাজি,
নিস্তব্ধ আকাশ
স্তব্ধে রহিয়াছে চা।হ,
স্তব্ধ বায়ু, স্তব্ধ অরণ্যানী,
স্তব্ধ গিরি শৃঙ্গ উত্তোলিয়া
নীরবে হেরিছে
চৌর গতি মোর।
সুপ্ত প্রাণ নীরবে নিস্তব্ধে
রৌরবের ছবি দিতেছে আঁকিয়া হৃদে
(উল্কাপাত দৃষ্টে) ঝরিল নক্ষত্র শিরে
কাঁপিল অন্তর,
কাঁপিয়া উঠিল কেন জানি
বজ্র ধনু করে।

বুঝি নহে বীরযোগ্য,
কার্য্যে আমি ব্রতী।
বীরধর্ম্ম অরিক্ষয়,
রণে বা কৌশলে শত্রুর নিপাত
বীরত্বের বিজয় নিশান।
তবে কেন কম্পিত চরণ ?
(বিচরণ করিয়া) জন্ম বিপ্রকুলে,
ছাড়ি ব্রহ্মপদ সেবা—
ব্রাহ্মণের অক্ষুণ্ণ ধরম
জীবক্ষয়ে কাটানু জীবন।
(পুনঃ উল্কাপাত) ঐ পুনঃ ঝরে উল্কা,
যেন কার পদশব্দ
বক্ষে মোর হতেছে ধ্বনিত।
(চারিদিকে চাহিয়া)
প্রতিপদে হইতেছি অগ্রসর
পাপের পঙ্কিলার্ণবে।
কেন—কেন যাব ?
পারি ফিরে যেতে,
পারি ছাড়ি ধনুঃশর লইতে শরণ
চরণ সরোজে তাঁর,
যিনি অন্তরে আমার
কহিছেন বজ্রস্বরে ক্ষান্ত হও
বিপ্রকুল কলঙ্ক পামর। (পশুপক্ষীর শব্দ)

(ঊর্দ্ধে বাণত্যাগ করিয়া)
চাহে দিতে জাগাইয়া চৈতন্য অন্তরে
"আরে বিপ্র ক্ষান্ত হও" বলি।
নাহি জানে ক্ষুদ্র জীব
কতদূর হইয়াছে
অগ্রসর পাপ পঙ্কে।
ঘনঘটা ছাইছে আকাশ,
তদপেক্ষা নিবিড় নীরদ
ছাইছে হৃদয় মোর।
আর কেন ধর্ম্মের বিজলী
থাকি থাকি উঠিছে জ্বলিয়া ?
সম্মুখে আমার পাণ্ডব শিবির,
ধীরে সন্তর্পণে হও পদ অগ্রসর।
কাঁপিও না ভুজদ্বয়,
স্থির হও হৃৎপিণ্ড।
চারিধার জনশূন্য,
কেহ নাহি ক্রূর এ মুহূর্ত্তে
অন্তরে কি এ বাহ্য জগতে
দিতে জাগাইয়া ধর্ম্ম দুর্ব্বলতা।
(অগ্রসর হইয়া) নিস্তব্ধ, কাল নিদ্রাছায়া
ঘেরিয়াছে মহাবিশ্ব।
শিবির সম্মুখে
রজত ভূধর সম

পাণ্ডবের তোরণ শোভিছে।
(অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ হইয়া)
না নহেত তোরণ—
বীরবপু পর্ব্বত সদৃশ—রুদ্রমূর্ত্তি !
জটাজাল বিমণ্ডিত শির,
ললাটে অর্দ্ধেন্দু ভাতি।
শিবমূর্ত্তি—সর্ব্বনাশ !
শিব আজ রক্ষিছে পাণ্ডব দ্বার।
যাই ফিরি,
অথবা ছাড়িয়া ধনু যাই যুক্তকরে
মহেশ্বর চরণ কমলে
মাগি লই ক্ষমা ভিক্ষা।
ঐ পুনঃ ধর্ম্মের বিজলী—
দূর হও দুর্ব্বলতা।
বীরসম করিয়াছি পণ—
বীরসম করিব সমর
হোক ব্রহ্মা বিষ্ণু কিংবা মহেশ্বর। (বাণক্ষেপ)
সত্য যদি মহেশ্বর
বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমি আজ দ্বারীবেশে
বদ্ধপণ রক্ষিতে পাণ্ডবে,
আশুতোষ তুমি,
স্মরিয়া তোমায়

পারি যেন পরাজিতে
তোমারে সমরে।

মহাদেব। ওহো সহসা ভাঙ্গিল ধ্যান।
যেন কোন দুষ্ট কীট
দংশিল হৃদয়ে,
না—না এ যে শর !
(হাস্য করিয়া) আরে কোন্ অল্পবুদ্ধি জীব
শত্রুভাবে আক্রমিছে মোরে ?
অবোধ মানব,
জগতের ধূলিকণা তরে
মোহান্ধ নয়নে না পায় দেখিতে,
মূর্ত্তিমান গুরু নিত্য সম্মুখে তাহার
উৎসুক রক্ষিতে তার
পাপ পথে গতি। (বাণ মুখব্যাদান করিয়া ভক্ষণ)
নিজ নিজ অহঙ্কার বশে
নাহি হেরে অচ্যুত গুরুর মূর্ত্তি
হৃদয়ে তাহার নিত্য অধিষ্ঠিত—
ধরিয়া ইন্দ্রিয় অশ্বের বল্গা
দৃঢ় করে, চালাইছে দেহরথ
কেন্দ্র অভিমুখে।
নিজ নিজ অহঙ্কার বশে
নাহি পশে শ্রবণে তাহার
শব্দহীন গুরুর আদেশ।

যেন জীব নিজেই করিছে
সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন।
তাই ঐ দ্রোণ পুত্র
নিবিড় আঁধারে এ ঘোর নিশীথে
কর্ত্তৃত্বের বিষমাখা বাণ
যুক্তকরি কামনা কার্ম্মুকে
হানিছে গুরুর বক্ষে
অব্যর্থ সন্ধানে।
হায় রে অবোধ জীব
পুনঃ পুনঃ কেন হান
কর্ত্তৃত্বের শর বৃথা মহাকাল মুখে।
জান নাকি কাল আমি—
সকল আমাতে লয়?
যতদিন জীবত্বের বিন্দুমাত্র ছায়া
রহিবে সঞ্চিত জীব কর্ম্মাশয়ে,
ততদিন না ছাড়িব,
করিব সকল গ্রাস
জীবের অলক্ষ্যে।
যতদিন নামরূপ কর্ম্ম সব
নদী সম না মিলে সাগরে,
ততদিন মহাকাল রূপে
হই প্রকটিত
জীবত্বে করিতে গ্রাস।

অথবা জীবত্বে করিতে পুনঃ
ব্রহ্মত্বে মিলন
সর্ব্বগ্রাসী কালরূপে রহি প্রকটিত
জীবত্বের দ্বারে।

অশ্বত্থামা। একবার, দুইবার, তিনবার
অব্যর্থ সন্ধানে করিলাম
লক্ষ্য মহেশ্বরে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য!
ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু যথা সাগরে মিলায়
তেমনি করিল গ্রাস
মুখ প্রসারিয়া।
করেছি প্রতিজ্ঞা আজ,
নিশ্চয় জিনিব রণ।
পিতৃহত্যা প্রতিশোধ
দিতে ধৃষ্টদ্যুম্নে আর যত
পাঞ্চাল পাণ্ডবে
আসিয়াছি গভীর নিশীথে।
এবে না করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ
কোন্ মুখে ফিরে যাব
দুর্য্যোধন পাশে?
দেখি পুনঃ করিয়া সন্ধান। (বাণক্ষেপ)
ব্যর্থ শ্রম—ব্যর্থ আয়োজন,—
ব্যর্থ হ'ল উদ্যম উৎসাহ।

একে একে সর্ব্ব অস্ত্র করিনু নিক্ষেপ
সকলি করিল গ্রাস
কাল অবহেলে।
আর না—কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার
হইয়াছে বিচূর্ণিত।
কর্ত্তৃত্বের অভিমান মাখা কর্ম্ম,
কিংবা জ্ঞানরূপী বাণ শত শত
করিয়া নিক্ষেপ
করিব তোমারে জয় ভেবেছিনু মনে।
তাই মোর বিফল প্রয়াস।
(চিন্তা করিয়া) ওহে, বুঝিয়াছি বিশ্বগুরো
মহেশ্বর তোমারই কৃপায়,
আশুতোষ নাম তব,
ভকতি সুলভ তুমি
তুষ্ট বিল্বদলে।
ঐ যে রয়েছে এক
পল্লবিত বিল্বতরু সম্মুখে আমার,
উহাই আমার বাণ। (বিল্বশাখা আ[illegible])
শুনিয়াছি তব মুখে
পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয় যেবা
ভক্তিভরে চরণে তোমার,
হোক্ দুরাচারী, হোক্ সে অজ্ঞান,
হোক্ কর্ম্ম হীন, তবু পায় সে

তব শ্রীচরণ অনায়াসে।
তাই উপাড়িয়া বিল্বতরু
রণস্থলে করিনু অর্পন—
করিনু অর্পন প্রাণ
বিল্বদল সহ তব শ্রীচরণে।
হে কাল প্রসন্ন হও,
দাও বিশ্বগ্রাসী শক্তি
বিনাশিতে দুর্য্যোধন অরি।
"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর।"
(বিল্বশাখা অর্পন)

মহাদেব। (সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া) কেরে তুই
করিলি হৃদয় ভেদ
বাণে কিম্বা প্রাণে।
অহঙ্কার বিষমাখা বাণ পরিহরি
প্রাণ সহ কেরে তুই দিলি
প্রিয় বিল্ব উপহার।

অশ্বত্থামা। (অগ্রসর হইয়া) আশুতোষ প্রণমি চরণে তব
দ্রোণ পুত্র আমি।
অন্তর্য্যামী তুমি সকলই বিদিত
কেবা আমি কেন আসিয়াছি।
কিবা তুমি নাহি জান ?
ছাড় দেব ছল,

হইয়া প্রসন্ন ছাড় দ্বার,
দাও হে অভয়,
পারি যেন করিবারে
প্রতিজ্ঞা পূরণ।

মহাদেব　　স্থপ্রসন্ন আমি আত্ম সমর্পনে তোর
ভক্তি বিল্বদলে।

অশ্বত্থামা　　বিশ্বনাথ!
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি,
আজি কেন সামান্য প্রহরী বেশে
পাণ্ডব শিবিরে?
প্রিয়াপ্রিয় ভেদ নাহি তব,
তুল্য ভাবে শত্রু মিত্রে
প্রভাব তোমার জানি চিরদিন।
কিন্তু আজ একি ব্যবহার!
রক্ষিতে পাণ্ডব চমূ
প্রহরীর বেশে শূল হস্তে
রয়েছ দাঁড়ায়ে তুমি নিজে
দ্বারদেশে।

মহাদেব　　সত্যবটে
প্রিয়াপ্রিয় ভেদ কিছু
নাহি মম কাছে।
কিন্তু জানিও নিশ্চিত
যেই জন প্রাণ দিয়া পূজে মোরে,

তাহার উপর
দয়ারূপে হয় প্রকটিত
অমোঘ প্রভাব মোর।
যারা হেরে শুধু কাল আমি,
বিশ্বের প্রলয় কার্য্যে নিয়ত নিরত,
তাহাদের কাছে সত্যই করাল
কালরূপে হই প্রকটিত।
যেই জন যেই ভাবে ভাবিবে আমায়
তার কাছে সেই ভাবে হইব উদয়,
নাহি কেহ দ্বেষ্য কিম্বা প্রিয় মোর।
শুন রহস্য ইহার।
শ্রীকৃষ্ণের সত্যজ্ঞানে,
সহজ সরল প্রাণের
সত্য আরাধনে বড়ই প্রসন্ন আমি।
তাই তাঁর অনুরোধে রণশ্রান্ত
পাণ্ডব সেনায় রক্ষিতেছি হইয়া প্রহরী।
গভীর সুষুপ্তিমগ্ন পাণ্ডব বাহিনী।
লভি কৃতার্থতা ভীষণ সমরে,
ক্লান্ত পাণ্ডব সাধক
আত্ম তৃপ্তি মোহে
এবে রয়েছে নিদ্রিত
ইচ্ছাশক্তি দ্রৌপদীর সহ।
আমি আজ প্রহরী তাদের।

অশ্বত্থামা।　　আশুতোষ—ভোলানাথ !
হইলে প্রসন্ন যদি পুত্রের উপর
ছাড় দ্বার দাও হে অভয়
পূরাও পুত্রের সাধ।
(ক্ষণপরে উত্তর না পাইয়া) আশুতোষ দিলে না উত্তর
দিলে না অভয়
কাতরে তনয় যাচে করুণা তোমার।
আশুতোষ নাম তব
কেন গিরিশের প্রায়
আছ স্থির অচল গম্ভীর।
হায় বুঝিলাম অধম সন্তানে
দয়া হবে না তোমার।
লও এবে তনয়ের প্রাণ।
আর কেন ?
যদি আশা না পূরাবে
দয়া না করিবে
তবে এই কলঙ্কিত ঘৃণিত জীবন ভার
কেন বৃথা রাখিব সংসারে।
এই লও তনয়ের প্রাণ।
(নিজ বক্ষে অসির আঘাত করিতে উদ্যোগ ও শিব কর্তৃক ধারণ)
মহাদেব।　　ক্ষান্ত হও বৎস।
দিনু ছাড়ি দ্বার,
এই লও অসি

ইহার প্রভাবে আজিকার
এ ঘোর সৌপ্তিক রণে হইবে বিজয়ী তুমি।
সঙ্গে তব সহায়তা তরে
দিনু আজি প্রথম নিকরে।
কর পূর্ণ কালের প্রভাব।
যাই আমি যথা আছে
চৈতন্য রূপিনী উমা পর্ব্বত নন্দিনী। (প্রস্থান)

অশ্বত্থামা। সার্থক ধরিলে নাম
গুরু আশুতোষ।
সহস্র প্রণাম তব যুগল চরণে;
পূর্ণ অভিলাষ—মহাক্রূর শক্তি
আসি জাগিল হৃদয়ে।
কাল আশীর্ব্বাদে সাধিব
এ কাল ক্রীড়া বিনা বিঘ্নে।
হোক ঘোষিত ভূবনে,
লইলে শরণ তাঁর
দেন সিদ্ধি তিনি
কু—সু কভু না করি বিচার। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর—রাত্রির শেষভাগ

ভগ্ন উরু দুর্য্যোধন অর্দ্ধশায়িত।

দুর্য্যোধন। বড় তৃষা !
কে আছ গো দাও বিন্দুবারি—
অসহ্য যন্ত্রনা !
আঃ প্রাণ যায়—বারি দাও—বারি দাও।
ব্রহ্মাণ্ড কি শূন্য ?
কেহ নাহি শুনিছে কি আর্ত্তের বিলাপ ?
(উচ্চৈঃস্বরে) কে আছ জল দাও।
(উচ্চহাস্যে) কে আছে—কে থাকিবে আর ?
করিয়াছি অগ্নিদাহে
বিদগ্ধ জনমণ্ডলী,
রাখিয়াছি অবশিষ্ট
কুরুকুলে নারীবৃন্দ শুধু জ্বলিবারে
বৈধব্যের অগ্নিদাহে।
করিয়াছি ভূমণ্ডল
অগ্নির দাহনে জ্বালাময়।
কেমনে থাকিবে হেথা
করুণার স্নিগ্ধ নীর
দিতে বারি অন্তিম শয্যায় দুর্য্যোধনে ?

(পুনঃ উচ্চহা) হাঃ হাঃ—একা আমি—একা আমি
শত্রু মিত্র হীন।
শূন্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ—
রাখিয়াছি শুধু ল'য়ে বক্ষে
কতিপয় শ্বাস,
করিবারে অভ্যর্থনা
মরণের দূতচয়ে।
একা আমি—একা আমি।
তাই কি—সত্য কি হয়েছি একা?
হৃদয় আমার করিয়া বমন
উত্তপ্ত রুধির স্রোত
বক্ষঃ হ'তে করেছে কি
বিলুপ্ত এ জগতের ছবি?
সাম্রাজ্য গৌরব,
বিজয় আকাঙ্খা,
যশঃ, দর্প, অরি মিত্র জ্ঞান,
সুখ দুঃখ মোহ ঈর্ষা দ্বেষ,
সব হয়েছে কি বহির্ভূত,
বিধৌত নির্ম্মল রাখি
অন্তরের স্থালী?
(উচ্চৈঃস্বরে) কিছু যায় নাই—সব আছে,
পারি নাই হইতে একাকী।
তাই একা হ'লে আসে সে একক সখা

অদ্বিতীয় জগতের হৃদয় বল্লভ।
তাই আসে নাই এখনও সে দিতে বারি
কাতর এ দুর্য্যোধনে। (রক্ত বমন)
যাও তপ্ত রক্তস্রোত—
ধুয়ে নিয়ে যাও হৃদয় হইতে
জগতের স্মৃতি।
একা কর—একা কর ক্ষণেকের তরে;
যাও—যাও হয়ে যাও বহির্গত
অস্থি, মজ্জা, মাংস, মেদ রস,
স্নায়ু মন—দূরে যাও দূরে যাও,
হও ছিন্ন ভিন্ন—
যাই আকাশের গায়ে মিলাইয়া
বিস্মৃতির সূচীভেদ্য অন্ধকারে।
একা কর—আঃ একা কর মোরে।
আসিবে কি একেশ্বর
সত্য সনাতন নির্ম্মল পুরুষ—
শুধু চকিতের মত
বারেক আসিবে কি গো!
নহে বারি দিতে—
নহে দিতে বুলাইয়া স্নিগ্ধ কর তব
পেষিত এ ক্রূর বক্ষে—
নহে ভাবিয়া শরণাগত
আতুর এ পাপ দুর্য্যোধনে।

শুধু এস—শুধু ভীম বজ্র সত্য স্বরে
ক'রে যাও নির্ঘোষিত
ক্ষীণ শক্তি শ্রবণ কুহরে মোর—
তোমারি মহতী ইচ্ছা হ'য়েছে পুরিত।
আর শুনে যাও শুধু মৃত্যু বিজড়িত স্বরে
কহি সমক্ষে তোমার—
" জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

(অসি হস্তে রক্তাক্ত বস্ত্রাবৃত পঞ্চমুণ্ডসহ অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

দুর্য্যোধন। ও কি, প্রতিধ্বনি ?

অশ্বত্থামা। প্রতিধ্বনি মহারাজ।
শব্দপাশে যথা প্রতিধ্বনি
তেমতি তোমার পাশে
সমাগত সখা তব,
দাস তব, গুরুপুত্র তব,
অশ্বত্থামা আমি।
প্রতিধ্বনি—প্রতিধ্বনি
যথা আনে শব্দ ফিরাইয়া,
করিয়া গম্ভীরতম ব্যাপ্ত দিক্ ভেদি,
আনিয়াছি আজ্ঞা তব

তেমতি হে কুরুরাজ

শত্রু বক্ষঃ ভেদি সত্যে করি পরিণত।

প্রতিধ্বনি—আমি তব স্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

দিক্‌চয় হইয়াছে প্রকম্পিত,

হইয়াছে উদ্বেলিত

ছিন্ন ভিন্ন গগনের হৃদি,

স্খলিত হয়েছে গগনের বক্ষঃ হ'তে

অসংখ্য নক্ষত্র পুঞ্জ,

শ্বাসে বহিয়াছে প্রভঞ্জন,

দন্তের পেষণে হইয়াছে শত বজ্রাঘাত,

অসি বিঘূর্ণনে ঘটিয়াছে অসংখ্য চপলা নৃত্য,

রক্তধারে পাণ্ডবের হয়েছে মুষল বৃষ্টি।

কাল সাধনায় মম

কাল উদযাপনে

ধরেছিনু কালমূর্ত্তি,

সাক্ষাৎ কৃতান্ত কাল আসি তাই

দিয়াছিল ঢালি কালশক্তি।

সেই কালশক্তি

এখনও বহিছে হৃদয়ে।

আনিয়াছি উপহার

শির পাণ্ডবের

দিতে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি রাজা।

লহ শির পঞ্চ পাণ্ডবের।

দুর্য্যোধন। কে ও কে তুমি ?

অশ্বত্থামা। শুভক্ষণে হ'লে কি বধির ?
আমি অশ্বত্থামা
পাণ্ডবের কাল।
আনিয়াছি পাণ্ডবের পঞ্চশির,
লহ সখা তার শেষ উপহার।
এখনও ঝরিছে রক্ত পেশী আকুঞ্চনে,
এখনও রয়েছে অবিকৃত।
(উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ পারে দংশিতে তোমারে
পাইলে সুযোগ।
সাবধানে লহ একে একে।
অন্ধকারে এখনও জ্বলিছে চক্ষু
ক্রোধ দীপ্তি মাখা।

দুর্য্যোধন। (ঈষৎ উঠিয়া) কে তুমি ?

অশ্বত্থামা। আহা ভাগ্যদোষে মোর
হ'য়েছ বধির।
কীর্ত্তি মম রবে কি অপুরস্কৃত ?
ভাষার আকারে হবে নাকি
উচ্চারিত দুটো কথা প্রসংশার ?
আমি অশ্বত্থামা—
শুন ভাল ক'রে,
দ্রোণ পুত্র পাণ্ডব ঘাতক।
আজ্ঞা তব অক্ষরে অক্ষরে

করেছি পালন—
ধরণী পাণ্ডব শূন্য।

দুর্য্যোধন। (অর্দ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া) কে তুমি?'

অশ্বত্থামা। (উচ্চৈঃস্বরে) অশ্বত্থামা
সহ পঞ্চ পাণ্ডবের শির।
পেলে কি শুনিতে?

দুর্য্যোধন। (যথা শক্তি দাঁড়াইয়া) একবার
পার কি ধরিতে বক্ষে
ভগ্ন পদ দুর্য্যোধনে
দিতে কণ্ঠে বারি বিন্দু।

অশ্বত্থামা। তবে পেরেছ বুঝিতে।
ধন্য হনু,
সখা ভাবে চাহ দিতে আলিঙ্গন।
এস বক্ষে কুরুকুল চূড়ামণি,
দিই কণ্ঠে তব
পাণ্ডবের তপ্ত রক্ত ধারা,
করি পান লভ পঞ্চ প্রাণ ফিরাইয়া। (বক্ষে ধারণ)

দুর্য্যোধন। নাহি জানি কেবা তুমি
মিত্র কিম্বা অরি।
যেই হও বক্ষে তব
লভিয়া আশ্রয়
হইয়াছি কথঞ্চিত প্রশমিত।
দীর্ঘজীবী হউক পাণ্ডব।

অশ্বত্থামা। (দুর্য্যোধনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া সচকিতে)
মরণের মোহে
পার নাই চিনিতে এখনও।
আমি শত্রু নহি তব
আসি নাই করিতে ছলনা,
সত্য আমি প্রিয় সখা অশ্বত্থামা।
এস বস মম অঙ্ক পরে,
দিই একে একে পাণ্ডবের শির। (ক্রোড়ে ধারণ)

দুর্য্যোধন। ওহো অশ্বত্থামা!
হয়েছিল বিস্মরণ ক্ষমা কর।
পার দিতে বারি বিন্দু—
বিন্দু মাত্র বেশী নহে
পার দিতে সখা?

অশ্বত্থামা (স্বগতঃ) দুরদৃষ্ট!
(প্রকাশ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি)
ভাল এখনি আনিব বারি।
এখনও মেটেনি তৃষা?
সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন,
বৃকোদর, যুধিষ্ঠির,
নাহি আর ইহধামে—
এখনও মেটেনি তৃষা?
হস্তিনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক;
আছে শূন্য

লইতে তোমারে বক্ষে শুধু—
এখনও মেটেনি তৃষা ?
রয়েছ জীবিত,
চেতনা তোমার হয়নি তো বিনিদ্রিত।
যদ্যপি অশক্ত তুমি
চল বক্ষে করে ল'য়ে যাই
ক্ষণেকের তরে বসাইতে শূন্য সিংহাসনে,
শুনাইতে চারণের গীতি।
ধরণী পাণ্ডব শূন্য—
এখনও মেটেনি তৃষা ?

দুর্য্যোধন। পার দিতে বারি ?

অশ্বত্থামা। আঃ দুরদৃষ্ট !
ভাল ভাল
আনি বারি আগে।

(দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জল আনয়ন, প্রদান ও পুনরায় দুর্য্যোধনকে ধারণ)

হইলে কি পরিতৃপ্ত ?

দুর্য্যোধন। উষ্ণ বারি বড় সখা
রুধির আস্বাদ।
নাহি স্নিগ্ধ বারি ?

অশ্বত্থামা। পাণ্ডব নিধন বার্ত্তা
স্নিগ্ধতম বারি তবপক্ষে দুর্য্যোধন,
কর পান শ্রবণ কুহরে।

দুর্য্যোধন। হউক পাণ্ডব দীর্ঘজীবী।
পাব বারি মরণান্তে
শান্ত আমি সখা।
দীর্ঘজীবী হও
দিয়াছি অশেষ ক্লেশ ক্ষমা কর।
যাও চলে আপন আগারে
একা রাখি আমারে এ অন্ধকারে।

অশ্বত্থামা। (সচকিতে) মরণ প্রস্থানে
হইয়াছ অগ্রসর বলি
ভুলেছ কি মর্ম্মের দাহন ?
শত সহোদর হইল নিহত
যাহাদের অত্যাচারে,
সাম্রাজ্য বিশাল শ্মশান করিল যারা,
কুরুরক্তে যারা করেছে তর্পন,
নিধন সংবাদ সেই পাণ্ডবের
পারেনি ফোটাতে সুক্ষীণ আনন্দ রেখা
হৃদয়ে তোমার ?
কৃষ্ণ সুরক্ষিত মহাবীর পঞ্চভ্রাতা
একা—একা আমি করেছি সংহার,
এ সংবাদ পারেনা ফিরাতে
একটী শান্তির শ্বাস ?
ক্রূর !
শুধু বল—মিথ্যা করে বল

হইয়াছ আনন্দিত তুমি।
বল—বল একবার—
ধন্য বীর অশ্বত্থামা অতুল ভুবনে
মেরেছে পাণ্ডবে একা
কৃষ্ণ সুরক্ষিত।

দুর্য্যোধন। করুন পাণ্ডবে কৃষ্ণ অজেয় অমর।
দেখ অশ্বত্থামা,
সমরের কোলাহলে হ'য়ে নিমজ্জিত
হয়েছিনু বিস্মরণ,
আত্মীয়তা ব'লে আছে এক অমরবেদন
দিতে শান্তি বারি মর্ম্মদগ্ধ জীবে।
দেখ পড়ে মনে বাল্যকাল—
দিবাভাগে বৃকোদর সহ
করিয়া কলহ
ক্রোধ ভরে ফিরিতাম নিজ নিজ মাতৃ পাশে।
ঘুমঘোরে হেরিতাম ভীমে
যেন ডাকিছে আমায়।
দ্রুত ত্যজি মাতৃক্রোড় সন্তর্পনে
উষার আলোক ঈষৎ প্রকাশ হ'লে
যাইতাম গৃহপার্শ্বে তার,
ডাকি চুপে চুপে জাগাতাম।
দুইজনে আসিয়া বাহিরে
আঁধার মিশ্রিত ক্ষীণ আলোকের মাঝে

চাহি পরস্পর মুখপানে
থাকিতাম দাঁড়াইয়া।
কভু সে কভু এ অভাগা
পূর্ব্ব নিজ অত্যাচার স্মরি
আর করিব না বলি যাচিতাম ক্ষমা।
কোথা হ'তে পূত আত্মীয়তা
বারির আকারে ঝরিত নয়নে।
হায় সেই দিন !
এক শত পঞ্চ ভ্রাতা মোরা
গর্ব্বে কহিতাম।
ভায়ে ভায়ে কলহ করিয়া
যাইতাম যুধিষ্ঠির পাশে
পাইতে মীমাংসা।
ওহো সেই দিন !
বয়সের সনে কূট বিষয় বিপাকে
দিয়াছিল মোহ আবরণ
ঢাকিয়া সেই আত্ম বিনিময়।
ইচ্ছা হয় পেলে ফিরাইয়ে
সেই পবিত্র শৈশব
পেতে পুনঃ পাণ্ডবে সোদর সম।
ঘোর রক্ত প্লাবনের পর
আজ মরণের পূর্ব্বক্ষণে
খুঁজিয়া পেয়েছি পুনঃ

সে পবিত্র আত্মার বন্ধন।
এবে মরণের ক্লান্তি ল'য়ে
শত ভ্রাতা মোরা
অগণিত আত্মীয় স্বজন সহ,
হ'য়ে রুধিরাক্ত কাতর তৃষ্ণায়,
যেতেছি চলিয়া জীবনের পরপারে।
নির্ম্মূল কৌরব বংশ রুধির সম্বন্ধে।
রহিল পাণ্ডব শুধু।
অসহায় অনাশ্রয়
সে ঘোর আঁধারে,
ভরসা হৃদয়ে পাণ্ডব ভ্রাতারা দিবে বারি
তৃপ্তি মাখা করিয়া তর্পন।
কিম্বা যদি যাই স্বর্গধামে,
বীরোচিত মৃত্যু লভেছি সমর-ক্ষেত্রে বলি,
হেরিব সে দূরদেশ হ'তে
বাণ সঞ্চালনে যারা করেছিল বক্ষ ভেদ,
পুনঃ তারা পেয়েছে ফিরায়ে
সেই পুণ্য আত্মীয় বন্ধন।
আত্মীয় ভাবিয়া পুনঃ
সেই ভ্রাতৃবৃন্দ মোর
জীবনের অংশীদার,
ঢালিয়া স্নেহাশ্রু করিবে তর্পনে তৃপ্ত।
দীর্ঘজীবি হউক পাণ্ডব।

সখা হেরি এ মোহন দৃশ্য
বড় সাধ প্রাণে।

অশ্বত্থামা। (বিদ্রূপ স্বরে) পেতে পার বারি
পাণ্ডবের পুত্র হ'তে।
কিন্তু রাজা দুর্ভাগ্য তোমার
নিহত পাণ্ডব।
ঢাল যত পার শোকাশ্রু
পাণ্ডবের তরে।

দুর্য্যোধন। অসম্ভব পাণ্ডব নিধন সখা
ক'রনা বিদ্রূপ।
শ্রীকৃষ্ণ সারথী
অজেয় পাণ্ডব ত্রিভুবনে।
যাও গৃহে যাও,
দিও মোর শেষ বার্ত্তা যুধিষ্ঠিরে
পার যদি।
যাঁর ইচ্ছাবশে বিজয়ী এ রণাঙ্গনে,
তাঁরই ইচ্ছাবশে চলিয়াছি ছাড়ি এই মর্ত্তলোক।
তুল্য দোঁহে, গর্ব্ব কি আক্ষেপ
করিবার কিছু নাহি কারও।
দিও স্মরণ করায়ে
আমাদের পুণ্য আত্মীয়তা।
যাও গৃহে যাও,
সুখী হও ক্ষমা কর।

অশ্বত্থামা। হা প্রগলভ হা বধির !
অসম্ভব হয়েছে সম্ভব—
পাণ্ডব নিহত।
লহ পরীক্ষিয়া
একে একে পাণ্ডবের পঞ্চশির।
ধিক্—ধিক্ কর্ম্মে মোর,
ধিক্ বীরত্বে আমার,
ধিক্ মম কৃতকার্য্যতায়,
গৌরবের তিল মাত্র
নাহি যার অপেক্ষায়।
কিম্বা কিবা আসে যায়,
ক্ষীণ কণ্ঠে তব মরণের স্বরে
নাহি হয় যদি উচ্চারিত
বীরত্বের পুণ্য স্তুতি,
রবে জাগিয়া ভুবন,
দেবতা দানব যক্ষ
রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা
গাহিবে এ যশোগীতি,
যতদিন রহিবে এ ধরণী বক্ষে
মানবের ইতিহাস। (দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দিয়া)
যাও হও নিদ্রাগত
মরণের শান্তি ক্রোড়ে।

হউক সদ্‌গতি তব
করি আশীর্ব্বাদ।
শুধু জেনে যাও—
শুধু শুনে যাও—
চাহ যদি যাও পরীক্ষিয়া
আপন নয়নে নিহত পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। আঃ ভাঙ্গিও না নীরবতা
শেষ অনুরোধ,
রচিয়া মোহন গাথা
ক্রূর অসম্ভব কল্পনা লইয়া।

অশ্বত্থামা। তবে লহ—এই লহ শির কনিষ্ঠের
সহদেব বলি যাহারে জানিতে তুমি। (শির অর্পণ)

দুর্য্যোধন। (গ্রহণ পূর্ব্বক) ওহো সুকোমল শিশু শির।

অশ্বত্থামা। (দ্বিতীয় মুণ্ড লইয়া) ভাল লহ মস্তক কঠিনতর
ভাসায়েছি অকূলে নকুলে।

দুর্য্যোধন। (ঈষৎ সচকিতে) ওহো!
কোথা হ'তে ঘোর নিশাকালে
আনিলে হে বালকের ছিন্নমুণ্ড। আঃ—

অশ্বত্থামা। হাঁ হাঁ বালক—
দুরন্ত বালক।
কুরুরক্ত গ্রাসি মহারথী
ফাল্গুনীর শির লহ এইবার।
পদে দল—পদে দল

দন্তে কর নিষ্পেষিত—
লহ প্রতিশোধ রাজা।

দুর্য্যোধন। (গ্রহণ পূর্ব্বক) কি দিলে—
সচেতন আমি—সজীব এখনও
ক'রনা বিদ্রূপ।

অশ্বত্থামা। তবু অবিশ্বাস ?
গভীর নিশায়
সংগ্রামে করিয়া তুষ্ট কালে,
একা আমি করেছি নিহত সবে
পাণ্ডব শিবিরে।
পঞ্চ পাণ্ডবের দেহ হ'তে
নিজ করে করিয়া খণ্ডিত
আনিয়াছি এই পঞ্চশির।
বীরেন্দ্র রাজন্
বজ্রকরে তব আসিয়াছে
বীর যোগ্য বল পুনরায়।
ভাল এইবার পারিবে বুঝিতে ;
শত গদাঘাত তব
করেছিল উপেক্ষিত
মস্তক যাহার,
নিহত সে ভীম।
এই লহ শির তার
বজ্র সুকঠিন।

দুর্য্যোধন। (কাঁপিতে কাঁপিতে লইয়া)
দেখি—দেখি—আঃ দেখি—
দাও অন্য শির। (মুণ্ড করস্পর্শে চূর্ণ হইল)
শিশু, শিশুর শির।
(যথা সাধ্য উঠিয়া) কি করেছ কাহারে করেছ হত্যা ?
দেখি—দেখি—
দেখ—দেখ—অন্ধকার মাঝে জ্বাল চক্ষু
হে বিধাতা !
দাও বারেকের তরে চপলা জ্বালিয়া—
দাও ক্ষীণ আলোক রেখা
বারেকের তরে।
দাও গো দাও বিশ্বের পতি
ক্ষীণ আলো ক্ষীণ দীপ্তি—
শুধু মুহূর্ত্তের তরে জ্বালিতে নয়ন।
দাও গো—দেখি গো—কার শির—
সখা—সখা অশ্বত্থামা—
হে ব্রাহ্মণ !

অশ্বত্থামা। (সচকিতে ধীরস্বরে) না না—ভুল নহে।

দুর্য্যোধন। (মুণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে)
একটু একটু আলো !
কার—ভীম !
একটু আলো—একটু আলো—
জগন্নাথ, যেন পরিচিত,

যেন যেন—আলো দাও প্রভু,
দাও মুহূর্ত্তের তরে
ফিরাইয়ে নয়নের জ্যোতিঃ।
যেন যেন—অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা। কেন সখা হতেছ উন্মাদসম,
কি ভাবিছ, কেন কেন?

দুর্য্যোধন। (শির ঘুরাইতে ঘুরাইতে দৃষ্টি সঞ্চালন)
অশ্বত্থামা!
একটু—একটু আলো—
দেখ অশ্বত্থামা—
পরিচিত—না না—হাঁ হাঁ—
অশ্বত্থামা—অশ্বত্থামা—
যেন যেন যেন—
স্তন্যপুষ্ট কাল সর্প!
কাল সর্প কাহারে দংশেছ
কি করেছ—কি করেছ অকৃতজ্ঞ,
কি করেছ মিত্ররূপী অরি?
নিভাও—নিভাও বিধাতা,
চাই না আলোক আর।
নিভাও চেতনা—অন্ধ কর আঁখি,
দাও—দাও বিস্মৃতি ঢালিয়া;
চন্দ্র বংশ হয়েছে বিলুপ্ত।
এযে পাঞ্চালির পঞ্চপুত্র শির। (মুণ্ড দূরে নিক্ষেপ)

অশ্বত্থামা। স্বপ্ন না সত্য !

দুর্য্যোধন। (মুণ্ড উঠাইয়া লইয়া) সত্য—সত্য।
ওরে কাল সর্প নির্ম্মূল কৌরবকুল।
(মুণ্ড ফেলিয়া বক্ষে করাঘাত)
চিরদিন অন্নদানে
পালিলাম মিত্র ভাবি,
উপযুক্ত প্রতিশোধ তার !
ঘুচাইলি বারিবিন্দু আশা ;
কৌরব পাণ্ডব নির্ম্মূল নির্ব্বংশ।
(মুণ্ড উঠাইয়া বক্ষে ধরিয়া)
প্রিয় বংশধর, প্রিয় আত্মার
পরম আত্মা প্রাণ
ননীর পুতলী বৃন্দ,
সোহাগের কোমল প্রতিমা,
চন্দ্রবংশ শেষ চূড়া !
তস্করে করিল হত্যা।
আরে নহ তরে অরি পুত্র,
নহ তরে পর অন্য,
আত্মজ—আত্মার স্ফুলিঙ্গ কণা,
আয় বক্ষে আয়—
দেরে একটী চুম্বন !
একটী—শুধু একটী চুম্বন দে—
কুলঘাতী দুর্য্যোধনে। (চুম্বন)

কুলধ্বজ, কে দেবেরে বারি
তৃষাতুর কৌরবে পাণ্ডবে ?
পুত্র—পুত্র—পাঞ্চালীর অঞ্চলের নিধি !
অভিমানে শত্রু ভাবি রয়েছ নীরব,
কহিবে না কথা ?
জীবন সর্ব্বস্ব কৌরবের !
আর করিব না,
শেস হয়েছে সমর,
ফুরায়েছে রক্তক্রীড়া,
যেতেছে চলিয়া তাত
দুর্য্যোধন, নিষ্কণ্টক রাখি
সিংহাসন তোমাদের তরে।
দাও—দাও একটী চুম্বন
কর নারে অভিমান।
আর আর ঐ শোন—
ঐ করে হাহাকার
অগণিত আত্মীয় স্বজন
দাঁড়াইয়ে বারি হীন প্রেতভূমে ;
ঐ উচ্চরোলে ভেদিয়া গগন
ব্যাথিত করেছে কর্ণ।
ঐ দুঃশাসন বারি বারি করি
করিতেছে মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ ;
ঐ পিতৃলোক হয়েছে অস্থির।

ঐ পুণ্যলোক হ'তে
তীব্র শাপানল
আসিছে নামিয়া দহিতে আমায় ;
বল—বল জীবিত তোমরা।
কালসর্প—কালসর্প
এ কিরে দংশন !

অশ্বত্থামা। (দুর্য্যোধনকে বক্ষে ধরিতে উদ্যত)
শান্ত হও সখা।

দুর্য্যোধন। (প্রত্যাখ্যান করিয়া) দূরে যাও—দূরে যাও
পিতৃলোক বারি অপহারী—
দূরে যাও।
বিশ্বনাথ অনাথ শরণ
পতিতের পরিত্রাতা !
এস মিত্ররূপে মহাপ্রাণ।
হয়েছে নির্ম্মূল,
আর কেন জীবনের রেখা,
ইচ্ছা তব—ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক্।
হ'তে পারে করিয়াছি মহাপাপ,
হ'তে পারে মম পাপে
পিতৃলোক মম হইয়াছে কলঙ্কিত ;
ক্রূর, লোভী, সম্পদ-মোহান্ধ,
বর্ব্বর, অধর্ম্ম পূর্ণ দুর্য্যোধন,
করিয়াছে লিপ্ত পাপের কালিমা

পুণ্য চন্দ্রবংশ পরে।
কিন্তু সে ত জানে—
সে ত ভোলে নাই মুহূর্ত্তের তরে।
হোক্ যতই কলঙ্কী,
দাস সম পালিয়াছে
শুধু আজ্ঞা তব হৃষিকেশ।
জগতের প্রাণ !
তবু এত জ্বালা—এত দণ্ড—
অসহ্য যন্ত্রণা, পুত্র—পুত্র—
নির্ম্মূল করিনু পুণ্য চন্দ্রবংশ।
নিজ করে নিভাইনু
আপনার জীবন প্রদীপ।
পুত্র—পুত্র—জগন্নাথ—জগন্নাথ ! (মৃত্যু)

অশ্বত্থামা　(ক্ষণেক চুপ করিয়া)
শেষ—যাক্—তবে ভুল।
পাণ্ডব জীবিত—যাক্। (অস্ত্রাদি নিক্ষেপ)
বিধাতা জগন্নাথ।
হাঁ হাঁ আছে বটে।
নরকের সিন্ধু দুর্য্যোধন,
তবু বক্ষ হতে তার ফুটেছে ও কথা।
জগন্নাথ—আছে বটে।
হাঁ হাঁ—বিপ্রপুত্র আমি,
পুণ্য ব্রাহ্মণের বংশধর—

আছে বটে—জগন্নাথ !
চন্দ্রবংশ—ঠিক মিথ্যা বলে নাই,
নির্ম্মূল করেছি—ঠিক ভুল,
সত্য নির্ম্মূল করেছি।
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ শোণিত
প্রবাহিত ধমনীতে।
ভুল বটে—না না—পাপ।
সত্য পাপ—সত্য বটে
বংশ লোপ—জগন্নাথ,
বিচারক সাক্ষী !
মহাপাপ—বুঝি মহাপাপ !
আমারও ত আছে,
পিতা পিতৃলোক সনে
আমারও ত সম্বন্ধ শৃঙ্খল রয়েছে অটুট।
পুণ্য ব্রাহ্মণের আমিও ত বংশধর।
সেথা হবে নাকি শাপ বরিষণ ?
সেথা ব'বে নাকি অশ্রুজল,
সেথা উঠিবে না দীর্ঘশ্বাস,
হেরি ঘৃণ্য বংশধরে
চন্দ্রবংশ নাশী ?
জগন্নাথ—জগন্নাথ—কি দেখালে—
কি করিলে—কি করিনু আমি !
পাপ—সত্য পাপ।

কি দোষ আমার ?
ভ্রাতৃ বিরোধের দুরন্ত আহব
জ্বালিয়া ভারত বক্ষে
করিল শ্মশান ব্রাহ্মণের পুণ্যদেশ।
আমার কি দোষ ?
যে যেখানে ছিল
অস্ত্রধারী, আসিল উভয় পক্ষে
অনল দর্শনে পতঙ্গের মত।
আমার কি দোষ ?
দোষ কৌরবের, দোষ পাণ্ডবের।
পিতৃঘাতী পাণ্ডব আমার,
করিব পাণ্ডব বংশ সমূলে নির্ম্মূল।
কৌরব পাণ্ডব নাম
দিব মুছি জগতের বক্ষ হতে।
নিশ্চয় আসিবে, জীবিত যখন,
পাণ্ডব লইতে প্রতিশোধ !
নিশ্চয়ই হইবে অগ্রসর করিবারে ব্রহ্মহত্যা
পুণ্য কিম্বা পাপ হোক যা হবার
ছাড়ি ব্রহ্মবাণ করিব নির্ম্মূল
এ দুরন্ত ক্ষত্রিয়ের কুল।
বলি উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধন হতে,
আরও উচ্চৈঃস্বরে বলি
জগন্নাথ—জগন্নাথ। (অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।



রাত্রিকাল—প্রান্তর।

পূজার উপকরণাদিসহ বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ।

বিশ্ব। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে। ব্রহ্মাণ্ডে যত অন্ধকার ছিল বেটা জগন্নাথ এইখানটাতেই সব যেন ঢেলে দিয়েছে। নিরালা জায়গা আর খুঁজে বার করতেও হয় না। জগন্নাথের কৃপায় গোটা কুরুক্ষেত্রটা দিনরাত্রিই নিরালা। উঃ এত বড় কুরুবংশটা সব খেলে—শ্মশান করে দিলে! যাক্‌গে। এই-খানটাতেই বসি। ফল ফুল জল সব এনেছি। কোন গতিকে একবার নামাতে পার্‌লে হয়। (উপবেশন ও পূজার ভান)। ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, এস বাবা জগন্নাথ, এই নাও রাঙা টুকটুকে ফুল, এই নাও কচি কচি দুর্ব্বাঘাস, এস বাবা নেমে এস। আমার বুকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে, এইগুলি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাও বাবা। এই নাও জল নাও, এই দিব্য সুপক্ক রম্ভা নাও, ধূপ নাও, দীপ নাও, এস—দোহাই তোমার, আর কষ্ট দিওনা বেরিয়ে এস। জগন্নাথ—জগন্নাথ! ঐ এসেছে ঐ বুকের ভিতর উঁকি মার্‌ছে। আঃ আজ বুকটার ভিতর যেন আলো হয়ে উঠ্‌ল, এস তোমার পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্‌ছি, বেরিয়ে এস। আঃ আলোয় দিক্ ভরে গেল। এ কি

হ'ল, আজ আমার এ কি হ'ল! জগন্নাথ—জগন্নাথ! তুমি এত আলো কোথায় পেলে! তোমার সে ভয় মাখানো মূর্ত্তি ছেড়ে এ কি আনন্দ নিয়ে এলে! তুমি এত মিষ্টি তুমি এত আলো। না না নেম না—আমার বুকের ভিতরই থাক প্রভু জগন্নাথ—জগন্নাথ!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এ অন্ধকারে একেলা বসে কাকে অমন করে ডাকৃছ ঠাকুর?

বিশ্ব। (সচকিতে) আজ্ঞে না আজ্ঞে না। (সরিয়া যাইবার উপক্রম)

শ্রীকৃষ্ণ। (বাধা দিয়া) আজ্ঞে না কি? তুমি ত কাকে এই ডাকছিলে। এসব কি রয়েছে, পূজা করছিলে না কি? কার পূজা করছিলে? কাকে আদর করে ফুল ফল দিচ্ছিলে? (হাত ধরিয়া) ভয় কি ঠাকুর, বল আমায়, তুমি কাকে ডাকছিলে।

বিশ্ব। (ভীতিস্বরে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—সভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব।

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় কি—নির্ভয়ে বল।

বিশ্ব। তবে নির্ভয়ে বলি, যা থাকে কপালে। আজ যখন এসেছ, তখন বুকের কপাট খুলে, নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইব। যদি এসেছ তবে আজ বহুকাল ধরে যে যন্ত্রণা দিয়েছ তা আজ তোমায় বুঝিয়ে দেব।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমায় কি যন্ত্রণা দিলাম? তুমি ডাকছিলে, কাকে?

বিশ্ব। তোমাকেই ডাকছিলাম্। তোমার জন্যই এই ফল জল ফুল। যা কিছু আছে সব নাও। (জল লইয়া) এই নাও জল গণ্ডুষ কর—খুব খেয়েছ—ক্ষত্রিয়কুলে বাতি দিতে কাকেও রাখনি। আর কেন জগন্নাথ, এই নাও গণ্ডুষ কর!

শ্রীকৃষ্ণ। আমি জগন্নাথ তোমায় কে বল্লে ?

বিশ্ব। আক্কেলেই মালুম। আর যে মাগীটার ঘাড়ে চেপে দুনিয়াটা ছারেখারে দিলে, সেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। জলটা পড়ে যাবে বাবা, গণ্ডুষ কর, দোহাই তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ তোমায় আমি বড় ভালবাসি। যাও বাড়ীতে ফিরে যাও, তোমার ব্রাহ্মণী রাণী হয়েছে। যাও সুখে সংসার করগে।

বিশ্ব। তুমি রাজা হওগে। একটা ক্ষত্রিয় মাগীর ঘাড়ে চড়ে ক্ষত্রিয় বংশটা লোপাট করলে। এইবার বুঝি ব্রাহ্মণীর ঘাড়ে চেপে ব্রাহ্মণ বংশটা লোপ করবার চেষ্টায় আছ। আর কেন ঠাকুর, শুনেছি দ্বারকায় না কোথায় তোমার রাজ্য আছে—দণ্ডবৎ সেইখানে তুমি চলে যাও।

শ্রীকৃষ্ণ। তা হলেই তুমি তৃপ্ত হবে ? তোমার আর কিছু বলবার নেই ?

বিশ্ব। আজই সব দুঃখ শেষ করবে ? আমার দুঃখটা থাকনা। ওটা যে বড় ভাল জিনিষ; ওটা না থাকলে যে তোমায় বুকের ভিতর দেখ্‌তে পাইনা। না না যখন এসেছ তখন দাঁড়াও (নতজানু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধরিয়া) তবে দাও—তোমার পা দুখানি এ দীন কাঙ্গাল সাধন-সম্পদ শূন্য মূর্খ ব্রাহ্মণের বুকে একবার স্থাপিত কর। একবার—একবার তোমার নবঘনশ্যাম, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে এ অকিঞ্চন ব্রাহ্মণের আশা পূর্ণ কর। প্রভু জগন্নাথ অনাথশরণ—দয়া কর—ক্ষমা কর—আশা পূর্ণ কর। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

(শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণু মূর্ত্তি ধারণ)

বড় মিষ্টি বড় মিষ্টি তুমি। কিছু চাইনা শুধু বলতে দাও—
বলতে দাও প্রভু—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গেবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(প্রণাম)

(যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ)

(বিষ্ণু মূর্ত্তির তিরোধান ও কৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রকাশ।)

দ্রৌপদী। ওই দূরে বহিছে সঙ্গীত স্রোত,
ওই চিদানন্দ জ্যোতিঃ উঠিছে ফুটিয়া,
ওই কণ্টকিত ধরা
শ্রীবিষ্ণুর চরণ পরশে।
ওই স্তব্ধ জড়াকাশ
হইয়াছে চক্ষুময়
হেরি পদ্ম-পলাশ-লোচনে,
ওই দ্রুমরাজি হইয়া সজীব
ঢালিছে কুসুমাঞ্জলী,

ওই নির্ঝরিণী গৌরবে করিছে ধৌত
পদ ব্রহ্মারাধ্য,
ওই প্রতি ধূলিকণা লভিয়া চেতনা চক্ষু
রহিয়াছে চাহি,
ওই ভক্তের হৃদয়ে বহিয়াছে ভক্তি গঙ্গা,
ওই প্রার্থনার ক্লিন্ন অশ্রুধারা
পাইয়াছে হৃদে দীপ্ত ইন্দ্রধনু
প্রার্থিতের করুণা অরুণপাতে।
ওই সজল উল্লাসে পূরিত দিগন্ত,
ওই সুষমা বিকাশে, ওই বনমালা হাসে,
ওই পীতাম্বর ফোটায় কনক ভাতি,
ভক্ত সনে মিলিয়াছে ভক্তাধীন।
ছুটে এস ছুটে এস শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চসখা
হেরি লীলা করুণার। (শ্রীকৃষ্ণের গলায় মাল্য দান)

যুধিষ্ঠির। হেথা তুমি তুষিছ ভকতে
ধর্ম্মরাজ্য করি প্রতিষ্ঠিত।
আজ অভিষেক দিনে
আসিয়াছ করিবারে অভিষিক্ত
করুণায় ব্রাহ্মণ শরণাগতে।
আনন্দ উৎসব মাঝে,
ভুল নাই বাড়াইয়া রাখিতে শ্রবণ
শুনিবারে কাঙ্গালের ডাক।
ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মের আরাধ্য গুরু!

আজ বসি হস্তিনার সিংহাসনে
তব করুণায়,
ক্ষুদ্র হৃদয়ের তুচ্ছ উপহার
আনিয়াছি যথাসাধ্য
শ্রদ্ধাভার পুষ্পাঞ্জলি ছলে,
লহ সখা—লহ গুরু—
লহ ব্রাহ্মণের পরম আরাধ্যপতি।

(পুষ্পাঞ্জলি চরণে প্রদান)

নকুল-সহদেব। হরে মুরারে মধুকৈটভারে............ইত্যাদি।

ভীম। কে বলেরে বদ্ধজীব
মায়া মোহ ফাঁসে,
তুমি বদ্ধ তদপেক্ষা
নামের নিগড়ে।
ধন্য তুমি—ধন্য নাম তব সমধিক।
নাম বলে গেলে ছুটি
দিতে বস্ত্র দ্রৌপদীরে রাজ সভামাঝে,
নাম বলে কাম্য বনে গিয়া
তুষিলে অযুত বিপ্রে
দিতে পরিত্রাণ ব্রহ্মশাপানলে
পাণ্ডুপুত্রগণে।
নাম বলে রাখিলে গোপনে
পাণ্ডবে অজ্ঞাতবাসে,
নাম বলে আপনি ভাঙ্গিলে

নিজ পণ ভীষ্মের সকাশে
ধরি চক্র কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে,
নাম বলে বাঁচালে এ দীন ভীমে
অব্যর্থ বৈষ্ণব অস্ত্রে।
কি বলিব কি বলি করিব স্তুতি।
নাম বলে মায়া সন্ধ্যা করিয়া স্থাপন
বধিলে হে জয়দ্রথে,
নাম বলে বসাইলে যুধিষ্ঠিরে
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ সিংহাসনে।
নাম বলে আজি দিয়াছ এ দীন
বিপ্র বক্ষে রাতুল চরণ।
দাও—দাও বারেকের তরে
বাড়ায়ে ও রক্তিম চরণ।
ভীমের এ ভীম বক্ষে,
করি পূজা ধন্য হোক
ভক্তি হীন-দাস তব। (পুষ্পাঞ্জলি অর্পন)

নকুল-সহদেব। হরে মুরারে মধুকৈটভারে............ইত্যাদি।

অর্জ্জুন। জীব কণ্ঠে কত আছে ভাষা
প্রকাশিতে মহিমা তোমার।
নাম বলে হইলে সারথী
ধরিলে অশ্বের বল্গা,—
এ করুণা কি ভাষায় হইবে সুপ্রকাশ ?
নাম বলে দেখাইলে দাসে

কাল বিশ্বরূপ মূর্ত্তি তব,
অমর সিদ্ধর্ষিবৃন্দ দেখে নাই
কভু যাহা।
কি ভাষায় করিব বর্ণনা।
নাম বলে প্রবেশি উত্তরাগর্ভে
রক্ষিয়াছ ব্রহ্মঅস্ত্রে
একমাত্র বংশধরে।
চন্দ্রবংশ হইত নির্ব্বংশ
প্রভু তুমি না রাখিলে।
কি গাহিব কি করিব স্তুতি তব,
ভক্তাধীন ভক্তাধীন তুমি জগন্নাথ।
লহ বিশ্ববাসী লহ নাম,
রহ সজীব নামেতে,
বল প্রাণভরে জীবনের শ্বাস
না ফুরায় যতদিন—
ভক্তাধীন ভক্তাধীন জগতের পতি।

সকলে। হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

শ্রীকৃষ্ণ। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ"॥

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১৭	সম	মম
৯০	৬	দৌপদী	দ্রৌপদী
১০৯	১৫	মোব	মোর
১২২	৪	নর্দ্দয়	নির্দ্দয়
১৬৫	৬	নারায়ণামস্ত	নারায়ণানস্ত
২০৮	৮	বিষে	বিষে।
২০৮	১১	বিশ্বসংহারক	বিশ্বসংহারক !
২২১	১৮	কিরিটীহারী	কিরীটীহারী
২৫০	১৬	ক্রুর	ক্রূর
২৮৫	১৯	নির্ম্মল	নির্ম্মূল
২৮৭	১	পঞ্চম দৃশ্য	ক্রোড়াঙ্ক
২৮৮	১	ঐ	ঐ

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত—

পুস্তকাবলী।

বেদান্তদর্শন পূর্ব্বভাগ।

বেদান্তে নূতন আলোক। ঋষির সত্যদর্শন আবার জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, বুঝি ঋষিযুগ আবার আসিল। দর্শন জগতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন আলোক। সংসারের উপর সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মিথ্যা ও বিষময় দৃষ্টি সংস্কার রচিত হইয়াছিল, কর্ম্মকে সত্য প্রতিপাদিত করিয়া সেই দৃষ্টিকে অপনোদিত করিয়া জীব কর্ম্মপথে ব্রতী হইয়া সংসারেই অমৃতলাভ করিতে পারে, এই ভাষ্যে তাহার সন্ধান দেখান হইয়াছে। ইহা সত্যযুগের সত্যধর্ম্ম, ইহার প্রচারে আবার সত্যযুগ সূচিত হইয়াছে। মূল্য ৩৲। কাপড়ে বাঁধাই ৪৲। উত্তর ভাগ যন্ত্রস্থ।

ঋতম্ভরা বা সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, মন্ত্রচৈতন্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ—অত্যুত্তম কাগজে ছাপা ও একখানি চিত্র সন্নিবেশিত। মূল্য পূর্ব্ববৎ রাখা হইয়াছে।

সংসারী ও সন্ন্যাসী যে কেহ আত্মশক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অভিলাষী, তাঁহারই পক্ষে এ পুস্তক পথপ্রদর্শক ও সাক্ষাৎ শক্তিপ্রদ তন্ত্রবিশেষ। সাধনার সফলতা কোন্ দিক দিয়া লাভ এবং কিসের অভাবে সাধনা বিফলবৎ হয় তাহারই রহস্য হইতে ভাবপ্রবন ভাষায় বর্ণিত। মূল্য ২৲। কাপড়ে বাঁধাই ২।০।